সূচীপত্র

॥ ভার্টিগো ॥

॥ পিয়ের বোয়ালো
এবং
টমাস্ নারসাজাক্ ॥

অ্যালফ্রেড হিচকক্ রহস্যধর্মী ফিল্মের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পরিচালক। ত্রুফো এবং সত্যজিৎ রায়ের মত যেসব বিখ্যাত ফিল্ম-পরিচালক ভিন্ন ধরণের ফিল্মের জন্যে খ্যাতিমান, তাঁরাও অ্যালফ্রেড হিচককের ফিল্ম-আঙ্গিকের গুণমুগ্ধ ভক্ত। 'ভার্টিগো' অ্যালফ্রেড হিচককের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিল্ম। এদেশে প্রথম প্রদর্শিত হবার সময় ফিল্মটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফরাসীতে মূল বইটির নামেব অর্থ ছিল—"জীবিত ও মৃত"। "ভার্টিগো"—এই শব্দটির অর্থ ঘূর্ণিরোগ, যা বেশী উঁচু ও ফাঁকা জায়গায় উঠলে ও নীচের দিকে তাকালে রোগীকে আবিষ্ট করে। এই কাহিনীতে গোয়েন্দা ঘূর্ণিরোগে ভোগে। গোয়েন্দাকাহিনী না বলে একে রহস্যকাহিনা বলাই হয়তো উচিৎ। এই কাহিনীর রহস্যের সমাধান গল্পের সমাপ্তির আগে বোঝা যায় না। এই সংকলনের পরিসরের প্রয়োজনে মূল কাহিনী যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে কাহিনী সামান্য সংক্ষিপ্ত করা হল। সেজন্য মার্জনা চাইছি।

॥ ডাঃ অভিজিৎ দত্ত ॥

॥ প্রথম খণ্ড ॥

"ছ্যাখো, তোমাকে আমার বউয়ের ওপর নজর রাখতে হবে"
—জেহ্‌ভী বলছিল,
"ও কেমন যেন·········ওকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হয়।"
"তুমি কী ভয় করছো ?"

উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করে জেহ্ভী। কারণটা বুঝতে পারে না ফ্লাভিএরে। ওকে কতোটা বিশ্বাস করা যায়, তাই ঠিক করতে পারছেনা জেহ্ভী। পনেরো বছর আগে ফ্লাভিএরের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল। তখন ফ্লাভিএরে ফ্যহ্কীল্তেহ্ দা দ্রোয়াতে চাকরী করতো। তখনকার থেকে ও বেশী বদলায়নি। বাইরে থেকে দেখলে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং খোলামেলা, ভেতরে ভেতরে ঠিক উল্টো—লাজুক, অসুখী এবং নিজেকে নিয়ে বিব্রত। জেহভী যখন আলিঙ্গনের জন্যে হাত বাড়িয়ে বলেছিল—"রজার, ওল্ড বয়, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হল বলে কী যে আনন্দ লাগছে"—ফ্লাভিয়েরে তখনই বুঝেছে, ওর অন্তরঙ্গতা কিছুটা লোকদেখানো, যেন দৃশ্যটা আগেই রিহার্সাল করা হয়েছে এবং অভিনয়ে কিছুটা অতিঅভিনয়ের ছাপ। জেহভী কেমন যেন নার্ভাস, স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে হাসছে। পনেরো বছরে ওর চেহারা বদলেছে, মাথায় টাক পরেছে, চোয়ালের রেখা আগের মত ধারালো নয়, ভুরুতে মরচেধরা লোহার রং, নাকের দুধারে ফুটফুটে তামাটে দাগ। ফ্লাভিয়েরেও বদলেছে। আগের চেয়ে রোগা হয়েছে সে। তাছাড়া ঝামেলার পর থেকে সে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। পুলিসে চাকরী নেবার আগে সে আইন পড়েছে। এখন পুলিসের চাকরী ছাড়ার পর সে ওকালতী করছে কেন, এই প্রশ্নটা জেহভী করতে পারে ভেবে তার হাত ঘামছে।

সুন্দর সিগারকেস খুলে চুরুট অফার করে জেহভী। ওর পোষাক দেখলে মনে হয়, অবস্থা বেশ ভালো। নামী রেস্তোরাঁর নাম-লেখা ম্যাচবুক থেকে দেশলাইকাঠি ছেঁড়ার সময় আঙুলে আংটির ঝিলিক দেখা যায়। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গাল দুটো চুপসে যায়। ও বলে—

"সবটাই পরিবেশের প্রশ্ন।"

আমি ও আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুখী দম্পতি। চার বছর হল বিয়ে

হয়েছে। আমরা যা চাই, সবই পেয়েছি। ল। হাভর-এ আমার ফ্যাক্টরী যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় থেকে ভালোই চলছে। আমায় সেনা-বাহিনীতে যোগ দিতে হয় নি। আমারে ভাগ্য ভালো বলা চলে।"

"ছেলেপিলে?"

"হয়নি।"

"বলে যাও।"

"সুখী হবার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, কোনকিছুরই অভাব নেই আমার স্ত্রী মাদেইলীনের। কিন্তু তবুও কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল········ওর স্বভাবটাই কেমন যেন অস্থির····মাঝে মাঝে চুপ করে থাকে, কোন কথা বললে শুনতে পায় না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন এমন কিছু ও দেখতে পায়, আমাদের চোখে যা অদৃশ্য।········তারপর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে ওর চোখে দেখা যায় অদ্ভুৎ বিহ্বল এক ধরণের চাউনি, যেন ও নিজের পরিবেশ বা নিজের স্বামাকেও চিনতে পারছেনা।"

—নিভে-যাওয়া চুরুটটা আবার ধরায় জেহভী, ওর অনির্দেশ দৃষ্টিতে এমন একটা হতবুদ্ধি ভাব, যা ফ্লাভিয়েরের পরিচিত।

"যদি শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ব্যাপার না হয়, তোমার স্ত্রী হয়তো অভিনয় করছে। হয়তো—"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। একদিন চুপিসারে ওর পিছু নিলাম। বোয়া দা বুলঁ-য় হ্রদের ধারে বসে অদ্ভুৎ গাম্ভীর্য্য ও মনো-যোগের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে জলের দিকে তাকিয়ে রইলো মাদেইলীন্।

········এবং সেদিন সন্ধ্যায় আমায় বললো, ও বাড়ী ছেড়ে মোটেই বের হয়নি। আমি যে ওকে দেখেছি, তা অবশ্য বলিনি।"

একসময় ফ্লাভিয়েরে সহপাঠি ছিল জেহভীঁ। এখন কিন্তু ওকে কেমন অচেনা লাগছে। ফ্লাভিয়েরে বলে—

"ছাখো, হয় তোমার বউ অসুস্থ, নয়তো ওর কোন ধান্দা আছে। হয়তো হয়তো অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে—"

অ্যাসট্রেতে চুরুটের ছাই ঝাড়ে জেহভী, বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে—

"তোমার আমার ভাবনার ধরণটা একই রকম। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে মাদেইলীন্ অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে জড়িয়ে পরেনি। এবং ডাক্তার বলছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ, মনের দিক থেকেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ অকারণে দুঘণ্টা হ্রদের জলের দিক একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেনা·······তোমার মনে আছে, বিশের দশকে আমরা একটা জার্মান ফিল্ম দেখেছিলাম। ফিল্মটার নাম ছিল, জ্যাকব বোহম'। ফিল্মে অধ্যাত্মবাদী মরমীর চরিত্রে অভিনয় করছিলেন যে পুরুষ অভিনেতা, সমাধির দৃশ্যে তাঁর চোখে মুখে যে আবেশের ভাব ফুটে উঠছিল, সেই বিহ্বল দৃষ্টি আমি দেখেছি আমার স্ত্রীর চোখে। যখন ওর ওরকম ভাব হয়, ও যেন বদলে যায়, তখন ও যেন অন্য কেউ, অন্য কোথাও রয়েছে। ও বুঝতে পারে, আবেশের সেই ভাবটা আসছে, ও কথা বলে বা কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বা রেডিও খুলে বা জানলা খুলে ভাবটা ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, হঠাৎ ওর শরীর যেন কঠিন হয়ে ওঠে, চোখদুটো একদৃষ্টিতে গতিশীল কোন কিছুর দিকে চেয়ে থাকে, ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কপালে হাত বুলোয়, তারপর পাঁচ-মিনিটের জন্যে·······ঘুমের মধ্যে অনেকে যেমন হাঁটে, তেমনি ব্যবহার করে মাদেইলীন্। অথচ ঘুমোয়না। অন্যমনস্ক, যেন ওর শরীর ওর নয়, অন্য কারো। যেন ও অন্য কেউ·······মাদেইলীনের বংশে অতীতে অদ্ভুত ধরণের এক মহিলা ছিলেন। তাঁর নাম পোলিন্ লাজেয়ারলাক্। তিনি ছিলেন মাদেইলীনের মায়ের দিদিমা। তেরো বা চোদ্দ বছর যখন তাঁর বয়স, তখন থেকে তিনি অদ্ভুৎ অসুস্থতায় ভুগতেন। অদ্ভুত ধরণের স্নায়বিক আক্ষেপ বা খিঁচুনি হত।

তা ছাড়া উনি যখন বন্ধ ঘরে একা থাকতেন, লোকে অদ্ভুৎ সব শব্দ শুনতে পেতো—"

"দেয়ালে টোকা মারার শব্দ? ঘসার শব্দ, আসবাবপত্র সরানো হলে মেঝের ওপর যেমন শব্দ ওঠে?"

"হ্যাঁ।"

"জানি। ওই বয়সেরা মেয়ের এধরণের রোগে ভোগে। কারণ কেউ জানেনা। তবে আপনা হতেই সেরে যায়।"

"সারা জীবনই অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ছিলেন পোলিন্ লাজেয়ার-লাক। প্রথমে ভেবেছিলেন, খ্রীষ্টান ধর্মযাজিকা হবেন। পরে মত বদলে বিয়ে করেন। আমার শাশুড়ী আমার বিয়ের অল্পদিন পরে পোলিনের জীবনের গল্প আমায় বলেছিলেন। তখন আমি কোন গুরুত্ব দিইনি। এখন শাশুড়ী মারা গেছেন। খোঁজখবর নেওয়ার মত আর কেউ নেই।........যাই হোক, পোলিন বিয়ে করলেন, তাঁর ছেলে হল, সবাই ভাবলো, এবার উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। হঠাৎ একদিন সম্পূর্ণ অকারণে আত্মহত্যা করলেন পোলিন্।"

"তোমার স্ত্রীর সংগে এসব ব্যাপারে যোগাযোগটা কোথায়, আমি এখনও বুঝলাম না।"

"বুঝবে....আমার শাশুড়ী মারা যাবার পর উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ কিছু গয়নাপত্র পেল মাদেইলীন্। তার মধ্যে পোলিনের একটা নেকলেসও ছিল। সেটা অ্যাম্বার বা তৈলস্ফটিকে তৈরী। দেখা গেল, আমার বউয়ের কাছে ওই নেকলেসটার যেন বিশেষ কোন তাৎপর্য্য আছে। সবসময় তৈলস্ফটিকের পুঁতিগুলোর ওপর হাত বোলায়, ওগুলোর দিকে ব্যাকুল চোখে চেয়ে থাকে। মাদেইলীনের মত পোলিন্ও ছিল এমেচার পেণ্টার, পোলিনের আঁকা আত্ম-প্রতিকৃতি আমাদের বাড়ীতে আছে, সেই ছবিটার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকে মাদেইলীন্। আয়নার পাশে ছবিটা রাখে, নেকলেসটা

নিজের গলায় পড়ে, পোলিনের মত চুল বাঁধে—"

"দুজনের চেহারায় মিল আছে ?"

"হ্যাঁ, অস্পষ্ট একটা মিল আছে।····এক একসময় আমার মনে হয়, যে রমণীর সঙ্গে আমার জীবন কাটাচ্ছি, সে আমর স্ত্রী নয়।"

"তবে কে সে ? পোলিন্ লাজেয়ারলাক্ ?····পল্, তুমি কল্পনাশক্তিকে বড্ড বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছো। কী খাবে ? পোর্ট ? সাঁজান ? কাহ্‌পকর্স ?

"পোর্ট।"

ডাইনিংরুম থেকে ট্রে ও গ্লাস আনতে যায় ফ্লাভিয়েরে। জেহভী জিজ্ঞাসা করে—

"আরে তোমার কথা তো জিজ্ঞাস করাই হলনা। তুমি বিয়ে করেছো ?"

"না। ইচ্ছেও নেই না।"

জেহভী আর্মচেয়ার ছেড়ে পাশের ঘরে ঢোকে। বোতল থেকে মদ ঢালছে ফ্লাভিয়েরে। জেহভী বলে—

"বাঃ, তোমার এই জায়গাটা চমৎকার। এখানে আসার আগে আমার ফোন করা উচিৎ ছিল। তাড়াহুড়োয় হয়ে উঠেনি।"

"তোমার ফার্ম জাহাজ তৈরী করে, তাই ?"

"ছোট জাহাজ। তবে কনট্র্যাকটটা বড়। সরকারের ধারণা, যুদ্ধে বড় ধরণের ঘা আসবে।"

"আসতে বাধ্য। এরকম ছেলেখেলার মত যুদ্ধ চিরদিন চলতে পারে না।····গুড লাক, পল্········"

"তোমাকেও শুভেচ্ছা জানাই, রজার।।"

মদের গ্লাস হাতে নেওয়ার সময় দুজন পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকায়। পল্ বেঁটে, মুখের কাটিংএ রোম্যান ধরণ চওড়া কপাল, কানদুটো পুরু। না, লোকটার মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই। তবে

যুদ্ধের বাজারে লোকটা কোটীপতি হবে। তবে রজারও তো যুদ্ধে যায়নি, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আনফিট হয়েছিল বলে।

"তোমার স্ত্রীর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়সজন যুদ্ধে ফ্রন্টে গেছে বলে তার মাথা খারাপ নয় তো?"

"না, দূরসম্পর্কের ভাই তুএকজন গেছে, তাদের সঙ্গে এমনিতেই আমাদের দেখা হয়না।"

"স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম কোথায় পরিচয় হয় তোমার?"

"রোমে। ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক। আমরা তুজনেই কনটিনেণ্ট্যাল হোটেলে উঠেছিলাম। মানে ইলীন্ তখন ছবি আঁকতো। ওর নাকি সত্যিকারের প্রতিভা ছিল। অবশ্য আমি পেনটিং বুঝিনা।"

"ছবি আঁকা কি পরে শিক্ষিকার চাকরী করার উদ্দেশ্যে?"

"না, না, জীবিকা অর্জনের জন্যে নয়। আঠারো বছর বয়সেই ওর নিজের গাড়ী দিল। ওর বাবা বড় শিল্পপতি ছিলেন।"

"এখনও ছবি আঁকে?"

"না, ছেড়ে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, প্রথম যখন তোমার স্ত্রীর এই অসুখটা দেখা যায়, কবে, কোন তারিখে, তোমার মনে আছে?"

'শনিবার·······সেটা ছিল ফেব্রুয়ারী মাস···হ্যাঁ, ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২৬শে ফেব্রুয়ারী।"

"তোমরা কোথায় থাকো?"

"আরে, আমি বলতে ভুলে গেছি। এভিনিউ ক্লেবেয়ার-এ আমরা একটা ব্লক কিনেছি, তারই একটা ফ্ল্যাটে আমরা থাকি। এই নাও আমার কার্ড—'

"ধন্যবাদ।····আমার কাছে এলে কেন?"

"তুমি আমার পুরোনো বন্ধুদের একজন। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ ছিল। পুলিসের সাহায্যে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি পুলিসের চাকরী ছেড়ে দিয়েছো শুনেই তোমার কাছে এলাম।"

"আমি পুলিসের চাকরী ছেড়েছি। কেন জান ?....আমি ডিটেক-টিভের চাকরী করতাম। ডিগ্রী থাকলেও পুলিসের চাকরীতে ছোট কাজ থেকেই সুরু করতে হয়। পুলিসের চাকরী আমার পছন্দ ছিল না। আনার বাবা ছিল পুলিসের ডিভিসন্যাল ইনস্পেক্টর। তাই আমাকে পুলিসের চাকরী নিতে হল। কোন ছেলেকেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এভাবে....সে কথা থাক। পুলিসের গোয়েন্দা হিসেবে আমি বিপজ্জনক এক ক্রিমিন্যালকে আরেস্ত করতে গিয়েছিলাম। লোকটা ছাদের ওপর আশ্রয় নিরেছিল। আমার সঙ্গে ছিল এক সহকর্মী। তার নাম লেয়ারীশ। খুব ভালো লোক...."

—ফ্লাভিয়েরের চোখে জল আসে—

"ছাদটা ঢালু। নীচে, অনেক নীচে রাস্তায় গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একটা চিমনীর আড়ালে লুকিয়েছিল ক্রিমিনাল। গোয়েন্দা হিসেবে আমার কাজ ছিল ওকে ধরা। ওর হাতে অস্ত্রও ছিলনা। আমি পারলামনা। আমার মাথা ঘুরছিল। আমার সহকর্মী লেয়ারীশ আমার বদলে ছুটে গেল। তার পা ফসকালো। সে চীৎকার করে উঠলো—"

—কেন ও পুলিসের চাকরী ছেড়েছে, কেউ বোঝেনা। ওরা তো শোনেনি বন্ধুর সেই আর্ত চীৎকার কিভাবে ক্ষীণ হতে হতে দূরে মিলিয়ে গিয়েছিল। জেহভীঁর বউয়ের কি এমনি কোন গোপন কথা আছে ? সেও কি নিজের বদলে অন্যকে মরতে দিয়েছে ?

ওর দিবাস্বপ্নে বাধা দিয়ে বন্ধু বলে—

"আমি তাহলে তোমার ওপর ভরসা করতে পারি ?"

"আমি কী করলে তুমি খুসী হবে ?"

"আমার স্ত্রীর ওপর নজর রেখে এই ব্যাপারে তোমার মতটা আমায় জানাও। আজ সন্ধ্যাবেলাটা তোমার আর কোন এনগেজমেণ্ট আছে? না:থাকলে আমাদের বাড়ীতে ডিনার খেতে....

"না, তোমার স্ত্রী আমায় না চেনাই ভালো।"

"ঠিক বলেছো। কাল আমরা থিয়েটার দেখতে যাবো। বক্স ভাড়া নিয়েছি।"

"বেশ, আমি থিয়েটারেই যাবো।"

"টাকা-পয়সার ব্যাপারে—"

'টাকাপয়সা নয়, কেসটাতেই আমার আগ্রহ। টাকাপয়সার কথা পরে হবে।"

'ওকালতী কেমন চলছে?'

'ভালোই।'

'যুদ্ধের কনট্র্যাক্টের ব্যাপারে কিছু প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তোমাকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে খুসী হব।....আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে আমার প্যারীর অফিসে এসো। আমার স্ত্রী যেন বুঝতে না পারে, তার ওপর নজর রাখা হয়েছে—'

'আমার ওপর আস্থা রাখো'।

'ধন্যবাদ।'

বিদায় নিড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে বন্ধু দুবার ঘুরে হাত নাড়ে। ওর কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে ফ্লাভিয়েরে ভাবে, মাদেইলীন্ নামটা কি সুন্দর, কি নরম, যেন শোকের আবহ জড়িয়ে আছে নামটার সঙ্গে। এই মোটাসোটা লোকটাকে কিভাবে সহ্য করে মাদেইলীন্? যাদের আত্মবিশ্বাস বেশী, তাদের দেখতে পারেনা ফ্লাভিয়েরে। কেননা ওই গুণটার অভাব আছে তার। জেহভীঁর আত্মবিশ্বাস বড় বেশী।

জানলা বন্ধ করে দেয় ফ্লাভিয়েরে। যুদ্ধের ভয়ে সেও তাকভর্তি টিনে—জমাট খাবার জমিয়ে রেখেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধ বেশীদিন চলবেনা। কিন্তু এত খাবার দেখে তার ক্ষিদে নষ্ট হয়ে যায়। কয়েকটা বিস্কুট এবং বোতলের অবশিষ্ট মদ নিয়ে সে অফিসে আসে, রেডিও খোলে। খবরে নতুনত্ব নেই। রাইন নদীর ধারে ছোটখাট সংঘর্ষের খবর। তবু সংবাদপাঠকের কণ্ঠস্বর এখন তাকে তার নিঃসঙ্গতার কথা ভুলিয়ে দেয়।

পুলিস ডিটেকটিভের চাকরীতে সে ব্যর্থ হয়েছে। ফৌজে যোগদানের পক্ষেও সে অনুপযুক্ত। সে কি করবে?

একটা ড্রয়ার থেকে সবুজ একটা ফাইল নিয়ে সে ডানদিকের এক কোণে লেখে—"দশিএয়ার জেহভীঁ।" কয়েকটা সাদা কাগজ ফাইলে ঢুকিয়ে সে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকে।

॥ ২ ॥

"আমাকে নিশ্চয়ই খুব বোকা দেখাচ্ছে"

—মাদেইলীনের মুখটা অপেরাগ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে ফ্লাভিয়েরে ভাবে। চারপাশে ইউনিফর্মপরা মিলিটারী অফিসারদের ভীড়, তাদের সঙ্গে যে মহিলারা এসেছে তাদের চাউনিতে অহংকার ও আত্মতুষ্টির ভাব। আর্মির লোকদের দেখতে পারেনা ফ্লাভিয়েরে। থিয়েটারের পরিবেশটা তার ভালো লাগছেনা।

বক্সে জেহভীঁর পাশে চেয়ারে বসে আছে তার বউ মাদেইলীন্। সুন্দর, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর মনে হচ্ছে ওকে। মুখের তুলনায় মাথার চুল গুরুভার বলেই কি? এত সুন্দর ও চমকপ্রদ চেহারার বউ কি করে জোগাড় করলো জেহভীঁ? এককালে পয়সা বাঁচাবার জন্যে ফ্লাভিয়েরে ও জেহভীঁ এক ঘরে থাকতো। সহপাঠিনীরা তাদের দেখে হাসতো।

তারা তুজনেই ছিল লাজুক। মারকো নামের আর এক সহপাঠি মেয়েদের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে নিতো। ওর সাফল্যের রহস্য জিজ্ঞাসা করায় মারকো বলেছিল—"ওদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবে, যেন আগেই ওদের সঙ্গে শুয়েছো। এটাই কায়দা।"

এসব বলা যতো সহজ, করা ততো সহজ নয়। ফ্লাভিয়েরে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নামতে পারতেনা। পুলিস বিভাগের সহকর্মীরা এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করতো। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ঠাট্টা—ইয়ার্কি নয়। কেননা ওরা তাকে ঠিক পছন্দ করতনা, বোধহয় একটু ভয়ও করতো। কিভাবে সাহস সঞ্চয় করলো তার সহপাঠী জেহভী? সেও তো তারই মত লাজুক ছিল। নিজেকে জেহভীঁর জায়গায় ভাবতে চেষ্টা করে ফ্লাভিয়েরে। মাদেইলীনের সঙ্গে প্রথম ডিনার খাওয়া, হেডওয়েটারকে ডেকে মদের অর্ডার দেওয়া....হাস্যস্কর, কেননা হেডওয়েটার ওর দিকে তাকালেই নার্ভাস হয়ে যেতো জেহভীঁ। ....তারপর ডাইনিং রুম, সিঁড়ি বেয়ে বেডরুমে উঠে যাওয়া....পোষাক খুলবে মাদেইলীন্.... তারপর, চোখ বন্ধ করে ভাবছিল ফ্লাভিয়েরে। অভিনেতারা কি যেন মজার কথা বলেছে বলে অডিটোরিয়মে মৃত্ব হাসির শব্দ। আড়-চোখে মাদেইলীন্-এর দিকে তাকায় ফ্লাভিয়েরে। আধো-অন্ধকারে ছবির মত দেখাচ্ছে ওকে। গলায় ও কানে অলঙ্কারের দামী পাথর-গুলো ঝিকমিক করছে। চোখত্নটোও যেন চিকচিক করছে। মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে থিয়েটার দেখছে যুবতী। ল্যুভরে দেখা ছবির মতন। মোনালিসা....মাদেইলীনের চুলে মেহগিনীর রঙের আল্‌তো ছোঁয়া, পিঠের কাছে মস্ত খোঁপা....মাদাম জেহভী....

ফ্লাভিয়েরে বারবার অপেরাগ্লাস তুলে মাদেইলীন্‌কে দেখছে এবার যেখানেই ওকে দেখুক সে, ঠিক চিনতে পারবে। অবশ্য ওকে অনুসরণ করা, ওর ওপর নজর রাখার কাজটা খুব ভদ্র কাজ নয়। যুবতীর কোন প্রেমিক থাকলে অন্যায় তো কিছু নয়। তবে

তাই যদি হয়, মনে খুব দুঃখ পাবে ফ্লাভিয়েরে।

আবার দর্শকদের মৃদুগুঞ্জন ও হাততালির শব্দ। ওরা থিয়েটার দেখছে। মাদেইলীন্ একই জায়গায় একই ভাবে বসে আছে। ইয়ারিং এর হীরে ঝিলিক দিচ্ছে, চোখের কোণেও উৎসুক আলোর ঝিলিক-যুবতীর দীঘল শুভ্র হাত সীটের লাল হাতলের ওপর। বক্সের চৌখুপিটা যেন একটা পেন্টিংয়ের গিল্টিকরা ফ্রেম। কল্পনায় ছবিটা দেখে ফ্লাভিয়েরে। ছবির এক কোণে সই-করা: আর—এফ—....রজার ফ্লাভিয়েরে....হয়তো সে ঔপন্যাসিক হলেই ভালো হত, এই যে ছবির পর ছবি, অস্পষ্ট নয়, জীবনের নাটকীয়তায় জীবন্ত ছবি দ্রুত ইচ্ছামত ভেসে আসছে তার স্নায়ুতে....এসব উপন্যাসের বিষয় হতে পারতো.... সেই ঢালু ছাদ, ভিজে শ্লেট, ইঁটলাল চিমনী, ধোঁয়া, নীচে ট্রাফিকের শব্দ, জলপ্রপাতের শব্দের মতন....

কেন সে বেছে নিয়েছে উকীলের পেশা? অন্যের গোপন কথা জানবে বলে। জেহভীঁ ধনী ফ্যাক্টরীর মালিক, নামজাদা লোকেদের বন্ধু। কিন্তু জেহভীঁর জীবন জীবনই নয়। মারকোর মত....মিথ্যাবাদী ....সব বাধা গুঁড়িয়ে দিতে চায়....

স্টেজের ওপর অভিনেত্রীকে চুমু খেয়েছে অভিনেতা।

....আপাতদৃষ্টিতে সহজ, কিন্তু এটাও সত্য নয়। জেহভীঁ যদি মাদেইলীনকে চুমু খায়, তবু ওর কাছের মানুষ হবেনা জেহভী।

আসলে সব মানুষ ফ্লাভিয়েরের মতন। ঢালু ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে ওরা কাঁপছে। নীচে অতলস্পর্শী গহবর। ওপরে দাঁড়িয়ে তারা হাসে, ভালোবাসে। কিন্তু অতলস্পর্শী ওই গহবরকে তারা ভয় পায়। তাদের সাহস দেয় কারা? ধর্মযাজক, চিকিৎসক এবং উকীল!

স্টেজে পর্দা নামে, আবার ওঠে। তীব্র আলোয় দর্শকদের মুখগুলো কেমন যেন ধূসর দেখায়। হাতের প্রোগামটা দিয়ে হাতপাখার কাজ করছে মাদেইলীন্। তার কানে কানে কি যেন বললো তার

স্বামী। দৃশ্যটা বিখ্যাত এক পেন্টিং-এর মত। পেলিন্ লাজেয়ার-লাকের পোট্রেট ?

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় মাদেইলীনকে খুব কাছ থেকে দেখে ফ্লাভিয়েরে। ওর পেছন পেছন হাঁটবে ভেবেছিল সে। কিন্তু একসময় সে চেষ্টাটা ছেড়ে দেয়। এখন তার একা থাকা দরকার।

যুদ্ধ চলেছে। রাতের রাজপথ নির্জন। মিষ্টি হাওয়ায় ভেসে আসে ম্যাগনোলিয়ার গন্ধ। নিঃশব্দে পথ হাঁটে ফ্লাভিয়েরে। তার সামনে ভাসে মাদেইলীনের মুখচ্ছবি, কালো চুলে হেনার ম্লান রং, চোখদুটো নীল, যেন মানুষের চোখ নয়, যেন এই চোখে কামনা জাগেনা....গালদুটো সামান্য বসা, মুখের হাঁটা ছোট্ট, লিপস্টিক নেই বললেই চলে....যে শিশু স্বপ্ন দেখছে, তার মুখ....মাদেইলীন্ নামটা ওকে চমৎকার মানিয়েছে....জেহভী নামটা কি বিশ্রী ! আসল ব্যাপারটা ঢাকার জন্যে নিশ্চয়ই গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদেছিল জেহভী। এই স্পর্শ-কাতর, অনুভূতিপ্রবণ যুবতীর কাছে এই ধরণের স্বামী নিশ্চয়ই বিরক্তি-কর। তবু অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমকভরা জীবনের কাছে আত্মসমর্পন করেছে মাদেইলীন্। হয়তো তাই ও ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছে। এখন মাদেইলীনের দিকে নজর রাখার বদলে তাকে সাহায্য করা, তাকে বাঁচানোর ইচ্ছেটাই জেগে ওঠে রজার ফ্লাভিয়েরের মনে।

"আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে",

সে ভাবে,

"এখনও সাবধান না হলে হয়তো মাদেইলীনের প্রেমে পরে যাব। মাদাম জেহভীর টনিক খাওয়া দরকার। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়।"

রাতে তার ভালো ঘুম হয়না। সকালে রেড়িওয় সেই পুরোনো খবর। দুপক্ষের গোলাবর্ষণ। এসবের জন্যে কেউ আজকাল মন খারাপ করে না। সে লাঞ্চ খেলো ছোট এক রেস্তোরাঁয়। অসামরিক পোষাক পরে আছে বলে তার এখন খারাপ লাগেনা। স্বাস্থ্যপরীক্ষায় আন্‌ফিট

হওয়াটা তো তার অপরাধ নয়।

এভিনিউ ক্লেবেয়ারের ফ্ল্যাটবাড়ীর সামনে সে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। আবহাওয়া আগের চেয়ে ভালো হলেও রাস্তায় ভিড় নেই। মস্ত বড় এবং কালো রঙের একটা ট্যালবট গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীটার সামনে। হাঁটতে হাঁটতে পকেট থেকে খবরের কাগজ বার করে চোখ বোলায় রোজার। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলায় বিমান ভেঙে পরার খবর। নারভিকে আরও সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। এসবে রোজার ফ্লাভিয়েরের কিছু এসে যায়না। এখন তার ছুটি। মাদেইলীনের সঙ্গে তার দেখা হবে। ফ্ল্যাটবাড়ীটার উল্টোদিকে পেভমেণ্টের ওপর কাফের তিনটে টেবিল গাছের ছায়ার পাতা আছে। কফির অর্ডার দিয়ে সামনের বাড়ীটার দিকে তাকায় রোজার। বাড়ীটা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের স্টাইলে তৈরী, উঁচু উঁচু জানালা, ব্যালকনীতে ফুলের টব। ট্যালবট গাড়ীতে উঠে চলে গেল জেহভী। এবার নিশ্চয়ই মাদেইলীন্ বেরোবে।

গরম কফিটা গিলে ফেলে আপন মতে হাসে রজার ফ্লাভিয়েরে। সত্যিই তো. সে কি করে জানলো যে আজ বিকেলে বাড়ী ছেড়ে বেরোবে মাদেইলীন্? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বের হবে। কেননা, আকাশে রোদের আলো, গাছে নতুন সবুজ পাতা, বসন্ত—হাওয়ায় তুলোবীজ ভেসে যাচ্ছে এবং রোজার ফ্লাভিয়েরে মাদেইলীনের জন্যে অপেক্ষা করছে!

হঠাৎ সে দেখে, সত্যিই পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে আছে মাদেইলীন্। রজার তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়। মাদেইলীনের পরনে ধূসর রঙের স্যুট, কোমরে আঁটসাঁট বেল্ট, কালো হ্যাণ্ডব্যাগটা হাতের নীচে, দুহাতে দস্তানা পরেছে মাদেইলীন, চারপাশে তাকাচ্ছে। গলার কাছে পোষাকের পাৎলা লেস উড়ছে। কপাল ও চোখদুটো ছোট ঘোমটায় আধো ঢাকা। আর একটা বিখ্যাত পোর্ট্রেটের মতো!

যদি ওই শ্লিম শিল্যুট, রোদের মধ্যে জাঁকজকমওলা স্থাপত্যের ফ্যাকাসে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা এই রমণীর ছবি আঁকা যেত? যৌবনে মাদেইলীনের মতোই পেন্টিং-এর চর্চা করেছে রোজার। বিশেষ সাফল্য আসেনি। পিয়ানো বাজানোর ব্যাপারেও তাই। বড় শিল্পী-দের কাজ সে বুঝতে পারে, তাদের ঈর্ষ্যা করে—এই পর্যন্ত। সবকিছু-তেই যে মাঝারি ধরণের অস্তিত্বকে সে ঘৃণা করে, সেই অস্তিত্বকে সে অতিক্রম করতে পারে না। অনেক ব্যাপারেই অল্পস্বল্প প্রতিভা। এবং অনুতাপ। কিন্তু ওসব কথা থাক। মাদেইলীন এসেছে!

এভিনিউ ধরে হেঁটে চলেছে যুবতী। প্লাস্ দী ত্রকাদেহ্র। পালে শ্যেই-র সমতল ছাদ এতো সাদা যে চোখে ধাঁধা লাগে। গোটা প্যারী শহর যেন পার্কের মত। নীল ও বাদামী-লাল রঙ চারপাশে। লনের বুক থেকে উঠেছে আইফেল টাওয়ার। ঢালু বাগান নেমে গেছে স্যেন্ নদীর দিকে। মালবাহী নৌকো সাইরেন বাজায়। সেতুর তলা থেকে সাইরেনের চাপা শব্দ ভেসে আছে। পরিস্থিতিটা যেন শান্তিও না যুদ্ধও না। এমন একটা অনুভূতি যা সহজলব্ধ অথচ তীব্র। মিউজি য়মের সামনে দাঁড়ায় মাদেইলীন, তাপপর মত বদলে যেন স্রোতে ভেসে দূরে চলে যায় সে। প্লাস্ দী একাদেহর পেরিয়ে এভিন্যু এনরী—মাতিঁর ভীড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ, তারপর সিমেইতিয়ের দা পাসী-র গোরস্থানে।

কবরগুলোর পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে মাদেইলীন্। শ্বেত-পাথর ও ব্রোনজের তৈরী সারি সারি ক্রশ। চারপাশে তাকায় যুবতী, সরু পথ দিয়ে হাঁটে। কোন কবরে কেউ সম্প্রতি ফুল রেখে গেছে। চড়ুইপাখীরা লাফাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে শহরের কলশব্দের মৃদু অনুরণন। কতকগুলো কবরের পাথর যেন সমুদ্রে—ডুবে—যাওয়া জাহাজের মত ভেঙে পড়েছে। কতকগুলো কবরের ওপর বসে আছে গিরগিটি, ওদের গলাগুলো ধুকধুক করছে, ওদের সাপের মত মাথাগুলো

রোদের দিকে উটে আছে। পাথরের ফুলদানি থেকে পড়ে যাওয়া একটা লাল টিউলিপ ফুল হাতে তুলে নেয় মাদেইলীন্। জমকালো এক সমাধিমন্দিরের আড়াল থেকে দেখে রোজার ফ্লাভিয়েরে। মাদেই-ইলীনের মুখে দুঃখের ছাপ নেই আবার আনন্দও না। বরং কেমন যেন একটা প্রশান্তির ভাব। তার হাতদুটো শিথিল, আঙুলে ধরা টিউলিপ ফুল—এই মুহূর্তে একটা ছবির মত দেখাচ্ছে তাকে। যেন সে নিজের গভীরে ডুব দিয়েছে।

'সমাধি'—শব্দটা হঠাৎ মনে আসে রোজারের। এই কী সেই মোহাবিষ্ট অবস্থা, তার কথা বলেছিল জেহভী? অতীন্দ্রিয় এক সম্মোহ ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে? নাকি মৃত কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার জন্যে প্রার্থনা করতে এসেছে মাদেইলীন?

প্রায় বারো মিনিট পুরোনো ও অবহেলিত এক সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে রইলো মাদেইলীন্। তারপর এগিয়ে গেল। সমাধিফলকের লেখাটা পড়ে ফ্লাভিয়েরে। স্বল্প কথায় লেখা—

পোলিন্ লাজেয়ারলাক
জন্ম—১৮৪০
মৃত্যু—১৮৬৫

এই নামটাই সে আশা করেছিল। জেহভী তাহলে ঠিকই বলে-ছিল। যে বাড়ীতে কেউ জন্মেছে, বড় হয়ে সেই বাড়ীটা যে দৃষ্টিতে দেখে মানুষ, ঠিক সেই রকম দৃষ্টিতে পোলিন্ লাজেয়ারলাকের সমাধির দিকে তাকিয়েছিল মাদেইলীন্।

লাল টিউলিপ ফুলটা হাতে নিয়ে স্তেন্ নদীর দিকে হেঁটে যায় রূপসী। জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে স্টীমার। প্রাচীরের ওপর ঝুঁকে জলে নিজের ছায়া দেখে রমণী। মাথার ওপরে আকাশ। জলে সেতুর ছায়া ওর কাঁধ অবধি আড়াল করে আছে। জলে টিউলিপ

ফুলটা ফেলে দিল মাদেইলিন্‌। জলে ভেসে যায় ছোট্ট লাল ফুল, ঘূর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে, মালবাহী নৌকোর পাশ দিয়ে। যতোদূরে জলে ভেসে যায় ফুল, যেন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারেনা ফ্লাভিয়েরে। মাদেই-লীন্‌ এক দৃষ্টিতে জলের দিকে চেয়ে থাকে। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি জাগে।

আর একটা সেতু বেয়ে হাঁটছে মাদেইলীন। চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে সে যেন সচেতন নয়। সাড়ে চারটের সময় ও বাড়ীতে ফিরে গেল। কাফেতে ঢুকে রজার জেহভীঁকে ফোন করে—

"হ্যালো, পল্‌? আমি রজার কথা বলছি। তোমার সঙ্গে মিনিট ছুই কথা বলা যাবে? না, কোন গণ্ডগোল হয়নি। আমি এখুনি যাচ্ছি।"

মস্ত বড় একটা বাড়ীর একটা তলার পুরোটা জুড়ে পল্‌ জেহভীঁর অফিস। "মসিয়ঁ লা দিরেক্‌তার কনফারেন্সে ব্যস্ত। একটু বসুন।"

—টাইপিস্ট ওকে সাজানোগোছানো ওয়েটিং রুমে বসালো। একটু পরে অতিথিদের বিদায় জানিয়ে পল্‌ জেঁহভী বন্ধুকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যায়। আমেরিকান স্টাইলের গৃহসজ্জা, ফাইলিং কেবিনেট, ইস্পাতের টিউবের তৈরী আর্মচেয়ার, ক্রোমিয়মের স্তম্ভের ওপর অ্যাশট্রে। দেয়ালে ইউরোপের বিশাল মানচিত্রে পিন দিয়ে লাল রেখা এঁকে দেখানো হয়েছে, এখম যুদ্ধের ফ্রন্ট কোথায়।

'আমার স্ত্রীকে দেখলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী করছিল?'

'গোরস্থানে গিয়েছিল। পোলিন্‌ লাজেয়ারলাকের কবরস্থানে।'

'আমি তো বলেইছিলাম, আমার স্ত্রী ভাবছে, সেই পোলিন্‌ লাজেয়ারলাক্‌...,

'পোলিন্ প্যারীতে থাকতো ?'

'হ্যাঁ।০০০একদিন আমার শাশুড়ী দেখিয়েছিল বাড়ীটা০০০বোধ-হয় র‍্যু ছ্য সাঁ পেরেই—তে বাড়ীটা—নীচের তলায় পুরোনো জিনিষ-পত্রের একটা দোকান ছিল।০০০আচ্ছা, মাদেইলীনকে দেখে কী মনে হল তোমার ?'

'ঠিক বুঝতে পারছিনা এখনো ।০০০মাদেইলীন্ ছবি আঁকা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে ?'

'হ্যাঁ০০০মানুষ বদলে যায়০০০আচ্ছা, ও কি পাগল হয়ে গেছে ?'

'না, পাগল নয়। ও খুব পড়াশুনো করে ?'

'নাতো।'

"বেশ, আমি ওর ওপর নজর রাখবো।"

"কিছু জানতে পারলে আমায় ফোন করো।"

....সন্ধ্যায় প্রকাশিত খবরের কাগজ দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চায়, যুদ্ধে হারতে চলেছে জার্মানরা। ফ্লাভিয়েরে হাই তোলে। যুদ্ধের ব্যাপারে তার আর কোন আগ্রহ নেই........এখন তার মনে শুধু মাদেইলীনের ভাবনা। পোলিনের সমাধির সামনে স্বপ্ন দেখছে মাদেইলীন।........ও কি আপন ঘরে, কবরের ভেতরে ফিরে যেতে চাইছে ?

ঘুমুবার আগে এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে লাজেয়ারলাক নামটা খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফ্লাভিয়েরে। টিউলিপ-হাতে রমণী বাঁধের ওপর ঝুঁকে নদীর দিকে চেয়ে আছে। ছবিটা আঁকার চেষ্টা করে রজার ফ্লভিয়েরে। ভালো হল না। কাগজটা গুটিয়ে রেখে সে মাথা ধরা কমানোর জন্যে দুটো অ্যাসপিরিন্ ট্যাবলেট খায়।

॥ ৩ ॥

শাঁবর ছ্য দেহ্পীর্তেহ্—র পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মাদেইলীন্। বেয়নেট উঁচিয়ে প্রহরা দিচ্ছে শান্ত্রী।

আগের দিন বিকেলের মত আজও স্বামী বেড়িয়ে যাবার সামান্য পরেই বাড়ী ছেড়ে বার হয়েছে মাদেইলীন্। আজ ধূসর পোশাকের বদলে সাধারণ বাদামীরঙের পোশাক ও বেরে টুপি পরায় ওর বয়স আরও কম দেখাচ্ছে। ব্যুলেইভেয়ার ছ সাঁ-জেয়ারমেইন্-এর ছায়াঢাকা দিকটা দিয়ে ও হাঁটছে। ওকে অনুসরণ করে চলছে রজার ফ্লাভীয়েরে। মাদেইলীনের সেন্টের গন্ধ তার নাকে ভেসে আসে। কেমন যেন অদ্ভুত গন্ধ! উর্বর মাটি ও শুকনো ফুলের গন্ধ। কাল গোরস্থানেও এই গন্ধটাই তার নাকে এসেছিল। সোহ্মীর—এ তার ঠাকুর্দা-ঠাকুমা পাহাড়ের ধারে গুহার ভেতরে একটা বাড়ীতে থাকতো। রবিনসন ক্রুশোর মত সিঁড়ি বেয়ে বাড়ী ঢুকতে হত। ছুটিতে সেই বাড়ীতে যেতো রজার। ভেতরে সুন্দর পালিশকরা আসবাব। যে গুহায় কেউ থাকে না, এমন একটা পরিত্যক্ত গুহায় ঢুকে সে দেখেছিল ও শুনেছিল ঠাণ্ডা দেয়াল, নৈঃশব্দ্য, ছুঁচো ও কীটের চলার শব্দ, ধূসর রঙের ব্যাঙের ছাতা। তার নাকে এসেছিল অদ্ভুৎ একটা ঘ্রাণ। সেটাই এখন তার মনে আসে। রোদঝলমল পুষ্পিত উদ্যানবীথি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রজার যেন বুঝতে পারে, কেন প্রথম দেখাতেই মাদেইলীনকে তার এত ভালো লেগেছে।

বারো বছর বয়সে পাহাড়ের ছায়ায় বসে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রুডইয়ার্ড কিপলিং এর লেখা অবিস্মরণীয় কাহিনী 'ছ লাইট ছ্যাট ফেল্ড্" ফরাসী অনুবাদে পড়েছিল রজার। কভারের ছবিতে একটা পিস্তলের ওপর ঝুঁকে ছিল বালকবালিকা। ছবির ক্যাপশনটা পড়লে রোজারের চোখে জল আসতো। মাদেইলীন্ যেন ছবির কালো পোষাকপরা সেই মেয়েটির মত।

এসবই জেহ্ভীঁর মতন মানুষের কাছে হাস্যস্কর মনে হবে। হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্ন ফিরে পাওয়ার রহস্যময় অভিজ্ঞতা ওরা বুঝবে না।

ছায়ার মধ্যে ছায়ার মত হাঁটছে মাদেইলীন্। ক্রিসান্থেমামের গন্ধ ভেসে আসে।

**রু ছ সাঁ পেরেই-র সেই বাড়ী। জেহ্ভী বলেছিল, শ্রীমতী পোলিন্ লাজেয়ারলাক এই বাড়ীতেই থাকতো। নীচের তলায় পুরোনো জিনিষপত্র কেনাবেচার দোকান। তফাতের মধ্যে দোতলা থেকে সুরু করে বাকী বাড়ীটা এখন একটা হোটেল—'ফ্যামিলি হোটেল'। 'ডিটেকটিভ'-এর পুরোনো পরিচয়পত্র দেখিয়ে রোজার স্নাভিয়েরে রিসেপসন ডেস্কে বসে উল বুনতে ব্যস্ত এক বৃদ্ধা মহিলাকে প্রশ্ন করে—

"যে মহিলা হোটেলের ভেতরে ঢুকলেন, ওঁর নাম কী?"

"মাদেইলীন্ জেহভী। উনি প্রায়ই আসেন।"

"হোটেলে কেউ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে?"

"না। ওঁর স্বভাবচরিত্র ভালো।"

"ঘরের নম্বর?"

"উনিশ। তেতলায়।"

"কতোক্ষণ ঘরে থাকে মাদেইলীন্?"

"এক বা দুঘণ্টা।"

"রোজই আসে?"

"না সপ্তাহে দুতিন দিন।"

"এখান থেকে কাউকে ফোন করে?"

"না।"

"এই হোটেল কতোদিনের?"

"পঞ্চাশ বছর।"

"তার আগে?"

'এখানে লোকের বাড়ী ছিল।'

'পোলিন্ লাজেয়ারলাকের নাম শুনেছ?,

'না। রেজিস্টার দেখবো?'

'কোন লাভ নেই।' ধন্যবাদ।'

....বাইরে এসে রজার ভাবে, তবে কি হোটেলের ওই উনিশ নম্বর ঘরেই এককালে ছিল শ্রীমতী পোলিন্ লাজেয়ারলাকের বেডরুম? কিন্তু মাদেইলীন্ সেকথা কি করে জানলো? অলৌকিক ক্ষমতা? স্পেশ্যালিস্টরা বলছে, মাদেইলীন্ মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক....

আধঘণ্টা পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে মাদেইলীন্। গারা ত্যরসে-র কাছাকাছি, পৌঁছে হঠাৎ ট্যাক্সি ডাকে। ওকে ফলো করার জন্যে ফ্লাভিয়েরেও ট্যাক্সিতে ওঠে। পঁ দা লা কঁকর্দে এবং শঁ। এলীসেহ্-তে ট্রাফিকের ভীড়। এতোয়াল-এর দিকে ট্যাক্সি চলেছে। মাদেইলীন হয়তো বাড়ী ফিরতে চায়। বাস্তিল-দিবসের মত্ত ছোট পতাকা উড়িয়ে ছুটছে মস্ত গাড়ীগুলো। বেশীরভাগ লোকের পরণে সৈনিকের পোযাক। কেমন যেন উত্তেজনার আবহ। বিপদের সীমায় ঝুলে আছে জীবন, এমন একটা অনুভূতি....না, মাদেইলীন্ তো বাড়ী ফিরছেনা। আর্ক দা ত্রিয়ঁফ ঘুরে আভেইন্যু দা নাঈ, তারপর পর্ত মাঈয়-র শেষ প্রান্তে গাড়ী থেকে নামে মাদেইলীন্। ফ্লাভিয়েরেও ট্যাক্সি থামাতে বলে। জনতার ভীড় থেকে দূরে যাবে বলে, বহতা নদীর ধারে ঘুরবে বলে এঁতোদূরে এল মাদেইলীন্? এখন ফ্লাভিয়েরের মনে পড়ে, লোয়ার নদীর ধারে একদিন সে নিজেও ঘুরে বেড়াতো— নদী, ছোট ছোট দ্বীপ, রোদের তাপে তপ্ত বালি, ব্যাঙের ডাক। তবে কি মাদেইলীন্ তারই মত? ফ্লাভিয়েরের ইচ্ছে হয়, সে মাদেইলীনের পাশাপাশি নীরবে হাঁটবে, জলে-ভেসে-যাওয়া নৌকোগুলোর দিকে তাকাবে দুজনে। ইচ্ছেটা দমন করে ফ্লাভিয়েরে।

বালির স্তূপ, পাথরের স্তূপ, আরও বালি—

নদীর ঘাট, ক্রেন্, মরচেধরা লাইনে মালগাড়ী—

কোথায় চলেছে মাদেইলীন ? হঠাৎ পালাতে চাইছে দৈনন্দিনের জীবন থেকে দূরে ? বিস্মৃতিরোগে ভুগছে ? ঘুমের মধ্যে কোন কোন মানুষ যেমন হাঁটে, তেমনি হাঁটছে ? রঙচুট কাচের জানলার নীচে লোহার টেবিল। সেখানে মাদেইলীন বসেছে। ব্যাগ থেকে কাগজ ও ফাউন্টেনপেন বার করে কি যেন লিখছে। চিঠি ? প্রেমের চিঠি ? বাড়ীতে বসেও তো লেখা যেতো ? জেহর্ভীকে ও ভালোবাসেনা ? স্বামীকে ডিভোর্স করবে ও ? তাই এই ছন্নছাড়ার মত পথে পথে ঘোরা ? কিন্তু··· কিন্তু তাহলে পোলিন্ লাজেয়ারলাকের সমাধি দেখতে যাওয়ার কী মানে হয় ওর ?

চিঠিটা খামে ভরলো মাদেইলীন, খামটা বন্ধ করলো, অনিশ্চিত ভঙ্গীতে উঠলো, জেটির সিঁড়ির দিকে গেলো। বাতাসে ভেসে এল ওর সেন্টের গন্ধ। ওর মুখটা একপাশে সরে যাচ্ছে। শান্ত, অনুভূতিহীন। চিঠিটা ও ছিঁড়লো। টুকরোগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। শান্তভাবেই ও জলের দিকে এগিয়ে গেল।

জল ছলকে উঠলো জেটিতে। স্কাভিয়েরের পায়ের কাছে।

'মাদেইলীন্ !'

····চিঠির টুকরোগুলো জলের বুকে। স্কাভিয়েরে নিশ্চল, মনস্থির করতে পারছে না।

'মাদেইলীন !!'

····জ্যাকেট ও ওয়েস্টকোট খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কাভিয়েরে।

'মাদেইলীন্ ! মাদেইলীন !'

····নোংরা জলের মধ্যে ওকে খুঁজছে স্কাভিয়েরে। জলে ভাসছে, ডুবে যাচ্ছে মাদেইলীন্। দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে তীরের দিকে যায় স্কাভিয়েরে। তারপর ও ক্লান্ত, নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। মাদেইলীন্ চোখ খোলে, আকাশের দিকে তাকায়, পরিবেশটা বুঝতে চায়।

'তুমি মারা যাওনি'

—ক্লাভিয়েরে বলে।

রমণীর চোখদুটো তাকে ছুঁয়ে যায়, কিন্তু ভাবনা নয়, ভাবনা যেন দূরের, অন্য পৃথিবীর।

"কি জানি।"—
নরম গলায় বলে মাদেইলীন্,

'মরতে কষ্ট হয় না।'

'বোকা? ওঠো, মনটা শক্ত করো।'

ছোট কাফের ভেতরে ওকে নিয়ে যেয়ে সে চেঁচিয়ে বলে—

'এখানে কেউ আছে?'

'যাই'
—বাচ্ছা কোলে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। কোলের ছেলেটা কাঁদছে।

'ওর দাঁত উঠছে'

—মেয়েটি বলে।

'একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা পোষাক বদলাতে চাই। মানিব্যাগটা জ্যাকেটের পকেটে আছে। জেটির ধার থেকে ওটা আনছি। মাদামকে গরম কিছু দাও।'

তাড়াতাড়ি জ্যাকেট ও ওভারকোট নিয়ে ফিরে আসে রজার। খরস্রোতা নদী। অথচ কেমন শান্তভাবে জলে নেমে গিয়েছিল মাদেইলীন্। হাত পা ছোঁড়েনি। নিজেকে নদীর কাছে সঁপে দিয়েছে। কী ভয়ংকর এই প্রশান্তি! না, মাদেইলীনকে আর কোনদিন নিজের দৃষ্টির আড়াল হতে দেবেনা রজার। ওকে বাঁচাতে হবে। ওর নিজের হাত থেকে। মনের দিক থেকে ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়।

মাদেইলীন পোষাক ছেড়েছে। সস্তা ছাপা পোষাক, পায়ে সস্তা চপ্পল—ওকে এখন অতিসাধারণ দেখাচ্ছে। মেয়েটির আনা নীল ট্রাউজারে গ্রীজের কালো দাগ। মস্ত বড়। পরতে বিরক্তি লাগে রজারের।

'ভবিষ্যতে আমি সাবধান হব'

—মাদেইলীন বলছে।

'ভবিষ্যতে এরকম আর হবেনা আশা করি'

—মাভিয়েরে গজগজ করে।

ট্যাকসিওলা হর্ন বাজায়।

ট্যাকসিতে উঠে মাদেইলীন বলে—

'যদি পোষাক বদলাতে চাও, বরং তোমার ফ্ল্যাটেই প্রথমে চলো।'

'তাহলেও তোমার ঠিকানাটা বল।'

'আভেইনী ক্লেবেয়ার।...আমার নাম মাদাম জেহভঁী...আমার স্বামী জাহাজ তৈরীর ফ্যাক্টরীর মালিক।'

'তুমি আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলে কেন? গোপন কোন দুঃখ? কোন হতাশা?'

'তুমি যা ভাবছো, সেসব কিছু নয়।'

'চিঠিটা কাকে লিখেছিলে?'

'আমার স্বামীকে। কিন্তু চিঠিতে যা বলতে চাইছি তা বোঝানো যাবেনা ভেবে ছিঁড়ে ফেললাম।...মসিয়, মৃত্যুর পরেও কি কোন অস্তিত্ব আছে? অন্য কারো অস্তিত্বের আড়ালে মৃতেরা কি বেঁচে থাকে। ..না, আমি পাগল নই। আমার পূর্বস্মৃতি—যখন আমি ছোট মেয়ে ছিলাম, আরও আগে অন্য এক জীবন আমার অস্পষ্ট মনে আসে। অন্য মুখ, অন্য দৃশ্য। যেন আমার অনেক বয়স। পূর্বস্মৃতিগুলো এতো স্পষ্ট ..আমার মনে হয়, আমি যেন এই পৃথিবীতে অচেনা, অপরিচিত কেউ। যেন আমার আসল জীবন আমার পার্থিব অস্তিত্বের ওপারে .. তাহলে এই জীবন রেখে লাভ কি?'

'ওভাবে কথা বোলোনা। তোমার স্বামীর কথা ভাবতে চেষ্টা করো।'

'বেচারা পল্। ও যদি বুঝতো—'

'ও না বোঝাই ভালো। কথাটা তোমার আমার মধ্যেই গোপন থাক।'

'ঠিক বলেছো। আমাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। জেটিতে তুমি না থাকলে কি যে হতো—'

ট্যাকসি থামিয়ে মাদেইলীনকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকে ফ্লাভিয়েরে।

অফিসে টেলিফোন বাজে।

'হয়তো আমার কোন ক্লায়েন্ট'

--তাড়াতাড়ি অফিসে ঢোকে ফ্লাভিয়েরে।

'হ্যালো!'

—জেহভীঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—

'ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার দুবার চেষ্টা করেছি। একটা কথা তোমায় বলা হয়নি। পোলিন্ লাজেয়ারলাক সম্বন্ধে একটা কথা তোমায় বলা হয়নি। জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল ওই মহিলা।'

॥ ৪ ॥

ডাইরীতে তিনটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দুটো প্রোবেট, একটা ডিভোর্স কেস। দোকানদার দোকান বন্ধ রাখতে পারে। কিন্তু উকীলের ক্লায়েন্টরা দিনের যে কোন সময় উকীলকে ফোন করে। উকীলকে তাদের কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হয়, নোট নিতে হয়। যে ক্লায়েন্ট অরলীনসে থাকে, সে আশা করবে যে তার উকীল ফ্লাভিয়েরে তার সঙ্গে দেখা করবে। এবং সন্ধ্যার দিকে জেহভীঁর ফোন আসবে। তাকে সবিস্তারে সব না বললে সে ছাড়বেনা।

ডেস্কে বসে 'দোসিয়ার জেহভীঁ-র' পাতা উল্টিয়ে আগের কদিনের রোজনামচা পড়ে ফ্লাভিয়েরে।

এবং আজ, ৬ই মে সে লেখে—

'আমি ওকে ভালোবাসি। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা।'

বিষণ্ণ এক ভালোবাসা। যেন পরিত্যক্ত এক খনির বুকে ধিকধিক জ্বলছে আগুন।

মাদেইলীন্ কিছু বোঝেনা। ওকে বন্ধু বলে ভাবে, খোলামেলা কথা বলে। তবে পল জেহভ`ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা বলেনা কখনো। অ্যাকসিডেন্টের কথাও আর ওঠেনা।

ফ্লাভিয়েরে ভাবে—

না, মাদেইলীন্ অসুস্থ নয়। সে জীবনকে ভালোবাসে। জনতার চলাফেরার শব্দ তার ভালো লাগে। মেয়েটি হাসিখুশী, কখনো বা উচ্ছ্বসিত। দেখলে সরাই বলবে, কতো সুখী।

আবার কখনও অন্যরকম। রহস্যময়ী, শীতল, চারপাশের বাস্তব তাকে ছোঁয়না, সত্যিকারের কোন ইচ্ছাশক্তিও তার নেই যেন। এমন একটা অসাড় ভাব, যা ভাবনা নয় বিমর্ষতা নয়, শুধু সূক্ষ্ম এক পরিবর্তন। যেন তার হৃদয়, তার আত্মা যে কোন মুহূর্তে বাতাসে ভেসে দূরে চলে যাবে। যেন সে একটা মিডিয়ম, যার আসল অস্তিত্ব রয়েছে অন্য দুনিয়ায়।

'কি হয়েছে?—ফ্লাভিয়েরে জানতে চাইবে।

এবং মাদেইলীনের মুখে হঠাৎ-চেনার ঝিলিক, অনির্দেশ ইতস্তত হাসি, কি যেন হাতড়াচ্ছে মাদেলেইন্, যেন সাঁতার কেটে জলের বুকে উঠে আসতে চাইছে। চোখ পিটপিট করে ও বলবে—

'না, আমি ভালো আছি।'

একদিন····একদিন হয়তো সব কথা খুলে বলবে মাদেইলীন্। ইতি-মধ্যে ফ্লাভিয়েরেকে সাবধাসে থাকতে হবে। মাদেইলীনকে গাড়ী চালাতে দেয়না সে। ভালোই চালায়। কিন্তু আত্মরক্ষার, নিজেকে বাঁচাবার কোন ইচ্ছে নেই, যেন নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পন করেছে এই রমণী।····জলে ডোবার সময় যেমন সে হাত-পা ছোঁড়েনি।

গাড়ী চালিয়ে যাবার সময় কোথায় যাবে, আগে থেকে স্থির করতে পারেনা মাদেইলীন্। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়। অথচ পর-মুহূর্তেই খুসী হয়ে হাসে, গালছটো লাল হয়ে উঠে, পুরুষের হাতে চাপ দেয় রমণী। পুরুষ রমণীর শরীরের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ফিসফিস করে বলে—

'তুমি যেন এক বিস্ময়!'

'সত্যি?'

এইসব মুহূর্তে, যখন রমণী তার হাল্কা নীল চোখছটো যেন রোদে সামান্য ঝলসে গেছে এমন একটা দৃষ্টিতে তাকায়, পুরুষের হৃৎপিণ্ডের চারপাশে অবশ্য কিছুর চাপ লাগে, যন্ত্রণার মত মনে হয়।

খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যায় মাদেইলীন্। খুব তাড়াতাড়ি ক্ষিধে পায় তার।

একদিন চা খেতে খেতে ফ্লাভিয়েরে বলে—

'তোমায় দেখে আমার গ্রীক কিম্বদন্তীর ঈনীয়াস্-এর কথা মনে পড়ে। মৃত্যুর পরপারে পৌঁছে চারপাশের মাটিতে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল সে। রক্তের ঘ্রাণ নিচ্ছিল প্রেতরা, অবিরল কথা বলছিল...

'এসবের সঙ্গে আমার মিল কোথায়?'

প্লেটভর্তি খাবার এগিয়ে দিয়ে ফ্লাভিয়েরে বলছে—

'সব খেয়ে নাও। তোমার শরীরে শক্ত কিছু নেই। তুমি ইউ-রিডিস্....'

'এইসব পুরাকাহিনী শুনে আমি ঘাবড়ে যাই...কিন্তু নামটা সুন্দর। ইউরিডিস্!'

এবং সেইন্ নদীর কাদাভরা জেটি ছেড়ে ফ্লাভিয়েরের মন ফিরে যায় লোয়ার নদীর কাছে সেইসব গুহায়, যেখানে মৃত্যুর মত নৈঃশব্দ্য ভেঙে কানে আসতো জলের একটানা ছলচ্ছল শব্দ। সে মাদেইলীন্-এর হাতে হাত রাখে।

সেদিন থেকে সে খেলাচ্ছলে মাদেইলীনকে ডাকতে সুরু করে ইউরিডিস্ বলে। মাদেইলীন্ বিবাহিতা, পরস্ত্রী। ইউরিডিস্ তার একার, একান্ত একার। জলের মধ্যে যাকে সে ধরেছিল। যার মুখে মৃত্যুর ছায়া....কতোদিন, কতোকাল সে আশ্চয্য এই রমণীর জন্যে অপেক্ষা করেছে? বারো বছর বয়স থেকে, যখন সে গুহার গভীরে নেমেছে, নেমেছে মৃত্যুর দেশে, প্রেতের রাজ্যে....

মাদেইলীনের ফোন আসে।

'হ্যালো? না, আর্জেণ্ট কোন কাজ নেই। ঠিক আছে। দুটো নাগাদ যাবো।'

আজকের দিনটা নতুন কিছু বয়ে আনবে? হয়তো না। মাদেইলীনের সমস্যাটা সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। যেন একটা কাণা গলি, পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। মাদেইলীন্ কখনও মরবেনা। হয়তো আত্মহত্যার ইচ্ছেটা এখন আর তেমন নেই। তবু ভেতরে ভেতরে ও বদলায়নি। জেহ্‌ভ ীকে সোজাসুজি বলে দেবে সে যে এই কেসে সাফল্যের কোন আশা নেই?

না। টুপি পরে বাইরে বের হয় ফ্লাভিয়েরে। ক্লায়েণ্টরা অন্যদিন আসবে বা আদৌ আসবেনা। তাতে কিছু যায় আসেনা।

কিসে কী যায় আসে? যুদ্ধে গুঁড়িয়ে যেতে পারে প্যারী নগরী। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। একান্ত সত্য শুধু বর্তমান, বসন্তকাল, রোদের আলোয় গাছের পাতা....এবং ভালোবাসা।

যদি জেহ্‌ভী মরে যায়....মাদেইলীন একা, স্বাধীন....স্বপ্ন, শুধু দিবাস্বপ্ন....

সোনার তৈরী একটা ছোট্ট লাইটার, রাশিয়ান্-লেদারে তৈরী সিগারেট কেস কেনে ফ্লাভিয়েরে। কার্ডে লেখে—

'ইউরিডিস আবার বেঁচে উঠবে বলে....'। নীল রিবনে বাঁধা উপহারটা সে আজ রমণীর হাতে তুলে দেবে।

....'ইউরিডিস, কালো পোষাক পরেছো কেন? কেমন যেন

শোকজড়ানো, তাই না ?

'না, নিজের ভাবনাকে কালো রং আরো গুরুত্ব দেয়, নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া যায়—'

'আর যদি নীল বা সবুজ পোষাক পরো ?'

'কি জানি। হয়তো নিজেকে মনে হবে নদী কিম্বা পপলার গাছের মতন। যখন আমি ছোট ছিলাম, ভাবতাম, রঙের অতীন্দ্রিয় কোন গুণ আছে। তাই ছবি আঁকতে শুরু করেছিলাম।'

'আমিও ছবি আঁকতে চেয়েছি। কিন্তু আমার ড্রয়িং-এর হাত দুর্বল।'

'তাতে কী এসে যায় ? রঙই আসল।'

'তোমার আঁকা ছবি দেখলে খুশী হতাম।'

'বিশেষ কিছু নয়। মানে বোঝা যায়না। স্বপ্নের মত। তুমি কি রঙীন স্বপ্ন দেখো ?'

'না, আমার স্বপ্নে সব কিছু ধূসর ফটোর মত।'

'তাহলে তুমি বুঝবেনা। তুমি অন্ধ।'

—রমণী হাসে, পুরুষের হাতে চাপ দেয়,

'যাকে ওরা বাস্তব বলে, তার থেকে স্বপ্ন অনেক বেশী সুন্দর। কল্পনা করো, নানা রঙের বুনট তোমার অস্তিত্বের ভেতরে ঢুকেছে, যেমন কোন কোন কীট পাতায় বসলে পাতার রঙের থেকে আলাদা করে চেনা যায় না তাদের।....রোজ রাতে আমি অন্য এক ভুবনের স্বপ্ন দেখি।'

'তুমিও !'

পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওরা প্লাস্ দা লা কঁকর্দ ঘোরে, অন্য কারো দিকে তাকায় না। কোন্ দিকে হাঁটছে স্লাভিয়েরে, সে জানেনা। এই মিষ্টি অন্তরঙ্গতায় হারিয়ে গেছে তার অস্তিত্বের একটা দিক, যদিও অন্য দিকটা সাবধানী, সতর্ক, মূল সমস্যাটা ভোলেনি।

'আমি যখন ছোট ছিলাম, মৃত্যুর পর পরপারের সেই অন্য ভুবন

কোথায় সুরু হত, আমি ম্যাপে দেখাতে পারতাম। আমার দিকটা কালো, তোমারটা রঙীন। তবু একই অন্য ভুবন।'

'কিন্তু এখন তো তুমি বিশ্বাস করনা?'

'করি। যবে থেকে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তবে থেকে।'

ওরা একটুখানি রাস্তা চুপচাপ তাল রেখে হাঁটে। ল্যুভর-র বিশাল প্রাঙ্গন, সরু সিঁড়ি, অন্ধকার প্রবেশপথ। তারপর ক্যাথিড্রালের হিমে মিশরের দেবমূর্তিগুলোর পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে যায়। মাদেইলীন বলে—

'আমার কাছে এসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। আমার কাছে সেই অন্য ভুবন এই জগতের মতই বাস্তব। কিন্তু এসব কথা বলা উচিত নয়—'

প্রাচীন মিশরের দেবতারা আয়ত শূন্য চোখ মেলে চেয়ে থাকে। পাথরের শবাধার সোলোফেনের মত ঝিলিক দেয়, পাথরের ওপরে দুর্বোধ্য আখরের লেখা, বড় বড় ঘরগুলোর গভীর নৈঃশব্দ্য, জন্তুর মাথা, বীভৎস চাউনি, অজস্র প্রস্তরীভূত শরীর।

'কতোদিন আগে....'

—মাদেইলীন বলে,

'তোমারই মত এক পুরুষ, তফাতের মধ্যে তার জুলফি দুটো বড়, তার কাঁধে হাত রেখে আমি এইসব ঘর বেয়ে হেঁটছি—'

'এ তোমার স্বপ্ন, বিভ্রম, মায়া। এমন হয়—'

'না, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই—ছোট্ট এক শহর, নাম মনে নেই, ফ্রান্সের সহর কিনা তাও মনে নেই—শুধু মনে আছে যে সেখানেই কেটেছে—আমার জীবন—সহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নদী—তার দক্ষিণ তীরে গল ও রোমান স্থাপত্যের বিজয়তোরণ—দুপাশে মহীরুহ, মাঝখানে বনবীথি, এগিয়ে গেলে বাঁয়ে দেখা যাবে অ্যামফিথিয়েটার—তার পেছনে তিনটে পপলার গাছ, এক পাল ভেড়া চড়ছে....'

'সেই শহরের নাম আমি জানি,'

শাভিয়েরে চেঁচিয়ে ওঠে,

'শহরের নাম স্যাঁতেই, নদীর নাম শারাঁৎ'।

'হয়তো তাই হবে।'

অ্যামফিথিয়েটারের চারপাশের জমি ওরা সাফ করেছে। সেখানে আর পপলার গাছ নেই।'

'আমার সময় ছিল। সেই ছোট্ট ফোয়ারাটা আছে? মেয়েরা জলে পিন ছুড়ে প্রার্থনা করতো যেন সেই বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে যায়।'

'সন্ত্ এইসতেইলের ফোয়ারা।'

'এবং অ্যামফিথিয়েটারের পেছনে উঁচু গির্জা, পুরোনো মিনার। পুরোনো দিনের গির্জা আমার সবসময় পছন্দ।'

'সন্ত আত্রপের গির্জা।'

'দেখছো তো! কোন এক দিন আমি ওই শহরে ছিলাম।'

'যখন তুমি ছোট ছিলে?'

'না। পূর্ব জন্মে।'

'কোথায় জন্মেছিলে তুমি?'

'আরদেইনে। ফ্রন্টিয়ারের খুব কাছে। প্রত্যেকটা যুদ্ধে ওখানে ঝামেলা বাঁধে। আর তুমি?'

'সোহ্‌মীর-এর কাছে। ঠাকুরমা আমায় মানুষ করেছিল।'

'আর আমি বাবা-মার একমাত্র সন্তান। প্রায়ই অসুস্থ থাকতো মা। বাবা প্রায়ই বাড়ী থাকতো না। আমার ছেলেবেলা সুখের ছিল না।'

পাশের ঘরে গিল্টির ফ্রেমে বাঁধানো অনেক ছবি ঝুলছিল। অভিজাত পুরুষের রোগা মুখ, সেনানায়কের পোষাকে সোনালী লেস, এক হাতে তরোয়াল, অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরা।

'যখন তুমি ছোট ছিলে, তুমি স্বপ্ন দেখতে....এইসব—
—নরম গলায় জানতে চায় ক্লাভিয়েরে।

'না, আমি অন্য সব ছোট মেয়েদের মতই ছিলাম, চুপচাপ, একা থাকতাম।'

'কবে থেকে—দেখার সুরু?'

'অল্প কিছুদিন আগে, হঠাৎ....মনে হল, আমি যেন আমার বাড়ীতে নেই, আমি যেন অচেনা অপরিচিত কেউ। ঘুম ভেঙে কোথায় আছি হঠাৎ জানলে যেমন লাগে, ঠিক তেমনই।'

'আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। রাগ করবে নাতো?'

'আমার কোন গোপন কথা নেই'

'তুমি কি আবার....উধাও হয়ে যেতে চাও?'

একটা ছবির সামনে লোকের ভীড়। একটা ক্রশ, সাদা একটা শরীর, মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, বুকের বাঁদিকে রক্ত গড়াচ্ছে, ছবির রমণী আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না।'

'বলো। তোমার, আমার দুজনের স্বার্থে—'

'প্লীজ, রোজার—'

মাদেইলীনের কাঁধ দুটো ধরে নিজের দিকে টেনে এনে সে বলে—

'তুমি কি বুঝতে পারছোনা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি তোমায় হারাতে পারবো না।'

ম্যাডোনা ও গল্‌গথার ছবি দুটোর মাঝখান দিয়ে দুটো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত হেঁটে যায় দুজন। পুরুষের হাতে মৃদু চাপ দেয় রমণী। ক্লাভিয়েরে বলে—

'তোমায় দেখলে আমি ভয় পাই। তবু তোমায় আমার প্রয়োজন। হয়তো ভয় পাওয়াটাই আমার দরকার। যাতে আমি নিজের অতীত অস্তিত্বকে ঘৃণা করতে শিখি।'

'চলো, যাই।'

দুটো শূন্য ঘরের ভেতর দিয়ে ওরা হেঁটে যায়। ওর বাহু ধরে আছে মাদেইলীনের হাত। লনের মাঝখানে ফোয়ারার জলে রামধনুরঙ ফুটেছে। সেখানে থেমে ফ্লাভিয়েরে বলে—

'হয়তো আমরা দুজনেই একটু পাগল। আমি কি বললাম তুমি শুনছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বললাম, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি শুনেছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আবার কথাটা বললে তুমি রাগ করবে?'

'না।'

'কী আশ্চর্য! আর একটু হাঁটবে? আমাদের বলার মত অনেক কথা আছে।'

'না, আমি ক্লান্ত, বাড়ী ফিরবো।'

মাদেইলীনকে এখন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। যেন ও একটু ভয় পেয়েছে।

'আমি ট্যাক্সি ডাকবো। তুমি এই ছোট্ট উপহারটা নিলে আমি খুসী হব'।

—ফ্লাভিয়েরে বলে।

'কি উপহার?'

'খুলে দেখো।'

মাথা নেড়ে প্যাকেট খুলে লাইটার আর সিগারেটকেস দেখে মাদেইলীন। কার্ডের কথা তিনটে পড়ে বলে—

'বন্ধু আমার!'

'আমায় ধন্যবাদ দিওনা। আমি জানি, তোমার লাইটার দরকার ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হবে তো? বেশ....এইতো, ট্যাক্সি এসে গেছে! ইউরিডিস্, তুমি কি জানো, আজ কতো সুখী আমি—'

সে মাদেইলীনের দস্তানাপরা হাতে চুমু খায়, বলে—
'তুমি আর অতীতের দিকে তাকিওনা।'
ট্যাক্সির দরজাটা সে বন্ধ করে দেয়। ছোটবেলায় নদীর ধারে সারা দিন হেঁটে তার যেমন ক্লান্তি আসতো, এখন তেমনি ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে।

॥ ৫ ॥

সারাটা সকাল মাদেইলীনের ফোনের জন্যে সে বৃথা অপেক্ষা করে। বেলা দুটোয় এতোয়ালে, যেখানে সচরাচর তাদের দেখা হবার কথা, সেখানে যেয়ে সে মাদেইলীনের দেখা পায় না। জেহভ ী-কে অফিসে ফোন করে জানা যায়, সে পরের দিন সকাল দশটার আগে লা হাভর থেকে ফিরবে না। জঘন্য একটা দিন, জঘন্য একটা রাত। তার ঘুম আসেনা। ভোরের অনেক আগে ঘুম ভেঙে উঠে সে ঘরের মধ্যে পায়চারী করে। না, মাদেইলীনের কিছু হয়নি। অসম্ভব, ভাবা যায় না। অথচ আর কি ভাবা যায়? হাত দুটো মুঠো করে সে নিজের ভেতরের আতংকের ভাব দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সে বোকার মত কাজ করেছে। কেন সে মাদেইলীনকে বলতে গেল, সে তাকে ভালোবাসে? সে জেহভ ীর বিশ্বাস ভেঙেছে। জেহভ ী তাকে বিশ্বাস করেছিল, তাকে মাদেইলীনের ওপর নজর রাখতে বলেছিল। এইসব বোকামি এখন ভুলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু মাদেইলীন ছাড়া তার জীবনের কোন অর্থই হয় না। সে ঈশ্বরকে, নিয়তিকে, যে ঘটনাচক্র মাদেইলীনকে তার জীবনের পথে এনেছে সেই ঘটনাচক্র বা ঐশী শক্তিকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু মাত্র দুসপ্তাহের দেখায় কি সত্যিকারের ভালোবাসা জাগে। ফ্লাভিয়েরে, যে এর আগে কাউকে ভালোবাসেনি, শুধু ভালোবাসতে চেয়েছে, গরীব মানুষ যেমন দোকানের শো-কেসের বাইরে দাঁড়িয়ে যা দেখে তাই চায়। এবং পুলিসের চাকরীতে ফ্লাভিয়েরের কাজ ছিল অন্যের লোভ

থেকে দোকানের জিনিষ বাঁচানো। তাই শো-কেসের জিনিষে তার নিষেধ ছিল। মাদেইলীন যেন সেই শো-কেসেরই একটা জিনিষ, যার দিকে সে লোভের হাত বাড়াতে পারে না।

সে চোর হতে পারে না। সে কাপুরুষ! একটু ঝামেলাতেই যদি সে পিছিয়ে যায়, কি ভাবে সে নিজের জীবন উপভোগ করবে? হয়তো····হয়তো মাদেইলীনও তাকে ভালোবাসবে।

ভাবনা ভোলার জন্যে সে কড়া কফি খায়, রান্নাঘরে যায়, আবার অফিসে, আমার রান্নাঘরে। তার বুকে অদ্ভুৎ একটা যন্ত্রণা। যেন তার নিঃশ্বাস নিতে, কোন কিছু ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। এই কী ভালোবাসা?

প্যারী যেন এক স্বপ্নের সহর। আলো এতো নরম। গাছের চূড়োগুলো, আকাশ ও যাদুনগরীকে যেন বুকের মধ্যে আলিংগনে বাঁধা যায়।

ঠিক সকাল দশটায় সে জেহভ ীর অফিসে যায়। ক্লান্ত জেহভ ী বলে—

'তোমাকে হিংসে হয়। সুন্দরী কোন রমণীকে সঙ্গে দিয়ে বিকেল কাটানো, বিশেষতঃ সেই রমণী যখন আমার স্ত্রী···যাকগে, কি হল, তাই বলো।'

'বিশেষ কিছু না। কাল ওর ফোন পাইনি—'

'গুরুতর কিছু নয়। মেজাজ ভালো ছিলনা বোধহয়। কাল ঠিক হয়ে যাবে—'

'দ্যাখো, তোমার স্ত্রীর ওপর এভাবে নজর রাখা আমার পক্ষে বোধ হয়—'

'আর দু হপ্তা। জাহাজফ্যাকটরীর কাজে এখন আমি বড় ব্যস্ত। মাদেইলীন যেন নিরাপদে থাকে—'

'আচ্ছা, মাদেইলীন কখনও স্যাঁতেই শহরে ছিল?'

'নাতো।'

'পোলীন লাজেয়ারলাক কখনও ওই শহরে থাকতো?'

'কি জানি।'

'তোমার স্ত্রী এমন সব জায়গার বর্ণনা দেয়, যা সে চোখে দেখিনী, কিন্তু পোলীন লাজেয়ারলাক দেখেছে। এক শতাব্দী আগে জায়গা-গুলো যেমন ছিল—'

'এসবের যুক্তি কী? আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস্ করছি। মাদেইলীনের বংশের এই মহিলা কি ভাবে তার মনে—'

'এই কেসটা আমি ছেড়ে দিতে চাই।'

'না, শোনো, আজ আমি ওকে প্যারী -ছেড়ে লা হার্ভর-এ যাওয়ার প্রস্তাব দেবো। প্রস্তাবটা ও কিভাবে নেবে, আমি জানিনা। কাল তুমি ওর ওপর নজর রেখো। সন্ধ্যায় আমায় ফোন করো বা আমার সংগে দেখা করো। তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। তোমার সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

....তারপর দীর্ঘ, ক্লান্ত, শূন্য, একঘেঁয়ে; অর্থহীন সময়। মাদেইলী-নের পাশে তার স্বামী জেহভাঁ—কথাটা ভাবলে ফ্লাফিয়েরের ঈর্ষ্যা হয়। যদি মাদেইলীন্ স্বামীর সঙ্গে লা হার্ভার চলে যায়, রজার ফ্লাভিয়েরের কি হবে?

গ্রাঁ দ ব্যুলেভার্দে একটা সিনেমার পর্দায় সেনাবাহিনীর মার্চের দৃশ্য। লোকে চকোলেট চুষছে। যুদ্ধের খবরে লোকের আগ্রহ নেই। জার্মান বিমানবহর আরো শক্তিশালী না হলে বিশেষ কোন বিপদের ভয় নেই।

রাত তিনটেয় সাইরেন বাজে। কোরাসে বাজছে সাইরেনগুলো। অন্ধকার নগরী যেন পরিত্যক্ত এক যুদ্ধ জাহাজ। কোথায় একটা দরজা বন্ধ হয়। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নামে। ল্যাম্পের আলো জ্বেলে সময় দেখে ফ্লাভিয়েরে। তারপর আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল আটটা। রেডিওয় খবর : জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করেছে। এবার সত্যিকার যুদ্ধ। এবার হয়তো ক্লাভিয়েরে তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা ভুলতে পারবে।

সিমকা গাড়ী চড়ে এতোয়ালে যায় ক্লাভিয়েরে। মাদেইলীন তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'আমি ভাবনাচিন্তায় আধমরা।'

'আমি দুঃখিত। শরীরটা ভালো ছিলনা। আমি ড্রাইভ করবো?'

'নিশ্চয়ই। আমার নার্ভাস লাগছে।'

আভেইনী ভিকৃতর হীগো দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে মাদেইলীন। সাবলীলভাবে গীয়ার বদলাতে বা ব্রেক কষতে পারছে না মাদেইলীন। তার মুখটা যেন রঙছুট।

'আমি হয়তো প্যারী ছেড়ে যাবো?'

'কেন? প্যারীতে বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা কম। জার্মানরা এখনও পৌছোয়নি।—কেন যাবে মাদেইলীন? আমার জন্যে? আমি তোমার জীবনের পথে কাঁটা? আমি শুধু চাই তুমি—আত্মহত্যা করোনা—'

'জন্তুরা কতো সুখী। ওরা খায়, ঘুমোয়, ওরা নিষ্পাপ। ওদের আমার ঈর্ষা হয়।

বুজীভালে আবার স্যেন্ নদীর দেখা মেলে। নদীর বাঁ ধার ধরে গাড়ী চলে। শ্যেতো দা স্যাঁ-জারমাঁ দূর থেকে দেখা যায়। নির্জন বনভূমি পেরিয়ে পোয়াসী। কাঠভর্তি হাতগাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এক মহিলা। তাকে এড়াতে ডানদিকের গলিতে গাড়ী ঢোকায় মাদেইলীন। পরিত্যক্ত করাতকল। কাঠের গুঁড়োর গন্ধ। চৌমাথায় পৌছেই ডানদিকে গাড়ী ঘোরায় মাদেইলীন। বেড়ায় গাছে ফুল ফুটছে। একটা গেটের বাইরে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

সম্পূর্ণ অকারণে অযথা তাড়াহুড়ো করেছে মাদেইলীন। গাড়ীটা বড্ড বেশী ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ফ্লাভিয়েরে তার রিস্টওয়াচের দিকে তাকায়। থামার সময় হয়েছে। এখন গাড়ী থামলে দুজনেই কিছুটা সময় পাশাপাশি হাঁটা যেতো। মাদেইলীনকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। ও কি যেন গোপন করতে চাইছে। হয়তো বিয়ের আগের অতীতের কোন কথা ওর বিবেকে চাপ দিচ্ছে। হয়তো অনুতাপই এই মনোবিকারের উৎস। কিম্বা হয়তো এমন কোন কথা আছে যা ও কাউকে বলেনি, নিজের স্বামীকেও নয়। কিন্তু কিসের জন্যে এই অনুতাপ? নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু!

'এই গির্জাটা তুমি চেনো?' 'মাদেইলীন জানতে চায়' 'কোথায় এলাম আমরা?'

'এই গির্জাটা—আমরা কোথায় এলাম—না, আমি জানিনা।'

ওরা চার্চের সামনে চৌকোনা ফাঁকা এলাকায় গাড়ী থামায়। গাছের আড়ালে একপাশে ছাদ দেখ যাচ্ছে।

'অদ্ভুৎ গড়ন', মাদেইলীন বলে, 'কিছুটা রোমান্ স্থাপত্য, কিছুটা আধুনিক। ভালো দেখাচ্ছেনা।'

'মিনারটা বড্ড বেশী উঁচু।'

ওরা গির্জার ভেতরে ঢোকে। নোটিসবোর্ডে লেখা আছে' পাদ্রীকে অন্য এলাকায় যেতে হয় বলে সপ্তাহে শুধু একটা দিন' রবিবারে বেলা এগারোটার সময় এখানে প্রার্থনা হয়।

'তাই এখানে এত অযত্নের ছাপ', ফিসফিস করে বলে মাদেইলীন।

চেয়ারের সারি। মাঝখান দিয়ে ওরা হেঁটে যায়। কাছের একটা বাগান থেকে মুরগীর ডাক শোনা যায়। দেয়ালে ক্রুশের ছবি থেকে চূণ খসে পড়েছে। বেদীর চারপাশে ভন্‌ভন্ করেছে একটা বোলতা। ধুলোঢাকা মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে মাদেইলীন প্রার্থনা করছে। ফ্লাভিয়েরে চুপচাপ ওকে দেখছে কোন্ পাপের জন্যে মার্জনা চাইছে মাদেইলীন্? জলে ডুবে আত্মহত্যা করলে ও কি

নরকে যেতো? ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সে বলে—মাদেইলীন 'তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো?'

মাদেইলীন মুখ ফেরায়। মুখটা ফ্যাকাসে।

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাসকরি, মৃত্যুর পরেই সবকিছু শেষ হয় না—চলো যাই—বাইরে 'ফাঁকা হাওয়ায়—'

প্রায়-অন্ধকার ঘর। মাদেইদলীনের দরকার একজন ধর্মযাজক, যাকে ও সব বলবে, যে পরে সব ভুলে যাবে। কিন্তু ফ্লাভিয়েকে ও যদি নিজের সমস্তাব কথা খুলে বলে, সে কি ভুলতে পাববে? ম্লান আলোর মধ্যে দরজার আগল খুলেছে মাদেইলীন। সামনে ঘোরানো সিঁড়ি ওপরে দিকে উঠে গেছে।

'তুমি ভুল দবজা খুলেছো, মাদেইলীন্।'

'আমি দেখবো।'

'দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'এক মিনিট লাগবে আমার।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সুরু করেছে মাদেইলীন। অনিচ্ছার সঙ্গে ওর পেছন পেছন উঠছে ফ্লাভিয়েরে। সিঁড়িতে রেলিং নেই। রেলিং-এর বদলে চর্বিমাখানো পিছল দড়ি। সেই দড়ি ধরে কোনমতে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ফ্লাভিয়েরে বলে—'অতো তাড়াতাড়ি উঠোনা, মাদেইলীন্।

স্বল্পপরিসর ভ্যাল্টের ভেতরে ফ্লাভিয়েবের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। মাদেইলীন খেয়াল করেনা। সে আরও দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। তার পেছনে অনেকটা দূরে কোনমতে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ফ্লাভিয়েরে। ল্যাণ্ডিংএ ছোট জানলা দিয়ে দেখা যায় নীচের সিমকা গাড়ীর ছাঁদ, এক সারি পপলার গাছ, ক্ষেতে মেয়েরা কাজ করছে, তাদের মাথার চুল রুমালে বাঁধা। এই উচ্চতায় নীচের দিকে তাকিয়ে ঘূর্ণিরোগের রোগী ফ্লাভিয়েরের মাথা ঘোরে। যেম বিশ্বভুবন দুলে ওঠে।

'মাদেইলীন, থামো !'

—ফ্লাভিয়েরে হাঁফাচ্ছে, তার রগের শিরা দপদপ করছে। আবার ল্যাণ্ডিং, আবার একটা ফুটো দিয়ে দেখা যায় নীচের দৃশ্য। এবার ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকে তাকায়না ফ্লাভিয়েরে। ঘোরানো সিঁড়ি আরও ওপরে উঠে গেছে। মিনারের চার পাশে কাকেরা কা-কা আওয়াজ তুলে ঘুরছে। এই সিঁড়ি বেয়ে কিভাবে নীচে নামবে ফ্লাভিয়েরে ?

'মাদেইলীন !'

—শঙ্কিত, আতংকিত কণ্ঠস্বরে চেঁচায় ফ্লাভিয়েরে। অন্ধকার ভয় পেয়ে শিশু যেমন চেঁচিয়ে ওঠে। আর একটা ল্যাণ্ডিং আসছে। আবার ফুটো দিয়ে নীচের দৃশ্য দেখা যাবে। আবার তার মাথা ঘুরবে। এখন গাছের চূড়োগুলোও তার পায়ের নীচে। এখন তার গাড়ীর ছাদ অস্পষ্ট কালো ছায়া। হু হু করে চারপাশ থেকে ছুটে আসে খেলা হাওয়া। ল্যানডিংএ পা রেখে সে দেখে, তার সামনে বন্ধ দরজা, আর ওপরে ওঠার উপায় নেই।

'মাদেইলীন, দরজা খোলো !

—উন্মাদের মত হ্যাণ্ডল নাড়ে, দরজায় ধাক্কা মারে, ঘুঁসি মারে ফ্লাভিয়েরে। কী করতে চাইছে মাদেইলীন ? ও কি—আত্মহত্যা করবে ?

'না, মাদেইলীন, না···আমার কথা শোনো'

—ঘন্টার ধাতুর বুকে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগে।

এবং সেই মুহূর্তে—

ছোট্ট ফোকরের মধ্য দিয়ে দেখা যায় বাইরের দৃশ্য। কিন্তু ওই ফোকর দিয়ে সে তো দরজার ওপারে যেতে পারবেনা। কার্ণিসের ওপরে পা রেখে—হ্যাঁ, অন্য কোন পুরুষ হলে যেতে পারতো। কিন্তু ঘর্ণি-রোগের রোগী ফ্লাভিয়েরে পারে না, পারবেনা, সে নীচে পড়ে যাবে।

কার্ণিসে পা রেখে হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব।

'মাদেইলীন! মাদেইলীন!'

মাদেইলীনের তীক্ষ্ণ আর্ত স্বর ভেসে আসে। ফোকরের সামনে দিয়ে দ্রুত সরে যায় রমণীর ছায়া। এবং হাতের মুঠো কামড়ে ফ্লাভিয়েরে প্রতীক্ষা করে, যেমন বালকবয়সে আকাশে বিজলী চমকালে সে প্রতীক্ষা করতো, কখন বজ্রের শব্দ হয়। এবং এক্ষেত্রেও, একটু পরে তার কানে ভেসে আসে

নীচে, অনেক নীচে ভারী কিছু পরার শব্দ। মৃতপ্রায় মানুষের কণ্ঠস্বরে ফ্লাভিয়েরে বলে, 'না....মাদেইলীন্....না।'

সে বসে পড়েছে। নাহলে সে পরে যেতো। বসে বসেই সে কোনমতে সিঁড়ির পর সিঁড়ি নামছে। আতংক ও হতাশায় চীৎকার করছে। নীচের ল্যানডিং এ পৌঁছে সে সাহস করে ফোকর দিয়ে নীচের দিকে তাকায়—

নীচে. বাঁদিকে, প্রাচীন সেই গির্জার উঠোনে ভয়ংকর মসৃন সেই দেয়ালের ধারে শুয়ে আছে বাদমী রঙের পোষাক পরা রমণীশরীর। এখন কুৎসিত, অবয়বহীন একটা জড়পিণ্ড। ফ্লাভিয়েরে চোখ মোছে। তাকে সব দেখতেই হবে। নুড়িপাথরের ওপর রক্তের দাগ। কালো হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে গেছে। সোনার চকচকে লাইটার বাইরে ছিটকে ছিটকে পড়েছে।

ফ্লাভিয়েরে কাঁদছে। মাদেইলীনকে সাহায্য করতে যাওয়ার যাওয়ার কথা সে ভাবেনা। মাদেইলীন মরে গেছে। এবং তার সঙ্গে মরে গেছে ফ্লাভিয়েরেও।

দূর থেকে মৃতদেহটা দেখছে ফ্লাভিয়েরে। এখন সে আর এক পাও এগোতে পারছে না তার স্মৃতিতে জেগে ওঠে মাদেইলীনের কণ্ঠস্বর—

'মরতে কষ্ট হয় না।'

চূড়ান্ত হতাশায় ওই ভাবনাটাই শক্ত করে ধরে আছে ফ্লাভিয়েরে।

না, মৃত্যুযন্ত্রণা পাওয়ার সময় পায়নি মাদেইলীন্। পুলিস-ডিটেকটি-ভের চাকরী করার সময় ফ্লাভিয়েরে সহকর্মী লেয়ারিশ যখন ঘূর্ণী-রোগের রোগী ফ্লাভিয়েরের অক্ষমতার খেসারৎ দিয়ে ছাদ থেকে নীচে পরে মারা গিয়েছিল, ওরা বলেছিল, লেয়ারিশের মাথায় ঘা লেগেছে প্রথমেই, তাই ও যন্ত্রণা পায়নি। কিন্তু তাই কী ঠিক? যখন লেয়ারিশের মাথাটা পেভমেণ্টে ঠুকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, রক্ত ছিটকে পড়লো চারপাশে....কিন্তু লেয়ারিশের থেকেও আর উঁচু থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়েছিল মাদেইলীন। ওর মাথাটা যখন চার্চের পাথুরে উঠোনে ঠুকে গিয়েছিল, কী ভয়ংকর সেই আঘাত, যেন বিস্ফোরনে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে মাদেইলীনের মন, যেন খুব দামী একটা আয়না টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। এখন মাদেইলীন পোষাকে ঢাকা কুৎসিৎ কাকতাড়ুয়ার মত একটা জড়পিণ্ড। এখন তার ম্লান মেহগিনীরং চুলে রক্তের ছাপ। মোমের মত ফ্যাকাসে হাতের আঙুলে বিয়ের আংটি। সাহস থাকলে ওটা খুলে নিত মাদেইলীন। তার বদলে সে সোনার তৈরী ছোট্ট লাইটা-রটা তুলে নেয়। বেচারা ইউরিডিস্! যে শূন্যতার মধ্যে সে ঝাঁপ দিয়েছিল, তার থেকে আর ফিরে আসবেনা ইউরিডিস্ ফ্লাভিয়েরের মনে হয় যেন নিজের হাতে সে মাদেইলীনকে খুন করেছে। নিথর শরীরের জড়পিণ্ডটার ওপর উড়ন্ত কাকের ছায়া। ফ্লাভিয়েরে ভয় পায়। সে ছুটেপালায়। তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা সেই সোনার লাইটার। যেতে যেতে তার মনে পড়ে, একদিন কবরস্থানেই প্রথম মাদেইলীনকে দেখেছিল ফ্লাভিয়েরে, আজ সে আর এক কবরস্থানে মাদেইলীনকে শেষ বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে।

সব শেষ। কেউ জানবে না, কেন আত্মহত্যা করেছে মাদেইলীন। কেউ জানবেনা, ফ্লাভিয়েরে তার সঙ্গে এসেছিল, সে কার্নিসের ওপর পা রেখে বন্ধ দরজার ওপরে যেতে ভয় পেয়েছিল। গাড়ীর উইনডস্ক্রীনে নিজের ছায়া দেখতে তার খারাপ লাগে। নিজে বেঁচে আছে বলে

নিজের ওপরে তার ঘেন্না হয়। কোন্‌দিকে গাড়ী ড্রাইভ করে চলেছে, অনেকক্ষণ খেয়ালই থাকেনা। পুলিসস্টেশনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মনে হয়, পুলিসে আত্মসমর্পণ করলে কেমন হয়? না, আইনের চোখে সে কোন অপরাধ করেনি। ওরা তাকে পাগল বলবে। তবে সে কী করবে? নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করবে? অসম্ভব। তার মরবার মত সাহস নেই। তবে? তবে কি তাকে চিরদিন এই জ্ঞান নিয়ে বাঁচতে হবে যে সে কাপুরুষ, ঘূর্ণিরোগের রোগী, উঁচুতে উঠলে তার মাথা ঘোরে? না, এটা কোন যুক্তি নয়। আসলে তার ইচ্ছাশক্তির অভাব। মাদেইলীন ঠিকই বলেছিল, পশুরাই সুখী। শান্তিতে ঘাস খাওয়া, কসাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করা—সেই ভালো।

সন্ধ্যে ছটা। কাফের ফোনে জেহ্‌ভ ীর সংগে যোগাযোগ করার বৃথা চেষ্টা করে ফ্লাভিয়ের্‌। জেহ্‌ভ ী অফিসে নেই। বারে দাঁড়িয়ে ব্র্যাণ্ডি খেতে খেতে ফ্লাভিয়েরের মনে হয়, যেন সে একটা অ্যাকোয়েরিয়মের জলে ভাসছে, অন্য মানুষেরা নিঃশব্দে মাছের মতন পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। মাদেইলীন সত্যিই মরে গেছে? হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। একবার ওকে বাঁচিয়েছিল ফ্লাভিয়েরে। কিন্তু যে মরতে বদ্ধপরিকর, তাকে কি বাঁচানো যায়? ওর ওপর নজর রাখার জন্য ভুল লোককে বেছে নিয়েছিল জেহ্‌ভ ী। ফ্লাভিয়েরে, সে আত্মকেন্দ্রিক, নিজের অতীত স্মৃতির কারাগারে বন্দী, সে কি এই কাজ পারে? সে যদি প্রাণশক্তিতে ভরপুর কোন শিল্পী হত····কিন্তু এখন ওসব ভেবে লাভ নেই।

বার ছেড়ে গাড়ী ড্রাইভ করে জেহ্‌ভ ীর বাড়ির দিকে চলেছে মাদেইলীন্‌। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মাদেইলীনের মনে কোন্‌ যন্ত্রণা জেগেছিল, যদি জানা যেতো? না, হয়তো কোন যন্ত্রণা ছিলনা। জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিল মাদেইলীন্‌। তাই এই জীবন ছেড়ে অনায়াসে অন্য ভুবনে চলে গেল মাদেইলীন্‌। ঘরে ফেরার মতন····

সাদা পাথরের সিঁড়ি। লাল কার্পেট। মাদেইলীনের বাড়ীতে

এই প্রথম এসেছে শ্লাভিয়েরে। দেয়ালে অনেক পেনটিং। মাথায় শিংওলা গ্রীক উপকথার কাল্পনিক ঘোড়া, সারস, স্বর্গোদ্যানের পাখী। আর্টিস্ট হুয়ানিয়ে রুশোর স্টাইলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নীচে নাম সই করা—'মাদাম জেহভ্‌ঁী'। অন্য ভুবনে এদের দেখা পাবে মাদেইলীন? কোথায় সে দেখেছিল হ্রদের ওই কালো জল, জলের বুকে জেগে ওঠা ওই বিষফুল, ওইসব বৃক্ষলতা, যারা নিথর দাঁড়িয়ে দেখছে হামিং বার্ডদের নাচ? ম্যানটেলপীসের ওপরে গলায় তৈল-স্ফটিকের নেকলেস-পরা পোলিন্ লাজেয়ারলাকের পোর্ট্রেট। মাদেই-লীনের স্টাইলে চুল বাঁধা। মুখ দেখলে মনে হয় অন্যমনস্ক। যেন ওর মন ওর একলার কোন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

'মাদেইলীন কি বাড়ীতে আছে?',

এখন মিথ্যা বলেছে শ্লাভিয়েরে,

'পাদ্রীর কবরস্থানে ওর দেখা পেলামনা....'

জেহ্ভ্‌ঁী ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'না, রজার....ওকে খুঁজে বার করতে হবে—পুলিসে খবর দিলে কেমন হয়?'

'ওরা আমাদের পাগল বলবে। দু-তিনদিন খোঁজ না পেলে—,

'তুমি পুলিস-ডিটেকটিভ ছিলে। তোমায় ওরা চেনে। ও যখন নদীতে ঝাঁপ দেয়, তুমি ওকে বাঁচিয়েছিলে। তুমি যদি বলো, ও আত্মহত্যা করতে পারে—'

'না, এসব ক্ষেত্রে স্বামীরই উচিৎ পুলিসে ফোন করা।'

'বেশ, আমি এখুনি ফোন করছি।

বোকামি করবে? যাই হোক, কোন খবর পেলে ফোনে জানিও।'

'তুমি থাকলে পুলিসের সঙ্গে কথা বলে সব বোঝাতে পারতে।'

'সাহস হারিও না, পল। কোন খবর পেলে ফোনে জানিও।,

—না, শ্লাভিয়েরে পারবে না। তারই দোষে মারা গিয়েছিল

প্রাক্তন সহকর্মী। এখন অতীতের সহকর্মীদের বোঝানো যে আবার তারই দোষে, সে ঘূর্ণিরোগের রোগী বলে মাদেইলীনের প্রাণ বাঁচানো গেলনা। না, সে এসব বলতে পারবেনা।

প্যারীর পথে সন্ধ্যার আলো আশ্চর্য নীল। যুদ্ধের আবহ। সন্ধ্যা না হতেই সব আলো নিভে যায়। সবাই ঘরে ফিরে যায়। নৈঃশব্দ্য অন্ধকার নির্জনতা। ছোট্ট রেস্তোরাঁর কোণের টেবিল বসেছে ফ্লাভিয়েরে। পকেটে লাইটারটা ছুঁতেই মাদেইলীনের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'ও আমাকে ভালোবাসেনি', সে ভাবে, ও কাউকে ভালোবাসেনি।'

লাইটারের আগুন জ্বলে। হাতে উষ্ণ ধাতুর ছোঁয়া। একদিন পোলিন্ লাজেয়ারল্যাকের রহস্য হয়তো জানা যাবে। তার চোখে জল আসে। প্যারী নগরীতে যুদ্ধের দরুণ ব্ল্যাকআউট চলছে। যুদ্ধে জার্মানদের আক্রমণে পিছিয়ে যাচ্ছে বেলজিয়ানরা। ছায়ার মত হাঁটে ফ্লাভিয়েরে। জীবিতদের পৃথিবী এখান থেকে এখন অনেক দূরে। চারপাশে মৃতদের অন্য ভবন। পেছনে-ফেলে-আসা সুদূর অতীতের সুখস্মৃতি।

টেলিফোন বেজে ওঠে।

জেহভাঁর ফোন।

'হ্যালো রজার, মাদেইলীন আত্মহত্যা করেছে। সাঁ নিকলাসের একটা গির্জার মিনার থেকে ঝাঁপিয়ে নীচে পরে—পুলিস অনুসন্ধান শুরু করেছে।—তুমি এখানে এলে ভালো হত—'

'না। আমাকে অরলীনসে এক ক্লায়েন্টের কাছে যেতে হবে। দু-এক দিনের জন্যে।—আমি দুঃখিত, পল।

তারপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় ফ্লাভিয়েরে। ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন সকালে সে অরলীন্সে ট্রেনে ওঠে। কাগজের হেডলাইনে যুদ্ধের খবর। অরলীনসে ট্রাক ভর্তি রিফিউজিদের দেখে

ফ্লাভিয়েরে। যুদ্ধে সহর ধ্বংস হচ্ছে এবং গ্রাম। আরও উদ্বাস্তু আসছে। জোয়ান অফ আর্কের স্মৃতিচিহ্নিত এক গির্জায় মাদেইলীন ও ফ্রান্সের জন্যে প্রার্থনা করে ফ্লাভিয়েরে।

একদিন সকালে অরলীনসের অধিবাসীরাও সহর ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়। ফ্লাভিয়েরের ক্লায়েন্ট চলে যায়। ওর একজন বন্ধু বলে—

'তুমিও দক্ষিণের দিকে যাও না। এখানে তোমার কী কাজ?'

জেহ্‌ভ্যাঁকে ফোন করে ফ্লাভিয়েরে। কোন সাড়া নেই। ওখানকার পুলিসস্টেশন বোমার ঘায়ে উড়ে গেছে।

আত্মার গহনে মৃত্যু—

ট্যুলুজ্‌—গামী মোটরবোটে উঠে বসে ফ্লাভিয়েরে।

সে চার বছরের জন্যের দূরে যাচ্ছে সে নিজেও তখন জানতোনা।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ ১ ॥

"জোরে নিঃশ্বাস নাও—কাশো—আবার জোরে নিঃশ্বাস নাও—ভালো, হার্ট ততো—নিশ্বাস বন্ধ করো—হার্ট ততো ভালো কাজ করছেনা—পোষাক পরে নাও"

—ডাক্তার ফাভিয়েরের দিকে তাকায়।

"বিবাহিত?"

"না—সত্ত আফ্রিকা থেকে ফিরছি আমি।"

"কারাবন্দী ছিলে বুঝি?"

"না, ১৯৪০এ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ডাক এসেছিলে। দুবছর আগে আমার প্ল্যুরিসি হয়েছিল। ডাক্তার বললো, আনফিট—"

"প্যারীতে থাকতে চাও?"

"কি জানি। ডাকার-এ প্র্যাকটিস করতাম। এখানে পুরোনো প্র্যাকটিস স্বুরু করার কথা ভাবছি।"

"ওকালতী করো?"

"হ্যাঁ। প্যারীতে আমার পুরোনো ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। আজকাল নতুন ফ্ল্যাট জোগাড় করা যা ঝামেলা—"

"বড্ড বেশী মদ খাও?"

হ্যাঁ। জীবন তো সুন্দর নয়—"

'তোমার শরীরের অবস্থা খুব ভালো নয়। বিশ্রাম নাও। নীস্ বা ক্র্যানে গেলে ভালো করতে। যেসব মনোবিকারের কথা বলছিল, ও ব্যাপারে আমি স্পেশ্যালিস্ট নই। তুমি ডক্টর বালার্দের সঙ্গে দেখা করো। ফুড অফিসে যাও। এই প্রেসক্রিপশন দেখলে ওরা তোমার

মাংস ও চর্বির রেশন বাড়াবে। দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলো। উষ্ণ আবহাওয়া আর বিশ্রাম তোমার দরকার। চিঠিপত্র লেখা; পড়াশুনো বন্ধ রাখো। আমার ফী তিনশ ফাঁ। ধন্যবাদ।"

—গজগজ করতে করতে সিড়ি বেঁয়ে নামে ফ্লাভিয়েরে। স্পেশ্যালিস্ট দেখাও! মনোরোগবিশেষজ্ঞকে সব কথা, মাদেইলীনের কথা বলো। তার থেকে রাতের পর রাত দুঃস্বপ্ন দেখা, পোকাভর্তি করিডরের অন্তহীন গোলক ধাঁধায়, ঘোর অন্ধকারে কাউকে প্রাণপণে খোঁজা—ওইসবই ভালো।

ডাকারের গরম তার সহ্য হচ্ছিলনা। এখন প্যারি নগরীর বুকে শীতের কুয়াশা। চওড়া রাস্তা দিয়ে সাইকেল ও জীপ ছুটে যাচ্ছে। ধূসর কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর্ক দা ত্রিয়ঁফ। সবকিছুর বুকে অতীতের রং, স্মৃতির রং। সে কি মৃতের দুনিয়ায় ফিরে এল? এর চেয়ে না আসাই কি ভালো ছিলনা? এই তীর্থযাত্রায় কি ফল হবে? সে ভেবেছিল, হৃদয়ের সেই পুরোনো ক্ষত শুকিয়ে গেছে। ডাকারে থাকতে সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়েছে। সে ভেবেছিল—

'কনিয়াক। খাঁটি জিনিষ দাও'

—কাফেতে জানলার ধারে সীটে বসে সে অর্ডার দেয়। এখন কাফে বা রেস্তোরাঁয় সে মেজাজে অর্ডার দিতে শিখেছে। সবাই তাকে গুরুত্ব দেয়। এক চুমুকে মদ গিলে সে আবার অর্ডার দেয়, তারপর টেবিলে টাকা ছুড়ে দেয়। এমন একটা ভঙ্গীতে যেন সে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে প্যারীতে ফিরে এসেছে, যেন এখানে সবাই তার কাছে টাকা ধারে। গ্লাসের হলুদ পানীয় স্মৃতিকে নতুন করে জাগায়। না, মাদেইলীন মরেনি। যখন থেকে সে রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে পা রেখেছে, তখন থেকে সে আর একা নয়। কিছু কিছু মুখ আছে যা

ভোলা যায়না। হাওয়া ও বৃষ্টিতে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যায় অনেক মুখের আদল, গির্জার দরজার চারপাশে পাথরের মূর্তির মুখের মত। কিন্তু মাদেইলীনের মুখ অস্পষ্ট হয়না। আজও সে দেখতে পায় সেই মুখ, চারপাশে বিকেলের রোদ জ্যোর্তিবলয়ের মত ঘিরে আছে মুখ-টাকে। সবশেষের রক্তাক্ত ছবিটা মুছে গেছে। ছবিটা ফিরে আসতে চায়, জোর করে ছবিটা ভুলে যায় সে। কিন্তু জীবনের স্মৃতি, জীবিত মাদেইলীনের স্মৃতি আশ্চর্য্য নতুন, প্রাণবন্ত। তার হাত এখন মদের গ্লাসটা শক্ত করে ধরে আছে। সে যেন অনুভব করে, চারপাশে মে মাসের প্রথমদিকের উষ্ণ আবহ, চারপাশে নদীর স্রোতের মত গাড়ীর ঢেউ আর্ক দা ত্রিয়ঁফ ঘুরে ছুটে চলেছে। এবং মাদেইলীন আসছে। তার বগলের নীচে ব্যাগ, চোখের কোলে ছায়া, ছোট্ট ঘোমটা....নদীর ধারে বাঁধের কিনারায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে মাদেইলীন, লাল টিউলিপ ফুলটা সে জলে ফেলে দেয়....চিঠিটা সে টুকরো টুকরো করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়।

....ফ্লাভিয়েরে মদের গ্লাসে চুমুক দেয়। তার বয়স বাড়ছে। ভবিষ্যৎ বলতে কি আছে তার? নিঃসঙ্গতা আর অসুস্থতা। যুদ্ধফেরৎ আর সবাই যখন নতুন করে জীবন গড়ছে, ভাঙা ঘর আবার গড়ছে, পুরোনো বন্ধুত্বগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছে, ভবিষ্যতের জন্যে তৈরী হচ্ছে, শুধু তারই কোন ভবিষ্যৎ নেই, শুধু তারই জন্যে অতীতের ভস্মস্তূপ।

"ওয়েটার, আর এক পেগ—"

মদ তার মনের আড়ালে নিভে আসা অঙ্গারে নতুন করে আগুনের ফুলকি ছড়ায়, যা আশার মত ম্লান আলো দেয়। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার কাশি হয়। এতোয়ালে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার খেয়াল হয়, সে কার জন্যে অপেক্ষা করছে? মাদেইলীনের জন্যে? কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কিন্তু মাদেইলীন আসেনা। ওদের ফ্ল্যাটের জানালা বন্ধ। জেহভী কি প্যারী ছেড়ে গেছে? সেই পেন্টিং

গুলো কি তেমনই আছে? ম্যানটেলপীসে স্বপ্নালু চোখের সেই যুবতী স্বর্গোদ্যানের সেই সব পাখী?

'মসিয়ঁ জেহভী বাড়ী আছেন?'

'মসিয়ঁ জেহভী?'

—পরিচারিকা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে,

'সে তো অনেক দিন আগে মারা গেছে।'

'পল্ মারা গেছে!'

'আর এগিয়ে যেয়ে লাভ কি? পথের ধারে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু, মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই।

'ভেতরে আসবেন না?'

'১৯৪০-এ আমি প্যারী ছেড়ে যাই—'

'তাই ...এবার বুঝেছি। আপনি মসিয়ঁ জেহভীঁর বন্ধু?'

'পুরোনো বন্ধু। সে ফোন করে তার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ জানায়। সেইদিনই আমি প্যারী ছেড়ে যাই।'

'পুলিস খুব ঝামেলা বাঁধিয়েছিল। ওরা নাকি মসিয়ঁ জেহভীঁকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবছিল। স্ত্রীকে মার্ডার করার চার্জে—'

'কিন্তু মাদেইলীন তো আত্মহত্যা করেছিল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু পুলিস তা বিশ্বাস করেনি। মসিয়ঁ জেহভীঁর অনেক শত্রু ছিল। বড়লোক বলে উনি ছিলেন তাদের ঈর্ষার পাত্র। তারা পুলিসকে বোঝালো, উনি স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে চার্চের মিনার থেকে নীচে ফেলে দিয়ে খুন করেছেন। পুলিস কতো কী জানতে চাইলো! স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কেন ছিল? যেদিন স্ত্রী মারা যায়, সেদিন উনি কোথায় ছিলেন?'

'মসিয়ঁ জেহভী কিভাবে মারা যায়?'

'লা মাঁস-এর কাছে রাস্তার ওপরে। জার্মানদের প্লেন থেকে মেসিনগানের গুলি ছুটে আসে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই উনি মারা যান।'

ফ্ল্যাভিয়েরে ভাবে—"আমি যদি এখানে থাকতাম, আমি পুলিসকে সব বোঝাতে পারতাম, হয়তো জেহভীঁকে মরতে হতনা।"

পরিচারিকা বলছে—"দুজনেরই ভাগ্য খারাপ। অথচ ওরা ছিল সুখী দম্পতী?"

'ওর স্ত্রী কেমন অদ্ভুৎ ধরণের ছিলনা।'

'না তো। কালো পোষাক পরতো, ভালোই দেখাতো। ভদ্রলোক কখনও প্যারীতে, কখনো লা হাভরের ফ্যাক্টরীতে—স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াবার সময় পেতেননা বিশেষ। তবু কখনও বের হলে স্ত্রী খুব আনন্দ পেতো।'

'কোথায় কবরস্থ হয় ওর স্ত্রী?'

'সাঁউয়াঁ-য়। দুর্ভাগ্য সেখানেও ওকে অনুসরণ করে। আমেরিকানরা যখন লা শাপেইলে বোমা ফেলে, রেললাইনের ধারে ওই কবরস্থান বিস্ফোরণে উড়ে যায়। হাড়ের টুকরো চারপাশে ছিটকে যায়। সেগুলো সব জড়ো করে সবাইকে আবার একসঙ্গে কবর দেওয়া হয়....'

ভয়ংকর ছবিটা স্মৃতি থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে ফ্লাভিয়েরে। তার চোখে আর জল আসেনা। সব শেষ। মাদেইলীনের চিতা। টি· এন. টি-র বিস্ফোরণ। ছাইগুলো বিস্ফোরণে ছিটকে গেছে চারপাশে। যে মুখ তার অস্তিতে আজও জেগে আছে, সেই মুখের কোন অস্তিত্বই নেই এখন।

'ফ্ল্যাটটা?'

'আপাততঃ বন্ধ। স্ত্রীর দূরসম্পর্কের কোন্ এক আত্মীয়ের সম্পত্তি এখন। খুব দুঃখের ব্যাপার....পুরোনো বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ....'

'হ্যাঁ, খুব দুঃখের ব্যাপার।'

বাইরে বৃষ্টির কণা মুখে এসে লাগে। ধমনীতে তপ্ত রক্তস্রোত। রাস্তা পেরিয়ে কাফেতে ঢোকে ফ্লাভিয়েরে।

'কড়া কিছু দাও।'

'একটু হুইস্কি ?'

বুকের আড়ালে উত্তাপ জেগে ওঠে। দুঃখ গলে যাচ্ছে, বরফের টুকরোর মত।

এখন সেখানে শান্ত বিষাদ। ডাক্তার কি বলেছে। তাকে দুশ্চিন্তা ভুলতে হবে। মাদেইলীনকে ভুলতে হবে। মাদেইলীনের কবর দেখবে বলে প্যারীতে ফিরে এসেছিল ফ্লাভিয়েরে। এখন সব বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। এই তীর্থযাত্রা এখানেই শেষ। এখানে, হলুদ মদের গ্লাসে। মাদেইলীন, পৃথিবীতে এসেছিল এক অচেনা অতিথি, ছায়াময় অন্য ভুবনের ছায়ার ডাকে ফিরে গেছে। তার গল্প এখানেই শেষ। তবে কি সবই স্বপ্ন? না, এইতো সেই সোনার লাইটার...,

'ট্যাক্‌সি পাওয়া যাবে ?'

'কতোদূর যাবেন ?...ফোন করে দেখি...'

'মঁাতেইস-এর কাছে।'

'গুস্‌তাভ আপনাকে নিয়ে যাবে। চার্জ বেশী পড়বে। ব্ল্যাক মার্কেটে পেট্রলের যা দাম...'

ট্যাক্সিড্রাইভারকে ফ্লাভিয়েরে বোঝায়—

'মঁাতেইসের উত্তরে সেলী ও দ্রকুর্ত-এর মাঝখানে ছোট একটা জায়গায় যেতে হবে।'

শীতের পথ মহাযুদ্ধ ও বোমাবর্ষণের করুণ কাহিনী বলে যায়। ট্যাক্সির এক কোণে বসে কালো মাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে কুঁড়িভর্তি গাছ ও সাদা ফুলের সপ্ন দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফ্লাভিয়েরে। মাদেইলীন সত্যিই এবার তার মন থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। মাদেইলীন মরে যাচ্ছে! না, ফ্লাভিয়েরে কোনদিন ভালোবাসেনি। বিষাদ, নিঃসঙ্গতা, অক্ষমতা ভোলবার জন্যে তার এই ব্যক্তিগত শোকগাথা। শুধু মদের নেশায় মাদেইলীনকে কাছে পাওয়ার সুখ। আবার নেশা

কাটলে তীব্র তিক্ত আত্মসমালোচনা।

'এই তো সেলী'

—গুস্তাভ বলে।

'পরের ক্রশিংএ ডানদিকে গাড়ী চালাবে। আর দুই বা তিন কিলোমিটার যেতে হবে।'

গর্তভরা রাস্তায় গাড়ী ঝাঁকুনি দেয়। ঝরা পাতা, মরা পাতা, বৃষ্টিভিজে পাতা। কোন বাড়ীর চিমনী থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে।

'সামনে একটা গির্জা আছে?'

'হ্যাঁ। মিনারটা খুব উঁচু। ওইতো—'

চার্চের সামনে ট্যাক্সি থামে। যেমন অনেকদিন আগে সিমকা গাড়ীটা থেমেছিল। সেই মিনার, মিনারের চারপাশের কার্নিস। মিনার থেকে যেসব বাড়ীর ছাদ দেখেছিল ফ্লাভিয়েরে। চেস্টনাট গাছের নিষ্পত্র ডালের আড়ালে দেখা যায় পাহাড়ের ধারে এক ডজন কুটীর। চারপাশে নিঃশব্দে মুরগীরা চরছে। দোকানের নীচু জানলা। অস্পষ্ট সাইনবোর্ড। ফ্লাভিয়েরে ভেতরে ঢোকে। মোমবাতি জ্বলছে। পিকচার পোস্টকার্ডগুলো পুরোনো, হলুদ হয়ে গেছে।

'কি চান?'

—ভেতর থেকে এগিয়ে আসে এক বৃদ্ধা মহিলা।

'ডিম? তাজা মাংস? নেই? আমি কার্ডটা কিনবো। সাঁ নিকোলাসের গির্জা, তাই না? খবরের কাগজে যেন পড়েছিলাম, ১৯৪০ র মে মাসে এই গির্জার মিনার থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিল প্যারীর এক ধনী শিল্পপতির স্ত্রী? তাই না?'

'হ্যাঁ মাদাম জেহভী। ওর মৃতদেহটা আমিই প্রথম দেখি।'

'বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে? একটু মদ দিতে পারো—'

'এই নাও। ষাট ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহিলা। কিন্তু পুলিসের ধারণা হল, কেউ ওকে ঠেলে নীচে ফেলে দিয়েছে।

সেলীতে কে যেন বলেছিল, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এক মহিলাকে গাড়ীতে এদিকে আসতে দেখেছে সে।'

....ফ্লাভিয়েরে সিগারেট ধরায়। মাদেইলীনের পাশে তাকে গাড়ীতে দেখে লোকে ধরে নিয়েছে, স্বামীর সঙ্গেই এখানে এসেছিল মাদেইলীন। বেচারা জেহভীঁকে ওরা অকারণে সন্দেহ করেছে। এসবের জন্যে ফ্লাভিয়েরেই দায়ী।

সে কি গির্জার ভেতর ঢুকবে? যেখানে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেছিল মাদেইলীন, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসবে, প্রার্থনা করবে ফ্লাভিয়েরে? না, বৃথাই প্রার্থনা করেছিল মাদেইলীন। তার দেহাবশেষ বিস্ফোরণে চুরচুর হয়ে উড়ে গেছে।

ক্রুশের চারপাশে কাক উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে সে বলে—

'বিদায়, মাদেইলীন্!'

....অথচ সেদিন বিকেলে প্যারীতে ফিরে সে মনোরোগবিশেষজ্ঞ ডক্টর বালার্দের সঙ্গে দেখা করে। ডাক্তার বলে—

'তুমি আজও তাকে খুঁজছো? সে মরে গেছে, তুমি বিশ্বাস করতে চাওনা?'

'আমি জানি, সে মরে গেছে। কিন্তু তারই বংশের অতীতদিনের এক মহিলা পোলিন্ লাজেয়ারলাকের সঙ্গে তার আশ্চর্য্য যোগসূত্রের কথা ভেবে আমার মনে হয়—'

'যে মাদেইলীনের অতীতেও একবার মৃত্যু ঘটেছে?'

'এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন নয় ডাক্তার। আমি যাকিছু চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি—'

'তোমার ধারণা, মাদেইলীন আবার কবর থেকে ফিরে এসেছে? তোমার ধারণা, সে বেঁচে আছে, ভালো আছে?'

'আমি ঠিক ওভাবে ভাবিনি—'

'এতো মদ খাওয়া কখন শুরু করেছিলে?'

'ডাকারে থাকার সময়—'

'অন্য কোন নেশা করো ?'

'না।'

'মদ খাওয়া ছেড়ে দাও। মাদেইলীনকে ভুলে যাও। সে মরে গেছে। মরে গেলে কেউ ফিরে আসে না। নীসে যাও। সেখানে আবহাওয়া ভালো। ওখানে আমার বন্ধুর নার্সিং হোম আছে। ওখানে ভর্তি হও। সারতে সময় লাগবে।'

'যতোদিন দরকার, আমি ওখানে থাকবো। আমি ভালো হয়ে উঠতে চাই। সত্যি চাই।'

ব্যাংকে ফোন করা। ট্র্যাভেল এজেন্সীতে যোগাযোগ করা। রাত নটায় নীসে যাওয়ার ট্রেন ছাড়বে। হোটেলে ডিনার সেরেও চার ঘণ্টা সময়। ডক্টর বালার্দের কথাগুলো ভুলবে বলে, মদ খাওয়ার ইচ্ছাটা চেপে রাখবে বলে এবং সময় কাটাবে বলে-সে সিনেমায় ঢোকে। এখনও চার ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে।

সিনেমায় পর্দায় দেখানো হচ্ছে, ফরাসী সেনানায়ক জেনারেল গু গল্ মার্সেই শহরে গেছেন। দর্শকরা অভিনন্দন জানাচ্ছে। মোটামতন এক ভদ্রলোক মাথার টুপি খুলে নাড়ছে। আস্তে আস্তে ঘুরে একটি মহিলা ক্যামেরার দিকে তাকায়। চোখের মনিতে হাল্কা রং, মুখের রেখাগুলো নমনীয়। লরেন্সের আঁকা পোর্ট্রেটের মতন। ক্যামেরার দৃষ্টি অন্যত্র সরে যায়।

কিন্তু ফ্লাভিয়েরে উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই তাকে বসতে বলছে। সে নিজের জামার কলার ধরে টানে, তার বুক থেকে উঠে আসছে একটা আর্ত চীৎকার। পর্দায় তখন সৈন্যেরা মার্চ করছে, ট্রামপেট বাজছে। শক্ত হাতে টান দিয়ে কে যেন ফ্লাভিয়েরেকে সীটে বসতে বাধ্য করে।

॥ ২ ॥

না, ও মাদেইলীন নয়। ওর বয়স তিরিশের কাছাকাছি, ও আরও মোটা। কিন্তু কী অদ্ভুৎ মিল। বিশেষ করে চোখদুটোয়।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসে ফ্লাভিয়েরে। রাস্তায় ম্লান আলো। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝোড়ো হাওয়ার দরুণ মাথার টুপি টেনে নামিয়ে দেয় ফ্লাভিরেরে। ওভারকোটপরা মোটা লোকটার পেছনে সিনেমার পর্দায় আবছা দেখা যাচ্ছিল একটা হোটেলের নাম। আস্‌তরিয়া?

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে মার্সেইতে কোন একজন সুখী পুরুষ আছে, যার প্রেমিকার চোখ দুটো মাদেইলীনের মত সুন্দর। নীসে যাওয়ার প্রোগাম বাতিল করা বোধহয় বোকামির কাজ হয়েছে।

পরের দিন সকালে সে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ওঠে। সে এখন বড়লোক। কিন্তু টাকা বড় দেরীতে এসেছে তার জীবনে। টাকা তার হতাশা বা নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠতে সাহায্য করে না। যুদ্ধের আগে যদি তার এত টাকা থাকতো, সে কি মাদেইলীনকে বাঁচাতে পারতো? এই লাইটারটা কি অশুভ? এটা ফেলে দিলে হয় না? কিন্তু সে যে একদিন সুখী ছিল, এই লাইটারটাই তার একমাত্র প্রমাণ। না, মৃত্যুর পর তার কফিনে রাখা হবে এই লাইটারটা।

সোনার লাইটার হাতে মাটির তলায় চাপা পড়া? কি অদ্ভুৎ আইডিয়া! কেন মাটির তলার গুহা, ম্লান আলোয় জলের শব্দ, পাতালপুরীর হাওয়ার গন্ধ, ভূগর্ভের গহনে লুকিয়ে থাকা রত্নরাজি ছোটবেলা থেকে তার মনকে আবিষ্ট করে রাখে? কেননা ছোটবেলায় সে বড্ড একা ছিল এবং নিঃসঙ্গ এক বালক ঠাকুর্দার আমলের একটা বই খুলে গ্রীক উপকথার অদ্ভুৎ সব গল্প পড়তো। সেই বইয়ের

ছাতাধরা পাতায় পাতায় ছিল অদ্ভুৎ কত ছবি। যে পাথর কোনদিন পাহাড় চূড়োয় তোলা যাবে না, তাই ওপরে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে সিসিফাস্। যে ইউরিডিস্ মৃত্যুর পরপারে অন্য ভুবনে গেছে, কবর থেকে তার হাত ধরে তাকে
এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সুরের রাজা অর-ফিউস্।

এখন সাদা অ্যানটিম্যাকাসারে মাথা এলিয়ে ফ্ল্যাভিয়েরে দেখছে, ট্রেনের জানলার বাইরে বাস্তব ও দৃশ্য পৃথিবী। সে মুক্ত, স্বাধীন। নীসের সহরতলীতে সে একটা বাড়ী কিনবে। সন্ধ্যার সমুদ্রহাওয়ায় সে সমুদ্রতীরে বেড়াবে। আঃ, কোন ভাবনাচিন্তা নেই। ঘরে-ফেরা পথিকের মত চেতনাহীন কালো আঁধারের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

এক্সপ্রেস ট্রেন মার্সেই স্টেশনে থামে। ফ্লাভিয়েরে ট্রেন থেকে নামে। না, এখানে সে থাকবেনা। টিকিটকালেকটর বলেছে, এই টিকিটে মার্শে-ই-তে এক হপ্তা ব্রেক-জার্নি চলবে। ট্যাক্সি ডেকে সে বলে—"দ্য আস্তরিয়া"

"দ্য ওয়ালদর্ফ আস্তরিয়া?"

"হ্যাঁ।"

দোতলায় বড় একটা ঘর আর ছোট একটা সালোঁ ভাড়া নিল সে। লিফটবয়কে সে জিজ্ঞাসা করে—'জেনারেল দ্য গল কবে এখানে এসে-ছিলেন?'

'এক হপ্তা আগের রবিবার।'

'মুক্তোর টাইপিনপরা মাঝবয়সী মোটা এক ভদ্রলোককে চেনো নাকি?'

'কি জানি....হোটেলে কত লোক আছে....'

দাড়ি কামিয়ে বারে ঢুকে সে হুইস্কির অর্ডার দেয়। কোন মানে হয় এসবের? মাদেইলীনের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য আছে এমন

কোনো মহিলা এই হোটেলে আছে, এমন কোন স্থিরতা আছে? না, সে কাল নীসে যাবে। ওখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে সে চিরদিনের জন্তে বিদায় জানাবে ফ্রান্সকে।

সকালে বিছানা থেকে উঠে শরীরটা খুব খারাপ লাগে। পুরু কার্পেটে মোড়া করিডর। ছোট একটা ঘরে লোকে কফি খাচ্ছে। কফি, রোল....মোটাসোটা একটা লোক....বয়স পঞ্চাশ....টাইয়ে মুক্তোর টাইপিন....

ওর পাশে এক মহিলা। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে। দীঘল কালো চুল, ফারের কোট। সে ডেস্ক-ক্লার্ককে নীচু গলায় প্রশ্ন করে: 'ওই টাকমাথা লোকটা....ও কে?'

'আলমারিয়ান্। বড়লোক....ব্ল্যাকমার্কেটে এখন অনেক টাকা।'

'সংগের মেয়েটি ওর বউ?'

'না, গার্লফ্রেণ্ড। লোকটা প্রায়ই সঙ্গিনী বদলায়।'

সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায় মেয়েটি। স্পষ্ট দেখতে পায় ফ্লাভিয়েরে।

মা-দে-ই-লী-ন্ !!!

অনেক বদলেছে, মুখটা আরও ভারিক্কী, বয়সের ছাপ।

তবুও....

মাদেইলীন্!

সে জানে, মাদেইলীন মোটাসোটা টাকমাথা আলমারিয়ান্-এর পাশে বসে আছে।

সে জানে, মাদেইলীন মরে গেছে।

কী যে যন্ত্রণা!

সারাটা সকাল সে রোদের মধ্যে বন্দরের আশেপাশে ঘোরে, জনতার ভীড়ে মেশে। তবু তার ভয় হয়। তার শরীরে কাঁপন ধরে। সে তো মাদেইলীনের মৃতদেহটা দেখছে।

মাদেইলীনের স্বামী জেহভী'ও দেখেছে···গির্জার মিনার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্য করেছে মাদেইলীন····এবং আরও কতোদিন আগে আত্মহত্যা করেছিল পোলিন্ লাজেয়ারলাক····তবুও····

"কতোদিন আগে····"

—মাদেইলীন বলেছিল,

"তোমারই মত এক পুরুষ, তফাতের মধ্যে তার জুলফি দুটো বড়, তারই কাঁধে হাত রেখে আমি এইসব ঘর বেয়ে হেঁটেছি—"

তখন সে বোঝেনি। জীবন বাধা দিয়েছিল, সংস্কার আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা তার ছিলনা। আজ সে বুঝেছে, যেমন পোলিন্ লাজেয়ারলাকের আত্মা পুনর্জন্ম নিয়েছিল মাদেইলীনের রূপে, তেমনি মাদেইলীন পুনর্জন্ম নিয়েছে····হয়তো পুনর্জন্মই সত্য, হয়তো অন্য কোন জন্মে এই রক্তাভ নীল সমুদ্রের ধারে ওইসব বাদামী রঙের পালের দিকে চেয়ে হেঁটেছে ফ্লাভিয়েরে।····যদি তাই হয়, তবে কিসের ভয়? মাদেইলীনের চোখের দিকে তাকাতে, ওর কণ্ঠস্বর শুনতে এতো ভয় কেন তার?

সন্ধ্যায় ডিনার। মাদেইলীনকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কানের রিং-দুটো ওকে মানায়না। নখের রঙও না। অতীতের সেই মাদেইলীনের রূপসজ্জায় অনেক বেশী আভিজাত্য ছিল। ওর পাশে বসে আছে মোটাসোটা টাকমাথা আলমারিয়ান। কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে ফ্লাভিয়েরে ওদের কাছে যায়, মাদেইলীনকে নাচের সঙ্গিনী হতে আমন্ত্রণ জানায়। মহিলার হাল্কা নীল চোখদুটোর সামান্য বিরক্তি ফুটে ওঠে। ও কি ফ্লাভিয়েরেকে চিনতে পারছেনা? ড্যান্সিং ফ্লোরে ওর সঙ্গে নাচতে নাচতে ফ্লাভিয়েরে বলে—

'আমার নাম ফ্লাভিয়েরে। নামটা চেনা লাগছে?'

'না, আমি দুঃখিত, নামটা চিনি বলে মনে হচ্ছেনা।'

'তোমার নাম?'

'রেইনে স্যুরাঁজ।'

সেই কপাল, চোখের তারার সেই রঙ, নাকের সেই রেখা, গালের সেই উঁচু হাড়....না, তফাৎ আছে বইকি। চুল বাঁধার স্টাইলে, আগের চেয়ে ভারিক্কী মুখে, ঠোঁট দুটোয়।

'যুদ্ধের আগে তুমি প্যারীতে থাকতেনা?'

'নাতো। লণ্ডনে ছিলাম।

'পেণ্টিং জানতে?'

'না। সময় কাটাতে কখনও হয়তো চেষ্টা করেছি আঁকার।'

'রোমে গিয়েছিলে কখনো?'

'না'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছো।'

'নাতো।'

'আলমারিয়ান আমায় ঈর্ষ্যা করছেনা তো?'

'না'

'ও ব্ল্যাকমার্কেটে পয়সা কামায়?'

'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমি উকীল। আমি সতেরো নম্বর ঘরে আছি। দেখা করবে ওখানে?'

'না....আমি এখন যাই।'

লিফটবয়কে জিজ্ঞাসা করে ফ্লাভিয়েরে—

'মসিয়ঁ আলমারিয়ান্ কোন রুমে থাকে?'

'এগারো নম্বর।'

'ওর সঙ্গিনীর নাম?'

'রেইনে স্যুরাঁজ।'

....পরের দিন আলমারিয়াঁ চলে যেতেই সে এগারো নম্বর ঘরের দরজায় নক্ করে।

'কে?'

ফ্লাভিয়েরে।'

মাদেইলীন দরজা খুলে দেয়। তার চোখ দুটো লাল, চোখের পাতা দুটো ফোলা-ফোলা।

'কি হল রেইনে?'

'আমাকে আর ভালো লাগছেনা আলমারিয়াঁর।'

'কেন, ওর থেকে আমি খারাপ?'

'না....তুমি নয়।'

'কেন নয়?'

॥ ৩ ॥

হোভেইলে দা ফ্রাঁস-এর ঘরগুলো আগের হোটেলের তুলনায় ছোট। চার্জ যদিও বেশী। একমাত্র সুবিধে, আলমারিয়াঁর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুল বাঁধছে রেইনে। ফ্লাভিয়েরে বলে—

'অন্যরকমভাবে বাঁধোনা। পেছনে বড় খোঁপা করে—'

দোকানে সবথেকে দামী দুটো পোষাক ওকে কিনে দেয় ফ্লাভিয়েরে। কালো আর ধূসর রঙের। কানের রিং দুটো সে নিজেই খুলে নেয়। ওর জন্যে চকচকে পরিচ্ছন্ন হাইহীল জুতো কেনা হয়। তারপর ফ্লাভিয়েরে বলে—

'সদ্যখোঁড়া মাটি আর একটু-শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের গন্ধ—সেণ্টটা কি হতে পারে?'

'শানেইল নম্বর থ্রি। ওটা এখন পাওয়া যায়না। কোন দোকনে পুরোনো স্টক থাকলে পেতে পারেন।'

তারপর নরম ফেল্টের তৈরী ছোট একটা টুপি ওকে কিনে দেয় ফ্লাভিয়েরে। ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে—

'তুমি রেইনে সুরাঁজ হতে পারোনা। তুমি তোমার কাকা শার্লের

সঙ্গে লণ্ডনে থাকতে, এটা সত্যি নয়। তুমি ভুল বলছো—'

'ঈশ্বরের দোহাই—'

'হয়তো অসুস্থতার দরুণ তুমি সবকিছু ভুলে গেছো ?'

'না, তা হতে পারেনা!'

ভিয়া পর্ত-এ ছবি দেখতে দেখতে লাভিয়েরে বলে—

'তুমি এই রকম পেণ্টিং ভালোবাসো ?'

'আমি পেণ্টিং বুঝিনা।'

'তোমার ছোটবেলার কথা বলো।'

'রূপকথা আমার বড় ভালো লাগতো।'

'তোমারও ?'

'সব বাচ্ছারই ভালো লাগে। পাহাড়ে ঘুরতাম। জীবনকে ভাবতাম রূপকথার মত। ভুল বুঝেছিলাম।'

চারপাশে প্রাচীন রোমান স্ট্যাচু, বাস্ট, অন্ধ আঁখি, ছোট করে ছাঁটা চুল। জেহভাঁর কথা মনে পড়ে যায় ফ্লাভিয়েরের। সে বলেছিল, 'তোমাকে আমার বউয়ের ওপর নজর রাখতে হবে।' জেহভী মৃত, মাদেইলীনও তাই। কিন্তু কণ্ঠস্বর বেঁচে আছে। পোলিন লাজেয়ার-লাকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল ছিলনা মাদেইলীনের। মাদেইলীনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল নেই রেইনে সুরাঁজের। নাকি তার স্মৃতি ভুল করছে ? ওর আইডেনটিটি কার্ডে লেখা আছে, ১৯১৬-র ২৪-শে অক্টোবর দাঁব্রেইমং-এ জন্ম। পোস্ট অফিসে যেয়ে সে বলে—

'আমি দাঁব্রইমতে ফোন করবো।'

'জার্মানদের বোমায় গুঁড়িয়ে গেছে জায়গাটা। শুধু ধ্বংসস্তূপ আর কিছু নেই।'

সুতরাং আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। আচ্ছা, যদি এমন হয়, রেইনে সুরাঁজ হটাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—, 'হ্যাঁ, আমি মৃত, অন্য ভুবন থেকে ফিরে এসেছি তোমাদের এই পৃথিবীতে, আমার

এই নীল চোখ দেখেছে সেই অন্ত ভুবন—'

—তখন বজ্রাঘাতের মত মরে যাবনাতো ফ্লাভিয়েরে। যুক্তিতে তার শেষ সীমা অবধি নিয়ে যাওয়া কি পাগলামির মতই নয়? ফুলের দোকানে কারনেশন ও মিমসা কেনে ফ্লাভিয়েরে। সে ঘর সাজায়। ফিরে দেখে, রেইনে কাঁদছে। মাদেইলীনকে কাঁদতে দেখেনি সে। তবে জল থেকে তোলার সময় মাদেইলীনের ভিজে মুখ তার মনে আসে।

'আমায় ক্ষমা করো। আমার স্নায়ু ভেঙে পড়েছে। আমি তোমায় ভালোবাসি।'

—সে বলে। দিন যায়। ভিজে মাটির গন্ধ নাকে আসে। শরীরে শরীর মিলিয়ে শুয়ে থাকে দুজন। ওর মাথায় টোকা দিচ্ছে রেইনে। ওর নিঃশ্বাস তার গলা ছুঁয়ে যায়। নগ্ন শরীর। রোগা মণিবন্ধ, ছোট বুড়ো আঙুল, গোলনখ। কি করে ভোলা যায়? স্টিয়ারিং হুইলে মাদেইলীনের হাত, প্যাকেট খুলছে, কার্ড পড়ছে, কার্ডে নাম লেখা:

'ইউরিডিস।'

'সত্যি করে বলোনা, তুমি কে?'

উষ্ণ তার আঁখিপল্লবে জল নামে। অশ্রুর স্বাদ নেয় সে।

ড্রেসিং টেবিলে কসমেটিকসের মধ্যে রেণীর ব্যাগ খুলে ফ্লাভিয়েরে দেখে—তৈলস্ফটিক—গাঁথা একটা নেকলেস।

তৈলস্ফটিকে সোনালী রং। ফ্লাভিয়েরের হাতে কাঁপন ধরে। আর কোন সংশয় নেই। এটা পোলিন্ লাজেয়ারলাকের নেকলেস।

'তুমি বড্ড বেশী মদ খাচ্ছো'

—রেইনে বলে। আশেপাশের লোকেরাও তাকাচ্ছে ফ্লাভিয়েরের দিকে

'বাজে বারগানডি খেয়ে আমার মাথা খারাপ হয়নি।'

ওয়েটার খাবার নিয়ে আসে।

'তুমি আগের মত খাওনা'—ফ্লাভিয়েরে বলে—'আগের মত বেশী সিগারেটও খাওনা।'

'আবার সেই কথা!'—রেইনে আপত্তি করে।

'হ্যাঁ, তখন আমি সুখী ছিলাম।'

'না, আর আমার সহ্য হচ্ছেনা'—রেইনে উঠে দাঁড়ায়।

লিফটে রেইনী বলে—'এ আমার অসহ্য লাগছে....তুমি এমন কোন ব্যাপারের কথা বলছো, যা আমি বুঝি না। এর থেকে আমাদের আলাদা থাকাই ভালো। নাহলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

'সন্ত্ নিকোলাসের গির্জার কথা মনে আছে?....তুমি মরে যাচ্ছিলে....'

বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে রেইনে।

'ওই নেকলেসটা কার?'

'প্যারীর দোকানে ওটা কিনেছিল আলমারিয়াঁ।'

'না তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি....তুমি মাদেইলীন জেহ্ভোঁ'।

'না। তুমি আমায় কষ্ট দিচ্ছো। তুমি মাদেইলীন নামের সেই মেয়েটিকে ভালোবাসো। তবে তারই কাছে যাও। আমাকে ছেড়ে দাও।'

'সে মরে গিয়েছিল....এই লাইটারটা চিনতে পারো?'

'না'

'জানো, স্মৃতি আমাকে কষ্ট দেয়। তুমি....মাদেইলীন কেন চার্চের মিনার থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি পাঁচ বছর ধরে খুঁজছি। তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা। তুমি এবার আমায় ছেড়ে গেলে আমি মরে যাবো....আমি আজও মাদেইলীনকে ভালোবাসি। আমি তোমাকেও ভালোবাসি। একই ভালোবাসা,

যা অন্য কোন মানুষ জানেনা···তুমি যদি আমায় বলতে, মৃত্যুর পর কি দেখেছিলে তুমি? মৃত্যুকে আমার বড় ভয়। একসময় আমি যীশুর পুনর্জীবনে বিশ্বাস করতাম····লিনেনে ঢাকা মৃতদেহ কবরস্থ হল, পাথর-চাপা দেওয়া হল, সৈনিকেরা পাহারায় রইলো। তারপর তৃতীয় দিনে····এসব যদি সত্যি হত····বলো, এখনো বলো—"

····মেহগিনীর দেয়ালে পিঠ রেখে রেইনী বলে····

"আমিই মাদেইলীন্।"

"আলোটা নিভিয়ে দাও।"

"হোটেলে প্রথম দেখায় তুমি আমায় চিনেছিলে?

"হ্যাঁ। তখুনি চিনেছি।"

"তাহলে বোকার মত এত নাটক করলে কেন?"

"তুমি এসব জানো, তা আমি চাইনি।"

"কিন্তু আমি তো প্রথম থেকেই জানি।"

"শোনো, আমিই সেই রমণী, যাকে তুমি তোমার বন্ধু জেহভ°ার পাশে থিয়েটরে দেখেছিলে, যাকে তুমি জলে ডুবে আত্মহত্যা করার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে। সেই রমণী মরেনি। বুঝেছো? আমি মরিনি।"

"না, তুমি রেইনী হয়ে ফিরে এসেছো।"

"বন্ধু আমার, তাই যদি সত্যি হতো····না, আমার নাম রেইনী। তুমি আমাকেই ভালোবেসেছিলে। মাদেইলীনকে তুমি কোনদিন দেখোনি। আমি মাদেইলীন্ জেহ্ভ°ার ভূমিকায় অভিনয় করেছি তার স্বামীর যোগসাজশে। আমাকে ক্ষমা করো। সেজন্য আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি।"

ওর মণিবন্ধ শক্ত করে ধরে ক্লাভিয়েরে বলে—

"গির্জার মিনরের নীচে পাথরের ওপরে যে লাসটা আমি দেখেছি—"

"মাদাম মাদেইলীন্ জেহ্ভ ীর মৃতদেহ। তার স্বামী তাকে খুন করেছিল। আমি বেঁচে আছি, মাদেইলীন মরে গেছে।"

"জেহ্ভ ী মারা গেছে, তাই তুমি তার নামে যা ইচ্ছে বলছো। তুমি বলতে চাইছো, তুমি জেহ্ভ ীর রক্ষিতা ছিলে এবং স্ত্রীকে খুন করার উদ্দেশ্যে তোমার সংগে ষড়যন্ত্র করেছিল জেহ্ভ ী। কিন্তু কেন ?"

"সব টাকার মালিক ছিল ওর স্ত্রী। আমরা ফ্রান্স ছেড়ে বিদেশে যাবার প্ল্যান করেছিলাম।"

"তাহলে জেহ্ভ ী আমাকে তার স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে বললো কেন ?"

"যাতে কেউ জেহ্ভ ীকে সন্দেহ না করে। মাদাম জেহভ ী মানসিক রোগে ভোগে, তার ধারণা পোলিন লাজেরলাক মাদেইলীন হয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছে এবং মৃত্যুকে সে ভয় পায় না—এইসব কথা তোমাকে বোঝালো জেহ্ভ ী। তুমি পুলিশ-ডিটেকটিভ ছিলে, পেশায় উকীল এবং ছোটবেলা থেকে তোমায় চেনে জেহ্ভ ী।"

"তার মানে, ও ধরেই নিয়েছিল, আমি বোকা, আমার স্ক্রু ঢিলে···বাঃ, কি সুন্দর প্ল্যান। তার মানে থিয়েটারে, কবরস্থানে তোমায় দেখেছি, তোমার ফটো ওর ডেস্কে ছিল। তুমি বলতে চাইছো যে পোলিন্ লাজেয়ারলাক বলে কেউ ছিল না ?"

"ছিল। মাদেইলীনের বংশের অতীত দিনের ওই ভদ্রমহিলাকে ঘিরেই তোমার বন্ধুর প্ল্যান। তার কবরস্থানে যাওয়া, সে যে বাড়ীতে থাকতো সেখানে যাওয়া এবং তার মত জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা····।"

"সেটাও মিথ্যে ?"

"হ্যাঁ। আমি খুব ভালো সাঁতার জানি।"

"তার মানে, চতুর জেহ্ভী জানতো যে আমি তার বাড়ীতে যেতে রাজী হব না ?"

'হ্যাঁ এবং আমি জেহ্ভ ীর বাড়ীতে আমায় ফোন করতে তোমায় মানা করেছিলাম। সুতরাং আসল মাদেইলীনকে দেখার সুযোগ তোমার ছিল না।"

"তার মানে তোমার মত পোষাক পরিয়ে স্ত্রীকে চার্চে নিয়ে গিয়েছিল জেহ্ ী। কিন্তু ও তো ক্রিমিনাল ছিল না।"

"হ্যাঁ, ছিল। ওর বিয়েটা সুখের হয়নি। স্ত্রী নানা রোগে ভুগতো। অনেক ডাক্তার দেখিয়ে কোন ফলই হয়নি।....চার্চের মিনারের ওপরে আগেই ছিল জেহ্ভ ী। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।"

"তার মানে, আগেই ও স্ত্রীকে খুন করেছে। মুখটা এমনভাবে বিকৃত করে দিয়েছে যেন তোমার সংগে তফাৎ ধরা না যায়। ও জানতো যে আমি ঘূর্ণিরোগে ভুগি। আমার পক্ষে অত উঁচুতে কার্ণিস বেয়ে বন্ধ দরজার ওপারে যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি ফোকরের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেলে ওর কাছে, তুমি চীৎকার করলে ও পরমুহূর্তে ও স্ত্রীর ডেড বডিটা নীচে ছুঁড়ে দিল। জেহভী আশা করেছিল, আমি পুলিসে খবর দেব, স্টেটমেণ্ট দেব, বলব যে মাদেইলীন আগেও আত্ম-হত্যার চেষ্টা করেছে, সে মনোবিকারে ভোগে। কিন্তু আমি পুলিসে খবর দিলাম না। কেননা আমার এই ঘূর্ণিরোগের দরুন অতীতে পুলিস ডিটেকটিভের চাকরি করার সময় আমার এক সহকর্মী মারা যাওয়ায় আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। নিজের দুর্বলতা দ্বিতীয়বার জানতে আমি চাইনি।'

এবং ফ্লাভিয়েরের মনে পড়ে—

'পুলিস অনুসন্ধান সুরু করেছে।....তুমি এখানে এলে ভালো হত....'

—জেহ্ভ ী ফোনে বলেছিল।

এবং ফ্লাভিয়েরে পুলিসে খবর না দেওয়ায়, ফ্লাভিয়েরে নীরব

থাকায় প্ল্যানটা বানচাল হয়ে হয়ে গেল। পুলিস জেহভ্ঁীর বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে খোঁজ নিল। জানলো, আইনতঃ সব টাকাপয়সার মালিক ছিল মাদেইলীন জেহভ্ঁী। সুতরাং মার্ডারের মোটিভ খুবই স্পষ্ট। এবং যেহেতু মাদেইলীনের মৃত্যুমুহূর্তে চার্চের টাওয়ারে ছিল জেহভ্ঁী, তার কোন অ্যালিবাই ছিলনা। ট্যালবট গাড়ীতে চড়ে চার্চে গিয়েছিল জেহভ্ঁী ও তার স্ত্রী মাদেইলীন্। কেউ তো দেখেছিল। পুলিস মার্ডারচার্জে জেহভ্ঁীকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবছিল। সেইসময় জার্মান বিমান-আক্রমণে মারা যায় জেহভ্ঁী।

বালিসে মাথা রেখে কাঁদছে রেইনী।

হঠাৎ ফ্লাভিয়েরে বুঝতে পারে, সব শেষ, খোলা চোখে সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে...হয়তো রেইনী ও জেহভ্ঁী একই বাড়ীর ভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকতো, সেখানেই ওদের পরিচয়। মনের দিক থেকে দুর্বল বলে ও জেহভ্ঁীর স্ত্রীহত্যার ষড়যন্ত্রের শরিক হয়েছিল। এখন এতোদিন পরে, একদা যে বোকা উকীলটাকে সে ভুল বুঝিয়েছে, তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে সে—হয়তো ভবিতব্যকে মেনে নিয়েই।

না, না, তা হতে পারে না। এসব বানানো গল্প। ফ্লাভিয়েরেকে ভালোবাসেনা বলে, ওকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় বলে এই গল্প ফেঁদেছে মাদেইলীন্।

"মাদেইলীন্!"

—সে ফিসফিস করে বলে।

"আমি মাদেইলীন নই"

—চোখ মুছে বলে রেইনী।

এবং তখন ফ্লাভিয়েরে দাঁতে দাঁত চিপে রেইনীর গলা দুহাতে চিপে ধরে বলে—

"তুমি মিথ্যে বলছো....আমি তোমায় ভালোবাসি....পোলিন লাজেয়ারলাক, কবরখানা—এইসবের জন্যে, তোমার স্বপ্নিল চোখ

দুটোর জন্যে নয়····প্রেম যেন অদ্ভুৎ একটা পর্দা, যার এক পাশে লেখা আছে অদ্ভুৎ এক উপকথা, অন্যপাশে····আমি জানি না, আমি জানতে চাই না····আমি চেয়েছিলাম, তুমি হবে আমার জীবনের একমাত্র রমণী ····মাদেইলীন, মনে পড়ে, একসঙ্গে গাড়ীতে বসে আমরা শহরতলীতে ঘুরতাম····মনে পড়ে ফুল, ল্যুভর, হারিয়ে যাওয়া দেশ····মাদেইলীন, দয়া করো, সত্যি কথা বলো।'

রেইনী এখন নিথর। ওর গলা থেকে আঙ্গুল সরায় ফ্লাভিয়েরে। সে আলো জ্বালে। তারপর সে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। তার কান্নার শব্দে লোকে ঘর ছেড়ে করিডরে ছুটে আসে।

* * * *

ফ্লাভিয়েরে আর কাঁদছে না। সে বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাতে ওরা হাতকড়ি না পরালেও সে হাতদুটো মুঠো করেই রাখতো। নীসে সহকর্মীর কাছে লেখা ডক্টর বালার্দের চিঠি পড়া শেষ করে পুলিস-ডিটেকটিভ বলে—"ওকে নিয়ে যাও।"

ঘরভর্তি লোক। কিন্তু কেউ কথা বলছে না।

'আমি ওকে চুমু খেতে পারি?'

—ফ্লাভিয়েরে জানতে চায়।

উদাসীনভাবে কাঁধ ঝাঁকায় ডিটেকটিভ। নিহত মেয়েটি শুয়ে আছে। তাকে খুব রোগা দেখাচ্ছে। তার মুখে নিঃসীম শান্তি। ফ্লাভিয়েরে ঝুঁকে তার কপালে চুমু খায়।

"আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো"

—সে বলে।

———

॥ গুপ্তধনের সন্ধানে গোয়েন্দা ॥

॥ জেমস হ্যাডলী চেজ ॥

গোয়েন্দা-থ্রিলার, স্পাই-থ্রিলার এবং রহস্যধর্মী অ্যাকশ-থ্রিলার—এই তিন ধরনের কাহিনীই লিখেছেন জেমস হ্যাডলী চেজ। বর্তমান উপন্যাসের প্রাইভেট ডিটেকটিভ রনি পামার সেই ধরনের আধুনিক গোয়েন্দা, যার জীবন শার্লক হোমস বা আরকিউল পয়রোর মত সুখী, নিশ্চিন্ত বা আরামদায়ক নয়, যার পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া, জুতোর তলা ফেঁসে যেয়ে পায়ে ধুলো লাগে, যে বাড়ীউলীর ভাড়া মেটাতে পারে না এবং যাকে ক্লায়েন্টের আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। আধুনিক গোয়েন্দা-থ্রিলারের সঙ্গে স্যার আর্থার কন্যান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি বা জন ডিক্সন কারের ক্লাসিক আঙ্গিকের গোয়েন্দা-কাহিনীর মূল পার্থক্য হল, অতীতের গোয়েন্দাকে জীবিকা নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না, সচরাচর ক্রিমিনালের স্টিলেটো বা পিস্তলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হত না, গোয়েন্দার উর্বর মস্তিষ্কের 'গ্রে সেল্' বুদ্ধির খেলায় রহস্যের সমাধান করতো এবং এসবই সম্ভবতঃ আধুনিক জীবনের পটভূমিতে লেখা আধুনিক গোয়েন্দা-থ্রিলারে অসম্ভব ও অবাস্তব। এযাবৎ জেমস হ্যাডলী চেজের যতগুলি উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্ণব রায়-অনূদিত "শকুনের চোখে পলক পড়ে না।" চেজের অন্যান্য রচনার মধ্যে বর্তমান অনুবাদকের প্রিয়ঃ 'নো অর্কিডস ফর মিস্ ব্ল্যানডিশ', 'দ্য ফ্লেশ্ অফ দ্য অর্কিড', 'ডবল শাফল্', 'জ্যাস্ট অ্যানদার সাকার', 'গোল্ডফিশ্ হ্যাড নো হাইডিং প্লেস্', 'নট সেফ টু বী ফ্রী', 'দ্য গিল্টী আর অ্যাফ্রেড' এবং 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইন মাই পকেট'। বর্তমান অনুবাদক সবিনয়ে স্বীকার করছে যে চেজ এদেশে বেশী জনপ্রিয় হলেও ব্যক্তিগতভাবে সে সিমেনঁ, রেমন্ড শ্যানডলার, ড্যাশিয়েল হ্যামেট, স্ট্যানলী গার্ডনার, আগাথা ক্রিস্টি ও জন ডিকসন কারের বেশী অনুরাগী।

—ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

॥ ১ ॥

সিগারেটে ছ্যাকা লাগবার ভয় থাকলেও ফুরিয়ে আসা সিগারেট-টায় জোরে টান মেরে রনি পামার সেটা অনিচ্ছার সঙ্গে ফেলে দিল মেঝেতে। অনেকক্ষণ ধরে সে বসে রয়েছে এই বারটাতে। মাঝে মাঝে সে চুমুক দেয় বীয়ারের গ্লাসে। পোড়া সিগারেটটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। সে পোড়া সিগারেটটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বারের আসনগুলোর দিকে চোরা চাউনি হেনে একবার তাকিয়ে দেখলো। বার প্রায় খালি পড়ে আছে। কোণের দিকে, দেয়ালের গা ঘেঁষে এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা কথা বলতে বলতে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা কিনা, ঈশ্বরই জানেন। প্রেমিকা একটু অন্যমনস্ক হয়ে অন্য দিকে তাকাতেই প্রেমিক লাজুক চোখে তাকে দেখে নিয়ে চোখদুটো নামিয়ে নিচ্ছিল, রন তা লক্ষ্য করেছে।

এই জোলো ও সস্তা বীয়ার খেয়েই রনকে এখন খুশী থাকতে হবে। পকেটে পয়সা কম। জুতোর তলা ফেঁসে গেছে, হাঁটলে ধুলোয় এতো ভরে যায় পা দুটো, পোশাক-পরিচ্ছদও এতো জীর্ণ হয়ে এসেছে যে রনের ভয় হয়, সে হয়তো ভবিষ্যতে কোন কেসই পাবে না।

রোনালড্ পামার পেশায় একজন অসাধারণ প্রাইভেট ডিটেক-টিভ।

সে অসাধারণ, কেননা গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে যে সব জটিল কেসে সে সাফল্য দেখিয়েছে, তার জন্যে সহকারী গোয়েন্দা-মহলে সে ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিল এক সময়ে।

ইদানিং গোয়েন্দাগিরির বাজারে বেশ কিছু প্রতিযোগী দেখা দেওয়ায় তার পেশায় ভাঁটা পড়েছে। রনের বিশ্বাস, আজ হোক আর কাল হোক, কেস তার হাতে আসবেই।

মাসদুয়েকের মতন হাত গুটিয়ে বসে আছে সে এবং এই

বারটেণ্ডারের চ্যাপটা লাল নাকটার দিকে তাকিয়ে সস্তা জোলো বীয়ার খেয়ে সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

সস্তা জোলো বীয়ার খেতে খেতে রনের মনে পড়ে যুদ্ধের সময়ের কথা। মিত্র বাহিনীর নরম্যাণ্ডি আক্রমণের সময়ে সেও আমেরিকান-দের ফৌজের সঙ্গে ছিল। তখন তার বয়স আঠারো উনিশের মতন।

ডুবুরী বাহিনীর সঙ্গে ছিল রন। ডুবুরীর সাজ-পোশাক পরে রাইনের গভীর জলে একবার ডুব দিয়েছিল তারা। তারপর তীরে উঠে শেষ রাতের অন্ধকারে কাঁটা তারের বেড়া কেটে দিয়ে আবার জলের গভীরে ডুবে চলে এসেছিল নদীর অন্য পাড়ে।

....এবার রন আর একটা সিগারেট ধরাল। না, অতীতের কথা ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। অফিসে ফিরে গিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা যাক। একবছরের ভাড়া বাকী পড়ে আছে তার ওই অ্যাপার্টমেণ্টের, বাড়ীউলী মিসেস ফস্‌টার আজকাল আর খুব একটা সুনজরে দেখেন না তাকে, রনও তাঁকে যেমন ভাবে হোক এড়িয়ে চলে। এছাড়া পাওনাদারও তার জুটেছে অনেক। ইদানিং সিগারেটের দোকান থেকে শুরু করে হোটেল-রেঁস্তোরাঁ সব জায়গাতেই তার ধার রয়েছে। এই যে সস্তা জোলো বীয়ার খাচ্ছে এটাও ধারে।

বারটেনডার টম লোকটা খুব খারাপ নয়। বাড়ীউলী মিসেস ফস্‌টারকেও খারাপ বলা চলে না। কিন্তু কত কাল আর বাৎচিতে তাদের ঠাণ্ডা রাখা যেতে পারে? ভাল মানুষেরও সহ্যের একটা সীমা আছে।

রাস্তায় নেমে এল রন। সন্ধ্যে হতে আর বেশী বাকী নেই। বড় রাস্তার ভীড় ছেড়ে গলির ভেতরে এসে চোখে একবার চারদিকে তাকালো সে।

পাওনাদারদের ভয় তো আছে, সেই সঙ্গে মিসেস ফস্‌টারের সঙ্গেও মুখোমুখি দেখা হবার ভয় রয়েছে। আর দুপা এগোলেই মিসেস ফস্‌টারের সেই চারতলা বাদামী রঙের বাড়ীটা, যার তিন তলার দুটিঘর নিয়ে থাকে রন। একটি ঘরে তার অফিস, অন্যটা তার থাকার ঘর।

ফুটপাথ ছেড়ে বাড়ীটার পেছন দিকে সরু প্যাসেজের দিকে পা বাড়ালো রন।

এই খিড়কী দিয়েই কদিন হল সে লুকিয়ে লুকিয়ে তিন তলায় উঠে যাচ্ছে। খিড়কীর লোহার সিঁড়ি বেয়ে চোরের মতন, খুব সাবধানে, মিসেস ফস্‌টার যেন টের না পান। রন্ আজও তেমনি উঠলো। তারপর শোবার ঘরের কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল পামার।

"না, কেউ দেখেনি আমায়। আর কেউ নেইও এদিকটায়। উঃ, জুতোর তলা দিয়ে কি একটা ফুটল পায়ের তলাতে!"

রন জানলার কাঁচ তুলে ঢুকল ঘরের ভেতরে। জুতোর তলা ফেঁসে গেছে। কে জানে, কবে তার এই "প্রাইভেট ডিটেকটিভ" অফিসে সত্যিকারের কোন ভালো কেস নিয়ে কোন ক্লায়েণ্ট আসবে কিনা!!! একটু পরে দোরের কড়া বেজে উঠল। পরিচারিকা ভেবে প্রথমে কোন সাড়া দিল না পামার।

আরো জোরে জোরে কড়া নাড়া শুরু হল। বাধ্য হয়ে ড্রেসিং গাউনটা চড়িয়ে দরজা খুলে দিল গোয়েন্দা পামার।

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ফস্‌টার। তাঁর দুচোখ ঠাণ্ডা, ঠোঁটে সামান্য হাসির রেখা।....

"আমি তো বলেইছি, পরের মাসে সবভাড়া চুকিয়ে দেব আপনার!", রন কাঁপা কাঁপা গলায় বলে। মিসেস ফস্‌টার বলে উঠলেন, "ভাড়ার জন্যে আসেনি আমি।

একজন ক্লায়েণ্ট এসে বসে আছেন আপনার অফিসে ঘরে।

আপনি খিড়কী দিয়ে চুপিসারে এসেছেন বলে তাঁকে দেখতে পাননি এবং আমিও আপনাকে দেখিনি। সামনের দরজা দিয়েই আসা উচিৎ ছিল আপনার।"

রন বলল, "আপনি সবই জানেন দেখছি! তা সত্যিকারের রক্ত-মাংসের জীবন্ত ক্লায়েন্ট এসেছে তো?"

মিসেস ফস্‌টার হেসে বললেন,, "হ্যাঁ, জীবন্ত"ই! একেবারে জীবন্ত একটা তাজা গোলাপের মতনই। এবার আপনি আমার ভাড়া চুকিয়ে দিতে পারবেন মনে হচ্ছে।"

রনের বিষণ্ণ মুখে হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়ল, "সত্যিই আপনাকে এখন অপরূপ সুশ্রী মনে হচ্ছে। এতটা বয়স হলেও মুখখানা আপনার লিলির মতন চমৎকার দেখাচ্ছে!"

"খুব হয়েছে!" হাসি চেপে ধমকে উঠলেন মিসেস ফস্‌টার!—

"এ বয়সে আর ঠাট্টা ভালো লাগে না! কিন্তু ভাড়া দিতে ভুল যেন না হয়!"

মিসেস ফস্‌টার গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেলেন নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে।

॥ ২ ॥

"—আমি যাঁকে খুঁজেছি তিনি কী আপনিই?" —সুরেলা মিষ্টি গলা। আর যার গলা থেকে স্বর ভেসে এল, তিনি অদ্ভুত সুন্দরী, এক-রাশ সোনালী চুলের সুঠাম শরীরের তন্বী যুবতী। রূপ তার প্রতি অঙ্গে, হাল্কা নীল চোখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা। অফিস-ঘরে ঢুকেই রন অবাক হয়ে তাকাল যুবতীর দিকে। সে কল্পনায় "রক্তমাংসের জীবন্ত ক্লায়েন্ট" হিসেবে একটি পুরুষকেই ভেবেছিল। এখন হঠাৎ এই সুন্দর পোশাকের যুবতীকে দেখে নিজের পোশাকের দৈন্য-দশার কথা মনে পড়ে বেশ অস্বস্তি লাগল তার। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "বসুন—মিস্, মিসেস—"

"আপনিই কী ডিটেকটিভ রোনাল্ড পামার ?"

"হ্যাঁ।"

"অফিসে কী রোজই দেরী করে আসেন আপনি ?"

"না, মানে, একটা জরুরী কেস ছিল। তাই ফিরতে একটু দেরী হয়েছে ?"

রন জানে, কথাটা ডাহা মিথ্যা বলছে সে। এই তিন মাস ধরে শুধু বারটেনডার টমের ভ্রূকুটি সহ্য করা আর জালো বীয়ার খাওয়া, পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়ানো আর ঘরে এসে ক্রসওয়ার্ড পাজল করা ছাড়া আর কীই বা করেছে ?

যুদ্ধে, প্রেমে এবং কূটনীতিতে মিথ্যের প্রয়োজন আছে।

একটা জীর্ণ চেয়ারে বসে পড়েছে যুবতী। কোলের উপরে সুদৃশ্য ব্যাগ। বসে রনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সে বলল, "বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে ?"

"মিঃ পামার, আমি আপনার সাহায্য চাই।"

টেবিলের উপরে পা তুলে দিয়ে দু হাত হাওয়ায় দুলিয়ে রন বলল, "নিশ্চয়ই সাহায্য পাবেন। কিন্তু সমস্যটা কী, তাই বলুন।" যুবতী কেমন অদ্ভুৎ চোখে তাকাচ্ছে তার জুতোর দিকে।

আসলে তার জুতোর তলা দুটোই লক্ষ্য করছিল যুবতী। তার দুচোখে ফুটে উঠলো আশ্চর্য্য এক চাউনি।

"আপনার ওই জরুরী কেসটার ব্যাপারে খুবই হাঁটাহাঁটি করতে হচ্ছে আপনাকে ?" যুবতী প্রশ্ন করল।

ঝট্ করে পা দুটো নামিয়ে আনল রন। যুবতীর কথার ইঙ্গিত ভালো নয়। জুতোর তলা দুটো যে ফেঁসে গেছে ! রন বলল, "আমি দুঃখিত ! কাজের চাপে এতোই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে জুতো-জোড়া সারিয়ে নেবার কথা মনেই ছিল না আমার।"

যুবতী এবার উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রনের মনে হল, যেন ফসকে গেল ক্লায়েন্টটা ! সে হতাশ চোখে তাকাল।

"আমি এবার চলি। আপনি যাতে কিছুটা সময় পান এবং সেই সঙ্গে কিছু টাকা পান, তারই ব্যবস্থা করে যাচ্ছি আজ।"

রন হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

"তার মানে ?"

ব্যাগ খুলে একতাড়া নোট বের করে যুবতী বলল, "পাঁচ হাজার ডলার পেলে নিশ্চয় আপনি এই জঘন্য জায়গা থেকে সরে পড়তে পারবেন ?"

"কী বলতে চাইছেন আপনি ?"

"আপনাকে এখন থেকে স্মার্ট হয়ে থাকতে হবে। টাকাটা নিন আর আজই বাজারে গিয়ে দামী জামা-জুতো কিনুন।"

"আমায় চিমটি কাটুন, আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি !"

মৃদু হেসে যুবতী ব্যাগ থেকে সুতোয় বাঁধা ছোট্ট চাবি বের করে বলল, "এই চাবিটা রেখে দিন। এই হল আপনার নতুন গাড়ীর চাবি—যেটা আমি নীচে সদরের সামনে পার্ক করে রেখে এসেছি।

গাড়ীটা আমি আপনার নামেই কিনেছি! লাইসেন্সেও আপনার নামই আছে।"

"নিশ্চয়ই আপনি স্বর্গের কোনো পরী·······নাকি আমার গড-মাদার ?"

সুরেলা গলায় যুবতী হেসে উঠল। রন হঠাৎ জেগে উঠল যেন। এতোক্ষণের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। গম্ভীর এবং রুক্ষকণ্ঠে বললো, "বুঝেছি, আপনি আমায় নিয়ে তামাসা করছেন। মজা করবার জন্যেই এসেছেন !"

"—না না, আমি মোটেই তামাসা করছি না মিঃ পামার।"

"আপনার সমস্যাটা বললেন না তো ?"

"এই আমার কার্ড রইল। সন্ধ্যের পরেই আপনি আমার বাড়ী

যাবেন, সেখানেই কথাটা হবে।"

"কোথায় আপনার বাড়ী?"

"কার্ডেই রয়েছে ঠিকানাটা।"

যুবতী এগিয়ে গেল দরজার দিকে। রনও তার সঙ্গে নীচে নেমে এল। যুবতী রাস্তার ও-পাশে একটা গাড়ীতে গিয়ে উঠতেই গাড়ীটা স্টার্ট দিল। আর সদর দরজায় এসে আশ্চর্য হয়ে রন দেখলো, হাল্‌ফিল মডেলের ঝক্ ঝকে একটা শেভ্রলে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কাছেই।

॥ ৩ ॥

নতুন গাড়ীটা মিসেস ফস্‌টারও: দেখলেন। সদর দরজার কাছেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ীউলী।

রন বলল, "দেখলেন, আমার জন্যে আস্ত একটা শেভ্রলে। কেউ বিশ্বাস করবে?"

"আনকোরা টাটকা নতুন একটা গাড়ী·······তারপর এই পাঁচ হাজার ডলার!"

রাতের অন্ধকার নেমে আসছে। রন তার অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে এল। কী বলছিল মেয়েটি, এটা এক গর্ত! এই গর্ত থেকে সরে পড়া দরকার তার। টমের ওই বারটাও তো একটা গর্ত—শেয়ালের গর্ত! এই দুই গর্ত থেকে বোধ হয় মুক্তি পেয়ে এবার উড়ে পালাবে সে।

কে জানে, ওই হলুদ পোশাকের সোনালী চুলের যুবতী তাকে নিয়ে কোন মারাত্মক সর্বনেশে খেলায় মেতে উঠতে চাইছে কিনা।

যুবতীর বয়স কত হতে পারে? মধ্যে-চিড়-খেয়ে লম্বা ফাটল ধরা আয়নার দিকে তাকাল রন। সে কী বুড়িয়ে গেছে? সত্যিই তো, এমন উস্কোখুস্কো চুলে ভরে গেছে মাথাটা, সেই সঙ্গে দুদিনের-না-কামানো দাড়িতে গালটা নোংরা হয়ে আছে—তবুও

চল্লিশ বছরের রনকে কেউ পঞ্চাশ বছরের বুড়ো বলে ভাবতে সাহস পাবে না।

কারণ, এই বিচ্ছিরী পোশাকের আড়ালে যে চেহারাটা রয়েছে সেটা ইস্পাতের মতন শক্ত আর নদীর ঢেউয়ের মতই দুর্বার তার পেশী-গুলো।

যুবতীর বয়স কত হতে পারে? ত্রিশ হতে পারে। কিম্বা হয়তো তার চেয়ে কম।

কার্ডে লেখা আছে: "মেরিলিন্ মেনস্টেন। ক্যাসল টোমাহক। বার্চহিল লেন।"

যুবতীর নাম তাহলে মেরিলিন। পদবী জার্মান। শহরতলী ছাড়িয়ে হাইওয়ে দিয়ে গেলেই একটা পাহাড়ের নীচে ছোট একটা নদীর পাড় ঘেষে চলে গেছে বার্চহিল লেন। আর সেইখানেই ক্যাসল টোমাহক।

এই যুবতী তাহলে ধনী আর বিবাহিতা। রন আর দেরী না করে নেমে এল নীচে।

চেঁচিয়ে ডাকল মিসেস ফস্টারকে। মিসেস ফস্টার ছুটে এলেন।

রন তখন পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে একটু ভারিক্কী গলার চালে বলল, "এই নিন আপনার গত বছরের ভাড়ার টাকাটা, সেই সঙ্গে এ বছরেরটা এবং আগামী বছরেরটাও!"

"বাকী যা থাকবে তা দিয়ে সুন্দর কিছু পোশাক কিনে এনে নিজেকে আরও সুন্দরী করে তুলবেন!"

"এত টাকা—তা আমি যে এত ঠাট্টা করেছি, সে জন্যে রাগ করেননি তো?"

"মোটেই না। আচ্ছা, চলি!"

গাড়ী চালিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল রন। সেলুনে গিয়ে চুল

কেটে, নতুন পোশাক কিনে নিয়ে রেডি হয়ে বেরোতে ঘণ্টা দেড়েকের মতন লাগবে। বার্চহিল লেনে পৌঁছুতে ঘণ্টা খানেকের মতন লাগবার কথা। শীতের পর প্রথম বসন্ত নেমেছে। শিশিরে ভিজে গেছে পথঘাট, সেই সঙ্গে মিহি তুষারের গুঁড়ো।

ফিফথ এভেন্যুতে গাড়ী চালিয়ে যেতে যেতে নিজেকে রাজার মতনই লাগছিল রনের। ন্যুইয়র্ক এত সুন্দর! পথ চলতে এত আবেগ এত উত্তেজনা!

"ব্রাদার!", আপন মনে সে বলল, "একেই বলে জীবন। কেন আমি আগে এমনি একটা মোটর গাড়ীর মালিক হবার চেষ্টা করিনি? কেন? আমার, এত টাকা ছিল না! কিন্তু এখন—মনে হচ্ছে, এমন কিছু একটা আমার দ্বারা করা সম্ভব, যাতে আমি বড়লোক হতে পারি ....কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে ব্রাদার, জীবনে কোন কিছুই সহজ পথে আসে না, এবং টাকাটা যদি সৎভাবে এসে পড়ে, তাহলে কোন অভি-যোগই থাকবে না আমার!"

খুব অন্যমনস্ক ছিল রন। একটা সাইরেনের শব্দ কানে এসে থমকে আছড়ে পড়তেই সে চমকে ঘাড় ফেরাল। দেখল, তার পাশে পাশে চলছে মোটর-সাইকেল আরোহী এক ট্রাফিক পুলিশ অফিসার।

গাড়ী থামাল রন।

"এতো জোরে গাড়ী চালান কেন? এর জন্য বেশ কিন্তু গচ্ছা যাবে আপনার! এবার দেখি আপনার লাইসেন্সটা—"

"অফিসার, আমি দুঃখিত! আমি বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম বলেই অন্যমনস্ক ছিলাম!"

"বিয়ে করতে চলেছেন?", অফিসার যেন চমকে উঠলো, "ঠিক আছে, ওইটেই আপনার শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেলো! এবারের মতন আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন ভবিষ্যতে এরপর ঘন ঘন বিয়ে করতে স্পীডে গাড়ী চালাবেন না!"

সেলুন থেকে বের হয়ে এসে রন জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে বেশী সময় নষ্ট করলো না। জেন্টস্ আউটফিটার্স থেকে সেজে-গুজে যখন বের হয়ে এল, তখন তার চেহারার আদল বদলে গেছে। সুন্দর সাজ-পোশাকের স্মার্ট এক পুরুষ।

সে হাতের ঘড়িতে সময় দেখল। আটটা বাজতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকী আছে।

বার্চহিল-এর টোমাহক ক্যাসলে সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌছতে পারবে। মেয়েটির কী নাম যেন? মেরিলিন মেনস্টেন।

রন গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিল। হাডসন নদীর তীরে ধরে ছুটে চলল তার গাড়ী।

রন্ আধঘণ্টা পর একটা চমৎকার হাইওয়েতে এসে পৌছল। একদিকে ছোট ছোট পাহাড়, আর একদিকে প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে আছে সারি বেঁধে বার্চগাছ।

বার্চহিল লেনটা চোখে পড়লো। জায়গাটা খুবই নির্জন। দুধারে বার্চের সারি আর তারই আড়ালে দূর দূর ছড়িয়ে থাকা ধনীদের প্রাসাদ।

ব্ল্যাম্ !!! বার্চহিল ঢুকতেই রনের গাড়ী যেন হোঁচট খেল। ব্ল্যাম্ শব্দের প্রচণ্ড আওয়াজে একটা বুলেট এসে উইণ্ডস্ক্রীনের কাঁচ ভেঙে তার মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল।

না, এটা কোন পপ্ গান নয় !!!", রন মনে মনে ভাবল,

"টাকাটা পাওয়ার মজাটা শুরু হল বোধ হয়!"

আর তারপরই শুনতে পেল; তীব্র শব্দ করে তার পেছনে একটা মোটর-বাইক এসে দাঁড়াল। আবার ট্রাফিক অফিসার নয়তো?

রন তীব্র বেগে গাড়ী ছোটাল। কিন্তু মোটর-বাইক তাকে ওভার-টেক করে সামনাসামনি এসে পথ আটকে থামলো।

রাতের অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। শিশির আর কুয়াশা। অল্প অল্প জ্যোৎস্নার আলো চারদিকে। রন মুখ বাড়িয়ে দেখল, মোটর সাইকেলে বসে আছে বিশ্রী চেহারার একটা লোক— তার গালের একটা দিকে শুকনো কাটার দাগ।

দেখে মনে হচ্ছে, যেন লোকটার গায়ে প্রচণ্ড জোর আছে।

॥ ৪ ॥

লোকটার মুখে খল হাসি, চোখদুটো জ্বলছে। কিন্তু এতো ট্রাফিক পুলিশ নয়। বার্চহিল লেনে টার্ন নিতে গিয়ে রনও ট্রাফিকের কোন আইন ভাঙেনি।

"এই মাত্র গুলির শব্দ কানে এল। বার্চহিলের এদিকটায় যে বন শুরু হয়েছে, সেদিকে শিকার করা নিষিদ্ধ!!", লোকটা কেমন রুক্ষ গলায় বলে।

"কিন্তু গুলিটা এসে আমার মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিল কেন?", গম্ভীর হয়ে রন জিজ্ঞাসা করল।

সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ল লোকটার পেছনের দিকে। সেখানে একটা রাইফেল বাঁধা রয়েছে কেরিয়ারে। নীলচে নল চক্‌চক্ করছে জ্যোৎস্নায়।

একটা বিশ্রী শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা।—"তাহলে এটা নিশ্চয়ই তোমার কাজ?" —বলেই রন দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল গাড়ী থেকে। তারপর লোকটাকে রাইফেল তোলার অবকাশ না দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। লোকটা রাইফেল তুলে নিতেই রনের প্রচণ্ড ঘুঁসি খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তার উপরে। রন সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ধারে সরে দাঁড়ালো।

জ্যোৎস্না এবার স্পষ্ট।

"এসব কী? কী মতলব নিয়ে গুলি ছুঁড়েছিলে তুমি?"

৬

"না, কোন খারাপ মতলব নিয়ে নয়। শুধু আপনার দিক দিয়ে প্রতিক্রিয়াটা কেমন হয়, সেটা দেখার জন্যই আমি গুলি করেছি। আসুন মিঃ পামার, লেডী মেনস্টেন অপেক্ষা করে আছেন আপনার জন্যে।"

লোকটার পেছন রন্ এগিয়ে গেল খানিকটা। একসারি গাছের আড়ালে অস্পষ্ট এক নারী-মূর্তি! একটু এগোতেই রন চিনতে পারল। মেরিলিন মেনষ্টেন দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের আড়ালে। এই লোকটা তাহলে এই রমণীরই কোন অনুচর! তার শক্তি পরীক্ষার জন্যেই মেরিলিন লোকটাকে পাঠিয়েছিল তাকে খুঁটিয়ে দেখতে।

মেরিলিন এগিয়ে এল। বলল, "আসুন মিঃ পামার।"

"এই লোকটা আমার মাথার টুপিটা গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে। এটা কেমন ধরনের অভ্যর্থনা?"

"আপনি তাহলে একটা টুপির দাম আমার কাছে পাবেন?" "শুধু টুপী? এই রাইফেলটা দেখুন!....

বুলেটটা আমার কাপাল ফুটো করেও বেরিয়ে যেতে পারতো তো!"

"তা পারত? অবশ্য হান্স যদি চাইতো। আসুন মিঃ পামার।" বলেই মেরিলিন গাছের সারির ছায়ার ভেতরে চলতে শুরু করল। রনও তাকে অনুসরণ করল। কার্ডে লেখা ছিল, ক্যাসল টৌমাহক, বার্চহিল লেন।

মেরিলেন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে বাড়ীটা দেখাল।

বার্চের সারির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গেল, বাড়ীটা বড় একটা টিলার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

"কুঁড়ে-ঘরটা চমৎকার তো! এইটেই বুঝি ক্যাসল টৌমাহক? বাড়ীটা আপনারই তো?"

"হ্যাঁ। বাড়ীটা ছিল আমার স্বামীর।"

"স্বামীর ছিল বলতে কী বোঝাচ্ছেন? এখন উনি কোথায়?"

"ভেতরে চলুন—সবই জানতে পারবেন।" ভেতরে ঢুকে রন দেখে, বাড়ীর প্রতিটি ঘর, বারান্দা, হল ঘর সবই সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য দিয়ে গড়া। সে মেরিলিনের পিছু পিছু একটা ঘরে এসে বসল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ একা বসে রইল। কী যে ঘটতে চলেছে, সে কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না। একটি পরিচারিকা এসে মদ আর খাবার রেখে গেল। রন মদই পছন্দ করল। একটু পরেই মেরিলিন এসে বসল একটা সোফায়।

মেরিলিন বোতলের ছিপি খুলে দুটো গেলাসে বীয়ার ঢালতে লাগল।

"এবার বলবেন কী, কী জন্যে আপনি আমায় এখানে ডেকে এনেছেন?"

"বলব, আগে খেয়ে নিন।"

মেরিলিন বলল, "বছর দুই আগের কথা। একজন নাজি জার্মান সেনাপতি, নাম ফ্রিজ মেইনস্টেইন, যিনি যুদ্ধের সময়ে নাজি জার্মান গেষ্টাপো-বাহিনীতে ছিলেন, হঠাৎ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এদেশে চলে আসেন। যুদ্ধাপরাধী হিসাবে প্রায় কুড়ি বছরের মতন উনি বন্দী ছিলেন।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে হঠাৎ ফ্রিজ যখন আমেরিকায় এসে হাজির হলেন, তখন তখন ওঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ওই ফ্রিজ মেইনস্টেইনকেই আমি বিয়ে করি। এই বাড়ী বা ক্যাসলটা ফ্রিজই কিনেছিলেন এবং বিয়ের পর এখানেই চলে আসি আমি।

দেড়টা বছর বেশ সুখে—শান্তিতেই কাটল আমাদের—বয়সের পার্থক্য আমাদের দাম্পত্য-জীবনে কোন অসুবিধেরই কারণ ঘটায় নি। ফ্রিজ ছিলেন আমার চেয়ে পঁচিশ বছরের মতন বড়, কিন্তু শক্তি-

সামর্থ্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন যুবকের মতোই।

ফ্রিজ ছিলেন একটু অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। একদিন রাত্রে শুতে যাবার সময় ফ্রিজ হঠাৎ বললেন—

'কেউ একজন, জানিনা, সে কে হতে পারে, আমায় খুন করার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে গোপনে। যুদ্ধের সময়ে মিউনিখে নাজি জেনারেল জিমারম্যান তাঁর বন্দীদের কাছ থেকে ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে নিয়ে বিশাল এক গুপ্তধন ভাণ্ডার গড়েছিলেন। আর সেই গুপ্ত-ধনে আমারও অংশ ছিল।"

"কিন্তু তুমি কী করেছিলে, যার জন্যে তোমায় অংশীদার করা হয়েছিল?

'কিছুই করিনি। আমি তখন জার্মান বাহিনীর সঙ্গে ফ্রন্টে লড়াই করছি।

মার্কিন জেনারেল প্যাটনের ট্যাঙ্কবাহিনী তখন ঢুকে পড়েছে জার্মানীর সীমান্তে। আমরা তাদের বাধা দেবার জন্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছি। ঠিক সেই সময়ে জেনারেল জিমারম্যান ডেকে পাঠালেন আমায় তাঁর সদর-দফতরে—

—"কর্ণেল মেইনস্টেইন রিপোর্ট দিচ্ছি!," হাত তুলে লম্বা কুর্ণিশ করে জেনারেলকে বললাম। উনি পরকলার ফাঁক দিকে দেখলেন আমাকে। সেখানে আর কেউ ছিল না। জেনারেল বললেন, 'করনেল! এই যুদ্ধে আমরা হেরে যাবো।........কিন্তু আমি একটা গোপন ব্যবস্থা করে রেখেছি! সেই কথাই বলছি তোমায়।'

জেনারেল দেয়ালে টাঙানো জার্মানীর একটা মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী দেখলেন। তারপর ম্যাপের গায়ে হাতের ছড়িটা বোলাতে বোলাতে বললেন—"এই খানটারই মাঝামাঝি,—শোন, কর্ণেল মেইনস্টেইন, ঠিক এই বৃত্তের মাঝামাঝিই

একটা হ্রদের জলের নীচে একটা সিন্দুক লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

হীরে—জহরৎ আর সোনায় ভর্তি সিন্দুকটা আমিই ওখানে রেখেছিলাম।

কর্ণেল, এই যুদ্ধটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ধরা পড়বো এবং বিচারে আমাদের শাস্তি হবে সুদীর্ঘ কারাদণ্ড। আমার যা বয়স তাতে জেলের ভেতরেই মৃত্যু হবে আমার। কিন্তু তুমি বয়সে তরুণ—মুক্তি পাওয়ার পরই তুমি প্যারীতে গিয়ে "কিং কোবরা" নামে একটা ক্লাবে গিয়ে তিনটি লোকের সঙ্গে দেখা করবে। তোমাদের এই চারজনের প্রত্যেকের সঙ্গে এমন একটি কাগজের চিরকুট থাকবে, যার দ্বারা ওই তিনজন তোমার আসল পরিচয় জানতে পারবে এবং তোমার পক্ষেও সহজ হবে ওদের চিনে নেওয়া।

ওই ক্লাবটার নাম যে "কিং কোবরা" এটা শুধু তোমাদের চার-জনের জানা থাকবে। আমার উপদেশ মেনে নিয়ে তুমি যদি মুক্তি পেয়ে "কিং কোবরার" সেই তিনটি লোকের সঙ্গে গিয়ে যোগ দাও, তাহলে ভবিষ্যতে বিরাট এক ধনী লোক হতে পারবে তুমি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই গোপন রাখতে হবে।

যে চিরকুটটা আমি দিলাম, ওটার কোন দামই নেই, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত ওই তিনটি লোকের দেখা পাও।"

॥ ৫ ॥

মেরিলিন থামলো।

রন বলল, "আপনার স্বামীর কাছে সেই চিরকুটটা ছিল?"

"হ্যাঁ। সেই টুকরো কাগজটা, এটাই জেনারেল দিয়েছিলেন ওঁকে।"

টুকরো কাগজটা হলদেটে, অতি সাবধানে কাগজটার ভাঁজ খুলে রন দেখল, কাগজের মাঝখানে চারটি অক্ষর উপর-নীচে পর-পর

সাজানো রয়েছে। ঠিক এই ভাবে সাংকেতিক কোন কোডের মতন :

R E

h e

"জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আপনার স্বামী প্যারীর সেই 'কিং কোবরা' ক্লাবের মিটিং এ গিয়েছিলেন ?"

"না, উনি মাসের পর মাস অপেক্ষা করে কাটালেন। তারপর এই কিছুদিন আগে উনি একটা অদ্ভুত চিঠি পান।"

"আপনার স্বামী এখন কোথায়, মিসেস মেনসটেন ?"

"মারা গেছেন !! ঠিক যেদিন উনি মারা যান, সেইদিনই ওর নামে এই চিঠিখানা এসে পৌঁছায়।"

হাত-ব্যাগ খুলে একখানা খাম বাড়িয়ে দিল মেরিলিন।

খাম খুলে চিঠিখানা বের করল রন।

"কী করে মারা গেলেন উনি ?"

'উনি বলতেন, কেউ একজন ওকে খুন করার চেষ্টা করছে।'

"ওঁর ধারণা প্যারীর সেই গুপ্ত ক্লাবটারই কোন "কিং কোবরা" ওকে হত্যা করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে!' সেদিন ভোরে উঠে উনি হাইওয়েতে বেড়াতে গিয়ে একটা 'হিট্ অ্যাণ্ড রান' ড্রাইভারের গাড়ী চাকার নীচে পড়ে মারা যান।"

"আর আপনি ভাবলেন এটা নিশ্চয়ই একটা মার্ডার !"

"নিশ্চয়ই !"

"হয়তো এই চিঠিটা এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারে !"

চিঠিটায় লেখা আছে :

"কর্ণেল মেইনস্টেইন, আশা করি আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলবেন না। আগামী ১৯শে মে রাত দশটার সময় প্যারী হোটেলের আট তলায় "কিং কোবরা"-র এসে অন্য তিনজন লোকের

সঙ্গে দেখা করুন।

'ওদের সঙ্গে আলোচনার পরই আপনি বুঝতে পারবেন কী করতে হবে আপনাকে।........

'....এক বিশাল গুপ্তধন-ভাণ্ডার আজ গোপন ও অদৃশ্য হয়ে পড়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে....যে হবে সাহসী এবং ভয়হীন, সেই লাভ করবে ওর অধিকার........"

"তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার স্বামী হঠাৎ মারা পরাতে প্যারীর ওই ক্লাবে যেতে পারেন নি ?"

সেই দিন সকালের দিকে আমরা টেনিস খেলছিলাম। আধ ঘণ্টা খেলার পর হঠাৎ উনি বললেন যে ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। বার্চহিলের খোলা-মেলা হাইওয়েতে পায়চারী করলে হয়তো ভাল লাগবে।

"আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো, মেরেলিন।"—উনি যেতে যেতে বললেন।

বেশী দূর যেওনা ফ্রিজ—আমি বলেছিলাম। হাইওয়েতে গিয়ে ওঠার পর আধ ঘণ্টার মতন কাটল। আর সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে। মস্তবড় একটা ট্রাক এসে চাপা দেয় তাঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে উনি মারা যান। আমার স্বামীর মৃতদেহের পকেটে কোন আইডেনটিফিকেশন ছিল না।

দুপুরের দিকে পুলিশ এলো আমার কাছে। পুলিশের গাড়ী করে গেলাম মর্গে।

মর্গে পৌঁছুতেই ওরা মৃতদেহটাকে দেখাল আমাকে। বলল "দেখুন, একে আপনি চেনেন কিনা।"

মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ঠিক ফ্রিজেরই মতন দেখতে লোকটা—কিন্তু এ ফ্রিজ নয়!

"না, লেফটেনান্ট, জীবনে আমি একে কখনও দেখিনি," পুলিশ

অফিসারকে বলললাম।

....রন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেরিলিনের দিকে।

বলল, "তারপর? তারপর কি ঘটলো?"

"তারপর আমার মাথায় একটা মতলব আসে। আমি চাই, আপনি আমার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করুন। তারপর চলুন, আমরা দুজনে মিলে যাই প্যারীর সেই ক্লাবে। এই চিরকুট নিয়ে আপনি সেই 'কিং-কোবরা' ক্লাবে গিয়ে অন্য তিনজনের কাছে নিজের পরিচয় দেবেন ফ্রিজ মেইনস্টেইন বলে। ঠিক এই জন্যেই আপনাকে আমি টাকা দিয়ে এখানে আনিয়েছি।

এতোক্ষণে সব রহস্য পরিষ্কার হল রনের কাছে। মেরিলিনের স্বচ্ছ সুশ্রী মুখটায় উদ্বেগ।

"সেই ক্লাবে এই চারজনের সাক্ষাৎ এর আগে কখনও হয়নি। কেউ কাউকে চেনেও না। পরিচয়-পত্রের জন্য এই চিরকুটই একমাত্র সম্বল।"

"আপনার স্বামীর কোন ফটো আছে?"

"এই যে দেখুন।"

বুক থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা হাফ-সাইজের ফটো। ঋজু বলিষ্ঠ চেহারার এক প্রৌঢ় মানুষের ফটো। এক মাথা পাকা চুল, সবল মুখ, খাড়া নাক, চোখের চাউনি তীক্ষ্ণ কিন্তু উত্তাপহীন।

রন হেসে বলল, "এই আপনার স্বামীর ছবি? কিন্তু আমি যে এঁর চেয়ে অনেক কম বয়সী।"

"তার জন্যে চিন্তার কিছু নেই। সামান্য কিছুটা কলপ এবং মেকাপ করে নিলেই চলবে।....আপনি অবিশ্যি নিশ্চয়ই বলবেন না যে আপনি জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারেন না। আমি খবর নিয়েছি যে আপনি জার্মান কিম্বা ফ্রেঞ্চ এই দুই ভাষাতে অনর্গল কথা বলতে পারেন।

আপনার মুখ চোখের আদল অনেকটা আমার স্বামীর মতনই। সমস্যাটা কোথায় বলুন ?"

উঠে দাঁড়াল রন। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "বেশ রাত হয়েছে—এবার যেতে হবে আমাকে! ঠিক আছে মেরিলিন, এটা হল একটা চুক্তির মতন। রাতে ঘুমোবার আগে ভেবে দেখবো, তারপর কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

মেরিলিনকে এই প্রথম সে নাম ধরে ডেকেছে এবং "তুমি" সম্বোধন করেছে।

"কিন্তু "কিং কোবরার" ওই মিটিংএ তোমায় যেতেই হবে, রন! কেননা জার্মানদের সঞ্চিত গুপ্তধনের সেই অংশ—যা এখন জলের নীচে আছে, যেমন করেই হোক তা আমার হবে।"....মোটরে করে বার্চহিলের হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে রন ঠিক করল, ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, মেরিলিনকে নিয়ে সে প্যারী যাবেই।

।। ৬ ।।

৭০৭ বোয়িং বিমান খানা উড়ে চলেছে। পাশাপাশি দুজনে বসে আছে। রন আর মেরিলিন।

"আচ্ছা মেরিলিন, জেনারেল জিমারম্যান কি আগে থেকেই তোমার স্বামীকে চিনতেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু জেনারেল এখনও কারাদণ্ড ভোগ করছেন। যে কোন মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। এখন তার বয়স আশীর কাছাকাছি।"

ওরলিতে নেমে ওরা যখন বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরল, তখন বিকেল নেমে এসেছে রাস্তায়।

হোটলে নীস-এ এসে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। চারতলার দুটি কামরা বুক করেছিল ওরা। লিফট দিয়ে চার তলায় পৌঁছে কামরায় ঢুকে খুশী হল রন।

হোটেলে তারা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে এলেও শোবার সময় দুটি কামরারই দরকার হবে। মেরিলিন তার কামরায় গিয়ে পোষাক পরিচ্ছদ পাল্টাতে ব্যস্ত। হঠাৎ........

"রন! বাঁচাও, বাঁচাও!"

—পাশের কামরা থেকে মেরিলিনের চাপা আর্তনাদ ভেসে এল। তোয়ালেটা ফেলে রেখে ছুটল রন। ঘরটা আধো-অন্ধকার। ছায়ার মতন একটা লম্বা শরীর ঝুঁকে পড়েছে মেরিলিনের উপরে। বিস্ফারিত চোখে মেরিলিন তাকিয়ে আছে সীলিং-এর দিকে।

রন ঝাঁপিয়ে পড়ল ছায়াটার উপরে। প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মারলো লম্বা শরীরটার চোয়াল লক্ষ্য করে।

লম্বা ছায়াটা বিদ্যুৎ বেগে ছায়ার মতনই অদৃশ্য হয়ে গেল করিডোরের প্রায়ান্ধকার প্যাসেজ ধরে।

মেরিলিন তখন থরথর করে কাঁপছে। গলায় হাত বোলাচ্ছে ঘন ঘন।

রন হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালল।

"কিন্তু লোকটা কে হতে পারে?" "জানি না। কিন্তু ছাখো, আমার গলার চামড়ায় কিসের একটা বিশ্রী ছাপ রেখে গেছে ওই লোকটা!"

"দেখছি, দাড়াও!", রন দেখবার চেষ্টা করল। গোলাকৃতি ছোট একটা ছাপ। রবার-স্ট্যাম্পের মতন। আর সেই ছাপটায় ফুটে উঠেছে হিংস্র একটা সাপের ফণা।

"কিং কোবরা !!!"

তার মানে কী এই দাঁড়াতে পারে যে "কিং কোবরা" ক্লাব থেকেই কেউ এসেছিল মেরিলিনকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে?

হোটেলের লাউন্জে এসে কিছুক্ষণ খোঁজখবর নেবার পরই রন আটতলার কোন্ কামরায় ক্লাবটার অবস্থান, তা জানাচ্ছে

পারল।

লিফটে আটতলায় পৌঁছে কামরা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। ঘরের ভেতরে একটা গোল টেবিলের চার ধারে বসে আছে তিনটি লম্বা চেহারার মানুষ।

প্রত্যেকেরই চোখে-মুখে বয়সের ছাপ, গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশে আছে অভিজ্ঞতার ছাপ, শুকনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বলিষ্ঠ চেহারা। প্রত্যেকেই জার্মান। রনকে ঢুকতে দেখে তারা উঠে দাঁড়ালো আসন ছেড়ে।

"আপনিই কী কর্ণেল মেইনস্টেইন?"

—খাঁটি জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করে একজন। তার মাথায় মস্ত বড় টাক। পেছনের দিকের চুল সব সাদা। ভ্রূজোড়া বাঁকা।

"হ্যাঁ!"

"আমরা অপেক্ষা করছিলাম আপনার জন্যে। আমার নাম কার্ল মার্ক্, ইনি হলেন অটো বগনার আর উনি পল স্টোফার!"

রন বলল—"আমরা সবাই জানি, কেন আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। এবার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। আমার কাছে রয়েছে একটা ছোট্ট কাগজ·······কোন একটা ধাঁধাঁর অংশ হয়তো সেটা। গুপ্তধনের সম্ভাব্য অবস্থিত যে ধাঁধায় জানানো হয়েছে। আমার ধারণা, আপনাদের সঙ্গেও হয়তো তেমনি টুকরো কাগজ রয়েছে?"

অটো বগনার বলল, "কর্নেল মেইনস্টেইন, আপনি যে বিষয়টা নিয়ে ইঙ্গিত করছেন ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি।"

"অবশ্যই।" সমস্বরে বলে সবাই। এরপর প্রত্যেকেই পকেট থেকে একটা একটা করে টুকরো কাগজ বের করে টেবিলের উপরে রাখল। জেনারেল জিমারম্যান একদা এই টুকরোগুলো এদের হাতে

দিয়েছিলেন।

"কাগজ-টুকরোগুলো একসঙ্গে জুড়ে দিলে কোন্ একটা আস্ত শব্দ হয়তো দাঁড়াতে পারে!"

"অসম্ভব নয়!"

রন বলল, "আপনারা আদেশ করলেই দেখতে পারি। জেনারেল জিমারম্যান কোন হ্রদটায় তার গুপ্তধনের সিন্দুকটা ডুবিয়ে রেখেছেন তার খোঁজ হয়তো এখুনি জানা যাবে।"

টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে রন ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাগজের টুকরোগুলো একসংগে জোড়া লাগাতে।

"এই টুকরোগুলো লম্বালম্বি ভাবে জুড়ে দেওয়ার পর হ্রদটার যে নাম পাওয়া গেল, জেনারেলের নামটা তার সঙ্গেই রয়েছে……এই যে দেখুন:

ZI	MM	ER	MAN
mu	nc	he	n

রুদ্ধনিশ্বাসে কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই।

স্টোফার বলল, "কিন্তু এটা থেকে শুধু পাওয়া গেল মুনচেন বা মিউনিখেরই নামটা।"

বগনার বলল, "মুনচেন শহরের শেষে যে হ্রদটা আছে তার নাম 'লেক মুনচেন।'"

কার্ল বলল, "কাল আবার এই সময়ে আমরা রাতের অন্ধকারেই আমার মার্সিডিজে মিউনিখের দিকে রওনা হব।"

"প্রস্তাবটা মন্দ নয়।", বগনার বলল। রন এক পলক তাকাল অটো বগনারের দিকে। লম্বা, মাথায় টাক, খাড়া নাক। যুদ্ধের সময়ে জার্মান গেস্টাপো বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল। রনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন তাকে সাবধান করে দিল। এই লোকটা প্রয়োজন হলে গুপ্তধনের লোভে সঙ্গীদের খুন করতে পারে……

মেরিলিন অপেক্ষা করে বসে ছিল। দরজায় তিনবার টোকা পড়তেই দরজা খুলে রনকে দেখে তার মুখে হাসি জেগে উঠল।

সব কিছু সবিস্তারে বলল রন তার কাছে। সেই সাংকেতিক চিরকুটের রহস্যভেদের ব্যাপারটাও। তারপর বলল, "শোন মেরিলিন" আমাদের এই চারজনের মধ্যেই কেউ একজন "কিং কোবরা"।

মেরিলিন চমকে উঠল।

"আমার বিশ্বাস, অটো বগনারই সন্ধ্যারাতে ঘরে ঢুকে তোমায় আক্রমণ করেছিল। এবং "কিং কোবরার" ছাপটাও লাগিয়ে গিয়েছিল অটোই।"

"গুপ্তধনের শেয়ার থেকে একজনকে যদি সরিয়ে দেয়া যায়?" মেরিলিন বলল।

"ভাবনার কিছুই নেই মেরিলিন। বুকে সাহস বেঁধে অপেক্ষা করো। যদি কিছু ঘটে প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠবে। আমি তো কাছেই আছি!"—এই বলে মেরিলিনকে সান্ত্বনা দিয়ে রন চলে এল তার কামরায়।

রনের আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। "কিং কোবরা" ক্লাবে কথায় কথায় অটো বগনার তাকে বলেছিল যে এখানকার কাজ শেষ হলে রাত দশটার পর তার একটা ডিনারের নেমন্তন্ন রয়েছে আইফেল টাওয়ারের চূড়োর রেস্তোরাঁতে। শোবার আগে রন একবার এসে দাঁড়াল কামরার ফ্রেঞ্চ উইনডো পার হয়ে ছোট্ট ব্যালকনিটাতে। বাইরে জ্যোৎস্নারাত। তেমন কুয়াশাও নেই আকাশে। অনেক নীচে রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ এবং নির্জন হয়ে এসেছে। এই ব্যালকনি থেকে আইফেল টাওয়ার স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। খুব কাছে বলেই হয়তো। এমন কি টাওয়ারের চূড়োর রেস্তোরাঁর আলো এবং লোক-

জনও দেখা যাচ্ছে। রন সেদিকে তাকিয়ে সিগারেট টেনে যেতে লাগল। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগলো। 'কিং কোবরা' কে হতে পারে?

উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর ছাদের উপর দিয়ে আইফেল টাওয়ারের চূড়োর দৃশ্যটা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে ফুটে উঠছে তার চোখে।

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ, তীব্র, ক্ষীণ, আর্ত চীৎকার ভেসে এল! আইফেল টাওয়ারের চূড়োর রেলিং টপকে একটা লোক শূন্যে পড়ে যাচ্ছে—ওই তীক্ষ্ণ, তীব্র অথচ ক্ষীণ, অমানুষিক, আর্ত চীৎকারটা ভেসে এসেছে তারই গলা থেকে। রন হতবাক, সিগারেটটা খসে পড়ে গেল হাত থেকে তার।

পরদিন ভোরে সে খবরের কাগজে খবরটা পড়ল।

আইফেল টাওয়ারের উঁচু চূড়ো থেকে পড়ে গিয়ে অটো বগনার নামে একটা লোক মারা গেছে। খবরে বলা হয়েছে, বগনার এক ডিনারের নেমন্তন্ন রাখতে আইফেলের ওই উঁচু রেস্তোরাঁতে গিয়েছিল। তখন রাত বেশ গভীর। বগনার হঠাৎ রেস্তোরাঁর বাইরে এসে রেলিং টপকে শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছেন ও মারা গেছেন।

মনে হয়, এটা একটা আত্মহত্যার ঘটনা। রন আপন মনে বলল। খবরের কাগজে বলছে এটা আত্মহত্যা! কিন্তু আমি বলবো, পেছন থেকে কেউ বগনারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। নাজীদের জমানো গুপ্তধনের শেয়ার থেকে একজন অংশীদার বাদ গেলে অন্যদের লাভ। তারই কেউ খুন করেছে।

....মেরিলিন তাকে দেখে অবাক হয়। বলল, "এত ভোরে?"

"হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি এলাম! শোন মেরিলিন, আমি ঠিক করেছি লেক মুনচেনের দিকে আমরা দুজনেই রওনা হব। ওদের সঙ্গে যাব না।"

"কেন?"

"অটো বগনারকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। সে মারা গেছে। আমি ভেবেছিলাম, এই বগনারই বোধহয় 'কিং কোবরা।' কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে "কিং কোবরা" আড়ালে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। এবং সে আটো বগনারকে খুন করেছে।"

রাস্তার বাঁক পার হতেই থমকে দাঁড়াল রন। ওদিকে ফুটপাতে একটা আলোর স্তম্ভের নীচে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল মাক এবং স্টোফার।

মেরিলিনের হাত ধরে বাড়ীগুলোর পেছন দিকের গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল রন।

ওদিকে লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কার্ল মাক্ স্টোফারের উদ্দেশ্য বলছিল, "দেখুন। মেইনস্টেইনের ব্যাপারটা এখনও এলেন না! কী মতলব ? বগনার তো মরেই গেল—"

"আমার মনে হচ্ছে যেন—" "মনে হচ্ছে, ও আমাদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে সীমান্ত অভিমুখে। চলুন আর দেরী নয়।" মাক এবং স্টোফার কালো মার্সিডিজে স্টার্ট দিয়ে তীব্র বেগে গাড়ী ছুটিয়ে দিল সীমান্ত অভিমুখে।

॥ ৮ ॥

গাড়ী চলেছে দুধারে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। রন ড্রাইভ করেছে, পাশে মেরিলিন। খানিকক্ষণ আগেই ফরাসী সীমানা পার হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

গাড়ী আরও কিছুক্ষণ ছুটে চলার পর মেরিলিন হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল। রন চমকে তাকাল সামনের দিকে। মেরিলিন বলল, "ওই যে ছাখো, দূরে একটা ঝোপের পাশে কী যেন একটা পরে আছে।"

"উঃ কী সর্বনাশ, এ যে একটা মানুষ!!" পাইনের বন ছাড়িয়ে দূরে পাহাড়ের সারি চলে গেছে ব্যাভেরিয়ার সুদূর অরণ্যের দিকে।

রন দ্রুত এগিয়ে গেল ঝোপের পাশে। সাদা চাদরে ঢাকা একটা মানুষ পড়ে আছে ঝোপের ধারে। নিস্পন্দ নিথর একটা মানুষের লাশ।

"আরে, এ যে কার্ল মাক্! তাহলে সত্যিই ওরা আমাদের অনেক আগে চলে এসেছে।"

"বেঁচে আছে কি মানুষটা?"

"মরে গেছে! মানে, কেউ মেরে ফেলে রেখে গেছে।"

"মাক্-কে খুন করল কেন?" "মনে হচ্ছে, স্টোফারই হত্যাকারী। রাস্তার পাশে লাশটা এমন ভাবে রেখে গেছে যাতে আতঙ্কিত হয়ে আমরা ফিরে চলে যাই। পল স্টোফার হয়তো ভেবেছে, মাকের মৃতদেহ দেখে ভয় পেয়ে হ্রদের দিকে না গিয়ে আমরা ফিরে যাব প্যারীতে।"

"আমার বড্ড ভয় করছে, রন।" বহুদূরে ব্যাভিরিয়ার ধূসর অরণ্য চোখে পড়ছে। তীব্রগতিতে সেদিকে ছুটে চলল গাড়ী। মিউনিখ ওই অরণ্যের শেষে একটি শহর।

পল স্টোফার হয়ত এতোক্ষণে পৌঁছে গেছে। লেক মুনচেনের কাছাকাছি লেকের গভীরে আছে গুপ্তধন।

আর স্টোফার যদি হ্রদের কিনারে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তাহলে জলের তলা থেকে সিন্দুকটা তুলে নিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে পালিয়ে যেতে তার কোন বেগ পেতেই হবে না।

কালো মার্সিডিজটা ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্নার ভেতরে এসে দাঁড়ালো হ্রদের কিনারে।

একটা নিশাচর পাখী উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। শিশির ঝরে পড়ল তার ডানার গা বেয়ে। পল স্টোফার আকাশের চাঁদের দিকে চাইল।

পল স্টোফার নেমে এল গাড়ী থেকে। তার শরীরে আধুনিক ডুবুরীর পোশাক, পিঠে ঝোলান অক্সিজেন সিলিণ্ডার। হাতে লম্বা একগাছা দড়ি, সেই দড়ির এক প্রান্ত নিয়ে সে খুব শক্তকরে গাড়ীর সামনের দিকটায় বেঁধে দিল। উদ্দেশ্য, জলের তলায় পৌঁছে সিন্দুক-টাকে বাঁধবে, তারপর তীরে উঠে এসে গাড়ীতে গিয়ে বসে স্টার্ট দিয়ে সিন্দুকটাকে টেনে তুলবে উপরে।

"হ্যাঁ, প্ল্যান-মতন কাজটা করতে হবে।" ডুবুরীর মুখোশটা মাথায় লাগিয়ে গলিয়ে দিতে দিতে স্টোফার আপন মনে বলে, প্রথমে জলের তলায় ডুবে নেমে যাব, তারপর দড়িটা বেঁধে দেব সিন্দুকের সঙ্গে। তারপর..........তারপর.........."

হঠাৎ বাধা পেল স্টোফার। কেউ যেন এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। একটা লম্বা ছায়া, তার প্রায় ঘাড়ের উপর ছায়াটা ঝুঁকে পড়েছে।

"এই যে পল স্টোফার! চুক্তির কথাটা ভুলে গেলেন?"

"এতো তাড়াহুড়ো করে জলে নামছেন—অথচ আমাদের কথা খেয়ালই হলো না?"

পল স্টোফার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রন, পেছনে মেরিলিন। রনের হাতে অটোমেটিক লুগার।

"কর্নেল মেইনস্টেইন, আপনি ভুল করেছেন। আমরা আপনার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাদের সঙ্গেই আসবেন।"

„কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। বগনারের ওই শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকেই বিশ্বাসটা টলে গিয়েছিল। তারপর রাস্তার পাশে ঝোপের ধারে কার্ল মার্কের মৃতদেহ দেখে অবিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হল। আপনি তাকে খুন করে ফেলে রেখে এসেছেন সেই ঝোপের ধারে।"

"কী যা তা বলছেন আপনি ?"

"সত্যি কথাই বলছি।"

স্টোফার বলল, "বগনারের মৃত্যুটা দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কার্ল মাকও হঠাৎ হার্টফেল করে মারা পড়েছেন। অবশ্য তাকে আমি ওই ভাবেই রাস্তার ধারে ফেলে এসেছিলাম। এটা হয়ত অন্যায় কিন্তু আমার তখন সময় ছিল না।"

"সত্যি কী তাই ?"

"কার্ল মাক্ রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে স্টোফার বলল, "কিন্তু এখন কী করতে চান আপনি ?"

"আমি চাই, আমরা দুজনেই জলের নীচে ডুব দিয়ে সিন্দুকটার খোঁজ করব! মেরিলিন, গাড়ীর ভেতর থেকে আমার ডুবুরীর সাজ-সরঞ্জামগুলো নিয়ে এস!"

'যাচ্ছি, রন!'—মেরিলিন বললো।

॥ ৯ ॥

অবাক গলায় পল স্টোফার বলল, "রন ? আপনি এই লোকটিকে রন বলে ডাকলেন, ইনি তাহলে আপনার স্বামী কর্নেল মেইনস্টেইন নন ?"

মেরিলিন চুপ করে রইল।

"কর্নেল ফ্রিজ মেইনস্টেইন এবং অটো বগনারকে আপনিই হত্যা করেছেন ?"

"তাহলে তো কার্ল মাক্‌কেও আমিই হত্যা করেছি; নিশ্চয়ই কোন রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ? কী বলেন ?"

"আপনি কে ?"

"পরিচয় দেবার আগে আসুন নেমে পড়ি হ্রদের তলায়।" ভদ্র-লোকের চুক্তি!"

পল স্টোফার নীরবে শুনল কথাগুলো। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আর আশঙ্কা নিয়ে দুটি মানুষ ডুব দিলে হ্রদের জলে। তীরে একটা পাইনের তলায় দাঁড়িয়ে রইল মেরিলিন, হাতে তার উদ্যত লুগার। রাত ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। জ্যোৎস্নার আলো তখনও হ্রদের জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। রুপোর পাতের মতন ঝিকে-মিক করে হ্রদের নিস্তরঙ্গ জল। নিশাচর পাখীরা পাইনের পাতার আড়ালে থেকে শব্দ করে উঠেছে।

শ্যাওলার ঘন একটা স্তর পার হয়ে আরও অনেকটা নীচে নেমে এল রন। গাছের ঝুরির মতন কিছু যেন ছড়িয়ে আছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে জমাট শ্যাওলা ফণীমনসার পাতার আকৃতি নিয়ে একটা উঁচু পাথরের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। হাতের বর্শাটা দিয়ে তলাটা খুঁচিয়ে দেখল রন, তারপর বুঝতে পারল, সিন্দুকটা ওই পাথরের তলাতেই রয়েছে। মিনিট ছয়েক লাগল তার দড়ি দিয়ে সিঁন্দুকটাকে বাঁধতে। চারধার ইস্পাতের বেল্ট দিয়ে আটকানো। শ্যাওলায় পিছল হয়ে আছে সিন্দুকের গা।

কিন্তু পল স্টোফার গেল কোথায়? রন উপরের দিকে উঠে আসতে লাগল। সিন্দুকের দড়িটা কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকে দিয়েছিল। তীরে উঠে দড়িটার আর এক প্রান্ত বেঁধে দেবে মোটরের সঙ্গে।

জলের উপরে মাথা তুলেই দেখল ভোর হয়ে আসছে। লোকের ওপারের পাইনের বনের পেছনে পাহাড়ের চুড়োর মাথায় প্রভাতের ফিকে আলোর রেশ। মেরিলিন সেই গাছটার তলায় তেমনি দাঁড়িয়ে আছে লুগারটা উঁচিয়ে।

"সিন্দুকটা খুঁজে পেয়েছি মেরিলিন। আমিই খুঁজে পেলাম ওটাকে।"

মেরিলিন বলল, "কিন্তু পল স্টোফার কোথায়? কী হয়েছে তার?"

মেরিলিন জানে না এবং সম্ভবতঃ আন্দাজও করতে পারেনি পল স্টোফারের বিপদটা কী ভাবে ভাগ্য তাকে এক সাংঘাতিক পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সিন্দুকটাব বেল্টে দড়ি এঁটে দিয়ে রন যখন ওপরে উঠে আসছিল, ঠিক্ সেই সময়টাতেই পল গিয়ে পৌঁছেছিল সিন্দুকটার কাছে। আর তারপরেই পল হঠাৎ টের পেল, অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা তার পেছন থেকে আলগা হয়ে খুলে গিয়ে আচমকা ফেটে গিয়ে পুরো গ্যাসটাই বেরিয়ে গেল। অগণন বুদবুদের রাজ্যে দিশাহারা হয়ে পল এক সময় এলিয়ে পড়ল তলার নরম বালুর উপরে। তার ডুবুরীর সাজসরঞ্জামকে যে কেউ আগে থেকেই নষ্ট করে রেখেছিল এবং তা একটা বিশেষ গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এটা বোঝা গেল, যখন পল অনুভব করল, তার ফ্রগম্যানের পোশাকটার সবগুলো ফিতে আর বোতামই একটু একটু করে ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করল। এ অবস্থায় তার পক্ষে এই অতল জলের গহন ছাড়িয়ে উপরে উঠে যাওয়া এক রকম অসম্ভব! হ্রদের গভীরতা এখানটায় প্রায় দুশো ফুটের মতন। খানিকক্ষণ পরই পল স্টোফার অজ্ঞান হয়ে গেল। সে মরে গেল!

"কিন্তু লোকটার কী হল, তার সন্ধান নিতে তুমি কী আবার নীচে নামবে না রন?"

"নিশ্চয়ই।"

রন ডুব দিল। হ্রদের মাঝখান পর্য্যন্ত ডুব সাঁতার দিয়ে এগুতে হবে। তারপর অগাধ জলের তলায় নেমে যেতে হবে। কাজটা বিপজ্জনক, কারণ হ্রদের ভেতরে শ্যাওলার ঘন বিস্তৃতির ভেতরে ইতস্ততঃ ছদ্মবেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য চোরা পাহাড়-চুড়ো। সেগুলোর পাশ দিয়েই নেমে যেতে হবে দুশো ফুট অতলে।

মেরিলিন প্রতীক্ষা করে আছে। ভুস্ করে জেগে উঠল রনের

মাথাটা। মেরিলিন ছুটে গেল কিনারে। নিজেকে যেন হিঁচড়ে হিঁচড়ে উপরে টেনে তুলল ক্লান্ত রন। তারপর বলল, "পল স্টোফার জলের তলায় মরে পড়ে আছে মেরিলিন। ওর ডুবুরীয় পোশাকটাও দেখলাম ছিন্ন ভিন্ন।"

"ওঃ কী ভয়ঙ্কর"—মেরিলিন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "তুমি! তুমিই খুন করেছ তাকে! না, সরে যাও আমার কাছ থেকে! না, কিন্তু তাহলে ও ভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটবে কেন?

না, তুমি তাকে খুন করোনি! অন্য কেউ, অন্য কোন লোক...."

দুহাত বাড়িয়ে মেরিলিনকে কাছে টেনে আনল রন, "শান্ত হও একটু স্থির হও মেরিলিন! ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক।" একটু ভেবে সে বলে———

"অনেক কাজ আছে মেরিলিন। তুমি গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দাও, সিন্দুকটাকে টেনে তুলতে হবে ডাঙায়। তারপর ওটাকে নিয়ে আমরা চলে যাবো এই নির্জন বনভূমি ছেড়ে।"

একটু পরই গাড়ীতে উঠে মেরিলিন স্টার্ট দিল। দড়িতে টান লাগা সুরু হতেই তীরে দাঁড়িয়ে রন দড়িতে হাত লাগিয়ে টানতে সাহায্য করল।

খানিকক্ষণ পরই জলের নীচে সিন্দুকটার চেহারা চোখে পড়ল। হেলে দুলে ওঠা উঠে আসছে। গায়ে জড়িয়ে আছে শৈবালদামের জঞ্জাল।

রন ঝুঁকে পড়ল নীচে হয়ে।

"গুপ্তধনের সিন্দুক উঠে আসছে মেরিলিন। এবার নেমে এস।" মেরিলিন নেমে এল গাড়ী থেকে। রন দাঁড়িয়ে আছে তীরের কাছে। আর তার পায়ের কাছে গুপ্তধনের সিন্দুক।

"এই নাও মেরিলিন। সেই সিন্দুকটা! এখন এই টাকা সবই তোমার একার!"

একটু থেমে রন বলে—

"ঠিক এই জন্যেই তো তুমি আমায় ভাড়া করে নিয়ে এসেছিলে মেরিলিন, এখন আমি সব বুঝতে পারছি। সবই জলের মতন স্পষ্ট এখন আমার কাছে। যেদিন থেকে তুমি আমায় এ কাজে নিযুক্ত করলে তারপর থেকেই একজন করে খুন হতে শুরু করল। এখন এই গুপ্তধনে শেয়ার নেবার আর কেউ নেই। এ সবই তোমার।"

আশ্চার্য্য স্বরে মেরিলিন বলল, "তাহলে তোমার কী এইটেই নিশ্চিত বিশ্বাস যে এসবই ষড়যন্ত্র করে আমি করিয়েছি? আমিই কিং কোবরা?"

রনের গলা সামান্য কেঁপে উঠল, "সম্ভবতঃ তুমি তোমার স্বামীর কবল থেকে মুক্তি চেয়েছিলে এবং সেইটেই এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ, ফ্রিজ খুন হল ট্রাকের তলায়, কিংবা নিখোঁজ হল, তারপর এক এক করে অন্য অংশীদারেরাও খুন হল........"

"তুমি ভুল করছ রন পামার।"—পুরুষ কণ্ঠে কে যেন বলে।

কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে থেকে গম্ভীর গলায় কথাটা বলেই একটা মানুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ছ ফুটের উপরে লম্বা মাথার চুল সবই সাদা, মুখটা ইস্পাতের মতন শক্ত আর হাতে উদ্যত পিস্তল!

চমকে উঠল মেরিলিন। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "এ কী— "ফ্রিজ, তুমি!"

॥ ১০ ॥

বোধ হয় আচম্বিতে বজ্রপাত হলেও ওরা এতো চমকে উঠতো না।

মেরিলিন হতবাক, রন স্তম্ভিত। ফ্রিজের পিস্তল তখনও তাক করা রয়েছে সোজা রনের বুক লক্ষ্য করে। রন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ফ্রিজের দিকে। কিন্তু তা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপরই সাম্বিৎ ফিরে এল তার।

ফ্রিজ বলল, "পেছনে সরে দাঁড়াও মেরিলিন। রন তার কাজ-গুলো বেশ ভাল ভাবেই করেছে। এইবার নিরিবিলি হ্রদের ধারে জঙ্গলের মধ্যেই রনের ব্যবস্থা করছি আমি!"

"কিসের ব্যবস্থা?" মেরিলিন চমকে চেঁচিয়ে উঠল। ফ্রিজ তার পিস্তলের নল চেপে ধরল রনের বুকে। রন বলল, "এবার সব জলের মতন পরিষ্কার আমার কাছে। আপনি আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। আপনি চাই ছিলেন, যাতে জেনারেল জিমারম্যানের পুরো গুপ্তধনটাই আপনি একা হাতিয়ে নিতে পারেন। মেরিলিন নিয়ে গোটা অভিযানের সময়টায় আপনি আড়ালে থেকে সব সময় লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন আমাকে, তারপর যখন 'কিং কোবরার' সেই তিনজন মানুষের পরিচয় পাওয়া গেল এবং তাদের চেনা গেল, তারপরই আপনি কাজ শুরু করে দিলেন। আপনি খুন করার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই কার্ল মার্ককে প্লে পয়জন করা শুরু করে দিলেন······· তারপর·······"

"টাট্-টাট্!" ফ্রিজ তার বাঁ হাতের তর্জনী তুলে একবার ভ্রু বাঁকিয়ে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "শুরুটা প্রথমেই বলা উচিত। আমিই বলছি। বার্চহিল লেনের হাইওয়েতে বেড়াতে যাবার অছিলা করে হাইওয়েতে গিয়ে একটা লোককে বেশ কিছু টাকা দিয়ে ভাড়া করি প্রথমে, মানে ওই হাইওয়েতে পৌঁছেই দেখা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে আমার, লোকটার সঙ্গে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ বদল করে তাকে খানিক পরেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই একটা ট্রাকের সামনে। লোকে জানল, আমি মরে গেছি।

·······তারপর প্যারীতে তোমাদের সেই মিটিং-এর পর ডাটো বগনারকে আমিই নেমন্তন্ন করে আইফেল টাওয়ারের চূড়োয় নিয়ে যাই। রেলিং-এ দাঁড়িয়ে বগনার যখন খুব খোশগল্পে মেতে উঠেছে সেই সময় ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিই শূন্যে। আমার ধারণা ছিল

হয়তো পাখীর মতনই উড়ে যাবে আকাশে।

হাঃ হাঃ !!!

'কানার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমি যখন বললাম, এস বগনার, এবার তুমি তোমার ওই কালো শকুন-ডানা মেলে উড়ে যাও।—বগনার তখন এটা আমার রসিকতা ভেবে বিকট হেসে উঠেছিলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার শরীরটাকে রেলিং টপকে ছুড়ে দিলাম শূন্যে !!!

"তারপর কার্ল মাকের ব্যাপারটা। কার্ল বরাবরই হার্টের রোগী। হার্টের অসুখ হলেই মাক এক ধরনের পিল খেত। আমি একদিন চুপিসারে তার কামরায় ঢুকে সেই পিলগুলোর বদলে দেখতে ঠিক একই রকমের কিছু পিল রেখে আসি। এই পিলগুলো বিষাক্ত—একটু দেরীতে কাজ দেয়, এই যা! আর ঠিক সেই অনুযায়ীই কার্ল হঠাৎ মরে গেল পল স্টোফারের সঙ্গে গাড়ীতে যেতে পথের মধ্যেই।

তারপর আমি চলে যাই পল স্টোফারের ঘরে। অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে বের করি তার ডুবুরীর আউটফিট। কলকবজাগুলো অকেজো করে দিই। কাজটা এমন সূক্ষ্ম চাতুরী খাটিয়ে করেছিলাম যে ওটা পরবার সময়ে বোঝার কোন উপাই ছিল না যে আউটফিটটা ভেতরে অকেজো হয়ে গেছে।"

ফ্রিজ এবার চুপ করল। তারপর রনের দিকে বাঁ হাতের তর্জনী উচিয়ে, ডান হাতের পিস্তলটা উঁচু করে বলল, "তোমার কাজগুলো বেশ দক্ষতার সঙ্গেই করেছ রন, এখন আমি তোমার ব্যবস্থা করছি।"

রন ঠাণ্ডা গলায় বলে—

"আমার ভূমিকা হল একটি নির্বোধের। হ্যাঁ, মেরিলিন আমার এই করুণ নির্বোধের ভূমিকা শুধু তোমারই জন্যে!"

"কিন্তু রন, ফ্রিজ যে বেঁচে আছে তো আমি কল্পনাও করিনি।" মেরিলিন বলল।

ফ্রিজ বলল, "মেরিলিন ভেবেছিল ট্রাকের তলায় যে লোকটা নিহত হয়েছে সে আমিই !"

"আমি প্রায়ই মেরিলিনকে বলতাম, যদি হঠাৎ কখনো কিছু ঘটে যায় আমার ভাগ্যে, সে যেন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে এবং তোমায় সঙ্গে যোগাযোগ করে ! তুমি নামজাদা গোয়েন্দা !"

ফ্রিজের দিকে তাকিয়ে এবার মেরিলিন বলল "কিন্তু ফ্রিজ, তুমি এমন অদ্ভুতভাবে একাজগুলো করলে কেন ?"

কঠোর স্বরে ফ্রিজ বলল, "কারণ, আমি জানতাম আমার প্ল্যান অনুযায়ী এভাবে কাজে নামলে তুমি আর সঙ্গিনী হতে না, বিশেষ করে যে কাজের ভেতরে খুনের ব্যাপারটা একান্তই জুরুরী ।"

মেরিলিন অস্ফুট একটা শব্দ করে ।

ফ্রিজ আবার বলল, "কিন্তু এবার সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে মেরিলিন । আমরা বিরাট বড় লোক হয়ে যাচ্ছি । এখন শুধু একটা কাজই বাকী—ওই বোকা গোয়েন্দাটাকে সরিয়ে দেওয়া !"

ফ্রিজের পিস্তল ক্লিক করে উঠল ।

মেরিলিন বলে উঠল, "না, ফ্রিজ—ওকে চলে যেতে দাও ! আমি তোমায় ঘৃণা করি—ঘৃণা করি ! তুমি একটা খুনী, ফ্যাসিস্ট, নাৎসী বর্বর, যুদ্ধের সময় তুমি হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছো এবং এখন এই শান্তির সময়েও খুন করে যাচ্ছ ! ওকে চলে যেতে দাও !"

"তুমি নির্বোধ মেয়ে মানুষ ! তুমি ভুলে গিয়েছ যে তুমি বিয়ে করেছ একজন এস, এস্. নাজীকে, যার ধর্মই হল শত্রুর শেষ না রাখা !"

কথাটা বলেই ফ্রিজ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল মেরিলিনের দিকে এবং ফ্রিজের এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিতে মূহূর্ত মাত্র দেরী করল না রন ।

ফ্রিজ ঘুরে দাঁড়াতেই মেরিলিন ধাক্কা মারল স্বামীকে, রনও সেই মূহুর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মেরে ফ্রিজকে ফেলে দিল হ্রদের

জলে। ফ্রিজ জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে পিস্তলটাও ছিটকে পড়ে গেল একদিকে। জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে দুজনেই হিংস্র এক লড়াইয়ে মেতে উঠল। ঐ লড়াই প্রাণ বাঁচানোর লড়াই। জীবন-মরণ যুদ্ধ। কখনো জলের উপরে জড়াজড়ি করে উঠে আসছে দুজনে, আবার ধরে তলিয়ে যাচ্ছে জলের নীচে। জলের চাপে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফুসফুস ফেটে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকেই ভেসে উঠতে দেখা গেল না তারপর এক সময় জলের তোলপাড় স্থির হল, রন ধীরে ধীরে উঠে এল হ্রদের ওপারে। "ফ্রিজ কি মরে গেছে জলের তলাতে ?"—মেরিলিন জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ।" রন বলল, ফুসফুস ফেটে গেছে! ডুবুরীর সাজসরঞ্জাম ছিল আমার শরীরে। তাই বেঁচে গেছি আমি।"

"হয়তো এইটেই ওর পাওনা ছিল। কিন্তু এখন আমাদের কি করতে হবে ?"

"এখান থেকে সোজা আমরা চলে যাবো কর্তৃপক্ষের কাছে। ঘটনাটার পুরো কাহিনী বলব তাদের এই গুপ্তধন আমাদের কাছে রাখতে চাই না আমি। কলঙ্কের দাগ রয়েছে এই টাকায়। অত্যাচারী ফ্যাসিস্ট নাৎসী বর্বর গুলো অসহায় বন্দীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এই টাকা জমিয়েছে।"

অবাক চোখে তাকাল মেরিলিন। বলল "কিন্তু রন, কেউই তো এর কিছু জানতে পারছে না। আমরা বিরাট বড় লোক হয়ে যাবো। কত কষ্ট করতে হয়েছে এর জন্য........"

"না, মেরিলিন!" রন বলল, "আমি বরং মনে করি আমার এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ পেশাটাই বেশী লোভনীয়। অন্ততঃ কলঙ্কিত কোন ঐশ্বর্য ভোগ করে ধনী হওয়ার চেয়ে আমার এই ডিটেকটিভের কাজ অনেক ভালো।"

মেরিলিন হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। বলে, "তোমার কথাই ঠিক, রন।",

মেরিলিন এবার জড়িয়ে ধরে রনকে। চুমু খায় ঠোঁটে ঠোঁট রেখে। তারপর মৃদু হেসে বলে, "যদি এই তোমার ইচ্ছে, তাহলে ে নে নাও, আমারও তাই ইচ্ছে রন! মিসেস ডিটেকটিভ হতে এখন আর আমার কোন আপত্তি নেই।"

রন মৃদু হাসল। বিজয়ীর অহংকারী হাসি। ও গুপ্তধনের সিন্দুকটা পৌঁছে দিল সে দিনই দুপুরে জার্মান সরকারের জিম্মায়।

তারপর ওরা প্যারীর দিকে গাড়ী স্টার্ট দিল।

॥ গোয়েন্দা যখন আমি ॥

এডগার অ্যালান পো

বাংলায় যাঁরা পো-র গল্প অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রী অদ্রীশ বর্ধনকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 'অমৃত' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় শ্রী অদ্রীশ বর্ধন পো-র নানা গল্পের যে সুখপাঠ্য অনুবাদ একদা পরিবেশন করেছেন, তা বর্তমান অনুবাদককে পোর মূল গল্পগুলি প্রথম পড়তে প্রেরণা দিয়েছিল, একথা অকপটে স্বীকার করছি। পো-র গোয়েন্দা গল্প পরিবেশন করতে যেয়ে 'মারডারস্ ইন দ্য রু্যা মর্গ' বা 'দ্য পারলয়েনড লেটার'—এর মত ক্লাসিক বহুপঠিত গোয়েন্দাগল্পের বদলে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বর্তমান গল্পটি ইচ্ছাকৃতভাবেই বেছে নিলাম। 'রু্যা মর্গ' গল্পটি বহু বাংলা অনুবাদসংকলনে ঠাঁই পেয়েছে। দ্বিতীয় গল্পটি আমি নিজেও অনুবাদক করেছি বর্তমান প্রকাশকের "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাকাহিনী' শীর্ষক সংকলনে। আধুনিক কবিতা এবং আধুনিক ছোট গল্প নানাভাবে এই মহান্ অ্যামেরিকান লেখকের কাছে ঋণী। কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পো-র প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করেছেন কোন বিখ্যাত সমালোচক। ফরাসী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সংশয়ের অতীত। তিনি আধুনিক গোয়েন্দা-গল্পের জনক। অথচ দুঃখময় ছিল তাঁর জীবন, সমকালীন স্বদেশীয় সাহিত্যিকেরা তাঁকে বিদ্রূপ করেছেন এবং মৃত্যুর পর রুফাস্ গ্রিসওল্ড নামের ঈর্ষ্যাকাতর সংকলন—প্রকাশকের হাতে পরে তাঁর লেখা অখ্যাতির অন্ধকারে ঢাকা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তাঁর পরবর্তীকালের খ্যাতির জন্য অনেকাংশে দায়ী তাঁর ফরাসী অনুবাদক প্রসিদ্ধ কবি শার্ল বোদলেয়ার। অনেক সমালোচকের মতে ফরাসী ভাষায় পো-র কোন কোন গল্পের বোদলেয়ার-কৃত অনুবাদ মূলের থেকেও সুখপাঠ্য। সংকলনের প্রয়োজনে সংক্ষেপীকরণের জন্য মার্জনা চাইছি।

॥ ডাঃ অভিজিৎ দত্ত ॥

স্ফিংকস-এর ধাঁধা সমাধান করেছিলেন যুবরাজ ওয়েদিপাউস। ব্যাটলবরো-র রহস্যজনক ঘটনার সমাধানে আমার ভূমিকাও ওয়েদিপা-উসের মত। যে সর্বজনস্বীকৃত এবং অনস্বীকার্য অলৌকিক ঘটনার ফলে ওখানে অবিশ্বাসীদের ধর্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে, সেই ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল, একমাত্র আমিই জানি।

কিছুটা হাসিঠাট্টার ভঙ্গীতে ঘটনাটা বর্ণনা করছি বলে আমার দুঃখিত হওয়া উচিৎ। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮—খ্রীঃ-র গ্রীষ্মকালে। র‍্যাটলবরোর সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে সম্মানিত নাগরিকদের একজন মিস্টার বারনাবাস শাটলওয়ারদি-কে বেশ কিছুদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। ফলে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এক শনিবারের সকালে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ১৫ মাইল দূরের—সহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি-লেন মিস্টার শাটলওয়ারদি। সেদিনই ফেরার কথা। কিন্তু দুঘণ্টা পরে ঘোড়া সওয়ার ছাড়া ফিরে এলো। যাওয়ার সময় ঘোড়া পিঠে যে স্যাডল—ব্যাগ দুটো বাঁধা ছিল, সে দুটো নেই। ঘোড়ারা আহত এবং তার সারা গায়ে রক্ত ও কাদা। নিরুদ্দেশ মিস্টার বারনাবাসের বন্ধুরা স্বভাবতঃই আতংকিত হলো। এবং যখন রবিবার সকাল অবধি উনি ফিরলেননা, বরো-র সব বাসিন্দা ওঁর মৃতদেহের খোঁজ বের হলো।

এই সার্চের ব্যাপারে সবথেকে বেশী উৎসাহ ছিল মিস্টার শাটলও-য়ারদির অন্তরঙ্গ বন্ধু জনৈক মিস্টার চার্লস গুডফেলো-র—সবাই যাকে 'চার্লি গুডফেলো' বা 'ওলড চার্লি গুডফেলো' বলে ডাকতো। স্বভাবের ওপর নামের কোন অদৃশ্য প্রভাব আছে কিনা জানিনা ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে, কিন্তু 'চার্লস' নামের লোকগুলোই কেমন খোলামেলা, সৎ, হৃদয়বান ও হাসিখুশী ধরণের হয়, তাদের স্পষ্ট ও জোরালো গলার স্বর শুনতে ভালো লাগে এবং তারা মানুষের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলার সময় যেন বলতে চায়—"আমার নিজের বিবেক সাফ্, আমি কোন লোককে ভয় করিনা এবং নীচ কাজ

করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" রঙ্গমঞ্চেও দেখা যায়, খোলামেলা, বেপরোয়া স্বভাবের ভদ্রলোক-চরিত্রের নাম হয় 'চার্লস'।

এখন, এই যে 'ওলড চারলি গুডফেলো', সে যদিও মাত্র ছমাস আগে র‍্যাটলসবরোতে এসেছে এবং সে এই এলাকায় আসার আগে এখানকার কেউ তাকে চিনতোনা, এখন এই এলাকার সব ভদ্রলোকই তার খুব পরিচিত। তার কথা সবাই মেনে নেয়।

মহিলারা তাকে খুসী করার জন্যে সবকিছু করতে পারে। নামটা তার চার্লস বলেই এবং তার মুখটা 'লেটার অফ রেকমেনডেশন'—এর কাজ করে বলেই এসব সম্ভব হয়েছে।

আগেই বলেছি, মিস্টার শাটলওয়ারদি র‍্যাটলবরোর সবথেকে ধনী এবং সবথেকে সম্মানিত লোকেদের একজন এবং 'ওলড চারলি গুডফেলো' তার এতোই অন্তরঙ্গ যেন ওরা দুই ভাই। পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতো দুই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। যদিও মিস্টার শাটলওয়ারদি কচিৎ কখনও 'ওলড চারলি'-র বাড়ী যেতো এবং কখনও সেখানে খাওয়াদাওয়া করতোনা, ওল্ড চারলি' কিন্তু দিনে তিন-চারবার প্রতি-বেশীর ঘরে ঢুকতো এবং ব্রেকফাস্ট বা চায়ের আসরে এবং ডিনারে প্রায়ই তাকে দেখা যেতো। কতোটা মত দুই বন্ধুতে গিলতো বলা শক্ত। ওল্ড চারলির প্রিয় মদ ছিল শেট্য মারগ্য এবং একদিন মদের আসরে নেশার ঘোরে বন্ধুর পিঠে চাপড় মেরে মিস্টার শাটলও-য়ারদি বললো—'ওল্ড চারলি, তোমার মদ হাসিখুসী লোক আমি সারা জীবনে আর একজনও দেখিনি। তুমি এই মদ খেতে এতো ভালোবাসা। আমি তাই আজ বিকেলেই এই মদের একটা বড় বাক্সের জন্যে সহরে অর্ডার পাঠাবো। ওটা আমি তোমায় উপহার দেবো।' শাটলওয়া-রদির এই মহানুভবতা থেকে বোঝা যায় দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতা কেমন ছিল।

যাই হোক, রবিবার সকালে সবাই যখন ধরে নিল যে মিস্টার শাটলওয়ারদি নিরুদ্দেশ হয়েছে, সবথেকে অভিভূত হল 'ওলড চারলি

গুডফেলো।' ঘোড়া সওয়ার ছাড়া ফিরছে, স্যাডল-ব্যাগ দুটো নিখোঁজ, পিস্তলের গুলিতে আহত ঘোড়ার গায়ে রক্ত কেননা গুলিটা ঘোড়ার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে—এইসব শুনে ওলড চারলি এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল যেন তার নিজের বাবা বা ভাই মরেছে এবং এমনভাবে কাঁপতে কাঁপতে লাগলো যেন তার ম্যালেরিয়া হয়েছে।

প্রথমে দুঃখে অভিভূত হয়ে সে শাটলওয়ারদির অন্য বন্ধুদের বোঝাতো, দু-এক হপ্তা বা মাস অপেক্ষা করে দেখা যাক, শাটলওয়ারদি ফেরেন কিনা এবং ঘোড়াটা আগে পাঠানোর কারণটা জানান কিনা। দুঃখে অভিভূত লোকেরা সচরাচর কাজের কাজ কিছু না করে বিছানায় শুয়ে তাদের দুঃখের কথা বারবার ভাবতে ভালোবাসে।

কিন্তু এক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে মাথা গলালো মিস্টার শাটলওয়ারদির ভাইপো পেনীফেদার। তার স্বভাবচরিত্র খুব খারাপ। সে বললো, চুপচাপ বসে না থেকে 'নিহত' ব্যক্তির মৃতদেহের খোঁজ করা উচিত। 'নিহত' কথাটা যে এক্ষেত্রে অদ্ভুৎভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেকথা মিস্টার গুডফেলোই বললেন এবং সবাই বললো, যুবক মিস্টার পেনীফেদার কি করে জানলো যে তার কাকা 'নিহত' হয়েছেন? ওল্ড চারলি ও পেনীফেদারের মধ্যে গত তিন-চার মাস বিশেষ সদ্ভাব ছিলনা। পেনীফেদার কাকার বাড়ীতে থাকতো এবং সেই বাড়ীতে ওল্ড চারলির হরদম যাওয়াআসা তার অপছন্দ হওয়ায় একদিন সে চার্লিকে মেরেছিল। চার্লি অবশ্য সংযতভাবে উঠে পোষাক ঠিক করে "প্রথম সুযোগেই প্রতিশোধ নেব" বলেছিল। তবে রাগের মাথায় বলা ওসব কথায় কেউ গুরুত্ব দেয়নি।

যাই হোক, পেনীফেদারের প্ররোচনায় র‍্যাটলবরোর লোকেরা দল বেঁধে খুঁজতে বের হল নিরুদ্দেশ মিস্টার শাটলওয়ারদিকে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, সবাই নানা দলে ভাগ হয়ে সার্চ করবে। পরে 'ওল্ড চার্লি'র কথামত ঠিক হল, সবাই একসঙ্গে যাবে ও ওদের নেতৃত্ব দেবে চারলি।

দেখা গেল, চারপাশের এলাকায় এমন সব আনাচকানাচ ও খানাখন্দের অবস্থান 'ওল্ড চারলি' জানে, যা অন্য কেউ জানেনা। সাত দিন ধরে সার্চ করেও বুড়ো শাটলওয়ারদির কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা। ঘোড়ার খুরের দাগ বরোর পূর্বদিকে শহরে যাবার বড় রাস্তা ধরে তিন মাইল এসে বনের মধ্যে সরু রাস্তা ধরে গেছে।

জঙ্গলের মধ্যে এই রাস্তাটা বড় রাস্তা থেকেই বেরিয়ে আবার বেঁকে বড় রাস্তায় মিশেছে। এই সরু রাস্তা দিয়ে গেলে প্রায় আধ মাইল রাস্তা শর্ট-কাট হয়।

দেখা গেল, মিস্টার শাটলওয়ারদির ঘোড়ার খুরের দাগ সরু রাস্তা ধরে এসে থেমেছে কাঁটাঝোপে ঘেরা বদ্ধজলের এক ডোবার কিনারে। ডোবায় ডুবার জাল ফেলা হল। কিছু উঠলোনা দেখে 'ওল্ড চারলি'র উপদেশমতো ডোবার সব জল ছেঁচে তোলা হল।

দেখা গেল, কাদার মধ্যে ডোবার ঠিক মাঝখানে মিস্টার পেনীফেদারের একটা ওয়েস্টকোট !!! কালো সিল্কের তৈরী কোটের গায়ে রক্তের দাগ। ওটা যে পেনিফেদারের, সবাই জানে। কেউ বললো, শনিবার সকালেও পেনিফেদারের গায়ে ওটা দেখা গেছে। কেউ বললো, শনিবার সকালের পর ওটা আর পেনিফেদারের গায়ে দেখা যায়নি।

পেনিফেদারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে কথা বলতে পারছেনা। তার বন্ধু এবং শত্রু সবাই দাবী তুললো, কাকার খুনের চার্জে অ্যারেস্ট করতে হবে পেনিফেদারকে। কিন্তু ওর সমর্থনে এগিয়ে এলেন মিস্টার গুডফেলো। দীর্ঘ এবং সহানুভূতিভরা বক্তৃতায় উনি বললেন—পেনীফেদার মিস্টার শাটলওয়াদির একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং যদিও অতীতে মেজাজের মাথায় পেনীফেদার চারলিকে অপমান করেছে পেনিফেদারের সম্বন্ধে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধেই তিনি কিছু বলবেন।

কিন্তু দেখা গেল, 'ওলড চার্লি'-র উদ্দেশ্য সৎ হলেও বক্তৃতার ঝোঁকে বলে ফেলা তার কিছু কথার দরুণ লোকের সন্দেহ আরও বাড়লো।

কেননা, পেনিফেদারই যে মিস্টার শাটলওয়ারদির একমাত্র উত্তরাধিকারী —এই কথাটা 'ওল্ড চারলি' বলাতেই লোকের মনে পড়লো, একবছর আগে ভাইপোর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে উইল করে ওকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত করার কথা ভেবেছিলেন ওর বাবা মিস্টার শাটলওয়ারথ।

এখন স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটা উঠলো, তা হল—

'Cui bono ?'

এই ল্যাটিন শব্দ দুটির অর্থ বিভিন্ন উপন্যাসে প্রয়োগ অনুযায়ী—'কি উদ্দেশ্যে ?' বা 'কোন উপকারের জন্যে ?' কিন্তু আসল মানে হল, 'কার সুবিধার জন্য ?'

কেননা 'Cui' শব্দটির অর্থ 'কাহাকে' এবং 'bono' শব্দটির অর্থ —'ইহা কি উপকারের জন্য ?"

সুতরাং 'Cui bono ?'—ল্যাটিন শব্দ দুটি যে অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ, তা হল ঃ 'কার সুবিধা বা উপকারের জন্যে ?'

আইনে শব্দ দুটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কোন লোক কোন কাজ করেছে কিনা, সেই সম্ভাবনা বুঝতে গেলে ভেবে দেখতে হবে, ওই কাজটার ফলে তার কোন উপকার হবে কিনা।

Cui bono ?

এখন এবং এক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর—

মিস্টার পেনিফেদার !!!

কেননা সে তার কাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেই অর্থে আগে উইল করেছেন তার কাকা। সম্প্রতি তিনি ভয় দেখিয়েছেন, উইল বদলে ওকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। কিন্তু এখনও নতুন উইল করা হয়নি, পুরোনো উইল বদলানোও হয়নি সুতরাং এই মুহূর্তে কাকা মারা গেলে পেনিফেদারের লাভ, সুবিধা বা উপকারের সম্ভাবনা।

সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হল পেনিফেদারকে।

ঝোঁকের মাথায় একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন চারলি গুডফেলো। ঘাসের মধ্যে কি একটা জিনিষ খুঁজে পেয়ে উনি কোটের পকেটে জিনিসটা লুকোতে যেয়ে ধরা পড়লেন। জিনিসটা পেনিফেদারের একটা স্পেনিশ ছোরা, ফলায় রক্ত লেগে আছে, হ্যাণ্ডেলে পেনিফেদা-রের নাম খোদাই করা !!!

র‍্যাটলবরোর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বয়ান দিলো পেনিফেদার—

হ্যাঁ, সকালে সে হরিণ শিকারে বের হয়েছিল এবং ওই ডোবাটার কাছে গিয়েছিল।

মিস্টার গুডফেলোকে সওয়াল করা হল। তিনি বললেন, অতীতের অপমান সত্ত্বেও শাটলওয়ারথের ভাইপোকে তিনি স্নেহ করেন। তাই ওকে সন্দেহ করতে চাননি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে....হ্যাঁ, শহরে যাবার আগের দিন গুডফেলোর উপস্থিতিতেই শাটলওয়ারথ তাঁর ভাইপো পেনিফেদারকে বলেছিলেন, কাল তিনি 'ফারমার্স অ্যাণ্ড মেক্যানিকস ব্যাংকে' মোটা টাকা জমা দেবেন এবং তাঁর নতুন উইলে এক শিলিংও পাবেনা তাঁর বেয়াদব ভাইপো।

পেনিফেদারকে সওয়াল করা হলে সবাইকে অবাক করে সে বললো, কথাটা সত্যি।

ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে কাকা-ভাইপোর ঘর সার্চ করে দেখা গেল, শাটলওয়ারথের ইস্পাতে বাঁধানো চামড়ার পকেটবুকে টাকাপয়সা কিছু নেই এবং পেনিফেদারের বিছানার নীচে তার নামাঙ্কিত সার্ট ও রুমালে রক্তের দাগ।

শাটলওয়ারথের ঘোড়াটা মারা গেলে মিস্টার গুডফেলো বললেন, পোস্টমর্টেম করা উচিৎ। ওর বুকের মধ্যে একটা বুলেট খুঁজে পেলেন গুডফেলো। মিস্টার পেনিফেদারের রাইফেলের বোরের সঙ্গে বুলেটের মিল খুঁজে পাওয়া গেল। পেনিফেদারকে জামিনে মুক্তি দিতে রাজী

হলেননা ম্যাজিস্ট্রেট। যদিও ওর হয়ে জামিন দিতে চেয়েছিলেন মিস্টার গুডফেলো। ঝোঁকের মাথায় ওলড চারলি ভুলেই গিয়েছিল, তার পয়সাকড়ি বা সম্পত্তি কিছুই নেই।

আদালতের পরবর্তী যেশনে পেনীফেদারের বিচার হল এবং তাৎক্ষণিক সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী 'ফাস্ট ডিগ্রী মার্ডার' চার্জে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল পেনিফেদার। এখন সে জেলে, শাস্তির জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

ইতিমধ্যে 'ওলড চারলি' খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং তার দারিদ্র্য সত্ত্বেও এখন তার বাড়ীতে প্রায়ই এখন পার্টি হয়।

একদিন 'ওলড চার্লি' এই চিঠিটা পেলেন।

"এইচ, এফ, বি অ্যাণ্ড কোম্পানী

চার্লস গুডফেলো, র‍্যাটলবরো—সমীপেষু

Chat Mar. A—১ নম্বর—৬ ডজন বোতল।

মাননীয় মহাশয়,

দুমাস আগে মিস্টার বারনাবাস শাটলওয়ারদি যে অর্ডার পাঠিয়েছিলেন, সেই অর্ডার অনুযায়ী তাঁর পছন্দসই মদের একটা ডবল বাক্স আপনাকে পাঠানো হল।

আপনার বংশবদ সেবক—

হগস্, ফ্রগস, বগস অ্যাণ্ড কোং।

২১ শে জুন, ১৮—

পুনশ্চ—

চিঠি পাওয়ার পরের দিন ওয়াগন-মারফৎ মদের বাক্সটা পাবেন। মিস্টার শাটলওয়ারদিকে সম্মান জানাচ্ছি।

এইচ, এফ, বি অ্যাণ্ড কোং।

মিস্টার শাটলওয়ারদি-র মৃত্যুর পর পছন্দসই মদের বাক্স উপহার পাওয়ার আশায় ছেড়ে দিয়েছিল চার্লি গুডফেলো। এখন সে খুশী

পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছিল চার্লি গুডফেলো। এখন খুশী হয়ে বন্ধুদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানালো চার্লি। অবশ্য নিমন্ত্রণপত্রে সে শাটলওয়ারদির উপহারের কথা না লিখে শুধু লিখলো, কয়েক মাস আগে অর্ডার-দেওয়া দামী মদের বোতলভর্তি একটা বাক্স কাল ওয়াগন -মারফৎ আসার কথা, সুতরাং কাল সন্ধ্যায় বন্ধুরা পার্টিতে এলে সে খুশী হবে।

পরের দিন মিস্টার গুডফেলোর বাড়ী এসে হাজির হল সহরের অর্ধেক লোক। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। নৈশভোজ খুব ভালই হল। মদের বোতল-ভর্তি বাক্স আসতে এক ঘন্টা দেরী হওয়ায় মেজাজ খারাপ করছিল চার্লি। এরই মধ্যে সে অনেকটা মদ গিলে মাতাল হয়েছে।

প্রকাণ্ড বাক্সটা এসে পৌঁছুতেই সবাই বললো, এক্ষুনি ওটা খোলা হবে। মাতাল চার্লি টেবিলে ডিক্যান্টার ঠুকছে আর বলছে, দামী জিনিসটা সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে যেন শৃঙ্খলা মেনে চলা হয়। শেষে সবাই চুপ করতে বাক্স খুলতে গেলাম আমি। বাটালি ঢুকিয়ে দু-একটা ঘা দিলাম। বাক্সের ঢাকনা খুলে গেল এবং········

বাক্সের মধ্যে থেকে উঠে মিস্টার চারলি গুডফেলোর মুখোমুখি তাকালো····

নিহত মিস্টার শাটলওয়ারথের গলা-পচা রক্তমাখা শবদেহ !!!

শবদেহটা ক্ষয়ে-যাওয়া নিথর জ্যোতিহীন চোখে তাকালো মিস্টার গুডফেলোর দিকে। আস্তে আস্তে বললো—

'তুমিই অপরাধী !!!'

তারপর কাঠের বাক্সটার ধারে টেবিলের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে পরলো লাসটা !!!

পরের দৃশ্য বর্ণনার অতীত। অনেকে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অনেকে দরজা বা জানালার দিকে ছুটেছে। কিন্তু ভয়ের প্রথম সমবেত আ

চীৎকার শেষ হতে সবাই একসঙ্গে তাকালো চার্লি গুডফেলোর দিকে। তার মুখ এখন ফ্যাকাসে, প্রেতের মত। সে শ্বেতপাথরের স্ট্যাচুর মত নিথর বসে থাকে, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে টেবিলে ঢলে পড়ে। তার শরীর তখন শবদেহ ছুঁয়েছে। এবং সে দ্রুত বলে যাচ্ছে, কিভাবে সে মিস্টার শাটলওয়ারদিকে খুন করেছিল।

সে শাটলওয়ারদিকে ফলো করেই ডোবার ধারে যায়। পিস্তলের গুলিটা ঘোড়ার গায়ে লাগে। পিস্তলের হাতলের ঘা লাগে সওয়ারের মাথায়। পকেট বুকটা সে হাতিয়ে নেয়। ঘোড়াটাকে মৃত ভেবে কাঁটাঝোপের ভেতরে রেখে নিহত শাটলওয়ারদির লাস ঘোড়ার পিঠে তুলে সে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রাখে। মিস্টার পেনিফেদারের ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে সে তার ওয়েস্টকোট, ছোরা, বুলেট, রক্তমাখা রুমাল, সার্ট ইত্যাদি যথাস্থানে রেখে দিয়েছিল।

ভয়ংকর কাহিনীটা বলতে বলতে হঠাৎ টলমল করে টেবিল থেকে মেঝেয় পড়লো চার্লি।

সে মরে গেল !!!

....এবং এই গল্পে আমিই গোয়েন্দা !!!

হাঁ, মিস্টার পেনিফেদার যখন চার্লিকে মারে, প্রতিশোধের কথা বলার সময় চার্লির মুখের ভাব আমি ভুলিনি। সুতরাং পেনিফেদার-এর বিরুদ্ধে প্রত্যেকটা প্রমাণ যে চার্লি খুঁজে বার করেছে তা আমার চোখ এড়ায়নি। ঘোড়ার বুক ফুঁড়ে চলে গেছে বুলেট, তাহলে ঘোড়ার বুকের ভেতরে বুলেট পায় কি করে চার্লি? শার্ট ও রুমালের রক্ত রক্তই নয়, লাল রঙের মদ। চার্লি গরীব, বন্ধু মরে যাওয়ার পর কার পয়সায় সে অতো পার্টি দিচ্ছে?

তাই আমি মিস্টার শাটলওয়ারথের মৃতদেহের খোঁজ করলাম এবং

কাঁটাঝোপে ঢাকা একটা কুয়োর ভেতরে লাসটা খুঁজে পেলাম।

তিমির স্থিতিস্থাপক হাড়ের একটা টুকরো ঢুকিয়ে দিলাম লাসের গলার ভেতরে। লাসটা কোলকুঁজো করে রাখলাম। অর্থাৎ তিমির হাড়ও ভাঁজ হয়ে রইলো। চেপে বন্ধ করেছিলাম ঢাকনাটা। যেন ঢাকনা খুললেই মৃতদেহ সোজা হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, মদ্যব্যবসায়ীদের নামে চিঠি আমিই লিখেছি। বাক্সটা পাঠিয়েছি আমিই। এবং আসলে, মৃতদেহ কথা বলেনি। হরবোলার কায়দায় কথা বলেছি আমি, যেন খুনীর ভয় ও বিবেক জেগে ওঠে।

…হ্যাঁ, মিস্টার পেনিফেদার ছাড়া পেয়েছ, কাকার সম্পত্তি পেয়ে অভিজ্ঞতার শিক্ষায় লাভবান হয়ে লোকটা আগের খারাপ অভ্যাস গুলো ছেড়ে ভালমানুষের মত নতুনভাবে বাঁচতে শিখেছে।

॥ ইন্টারপোলের গোয়েন্দা ॥

॥ অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন ॥

আগাথা ক্রিস্টি, ডিকসন কার বা এর্লি স্ট্যানলী গার্ডনার-এর মত ক্লাসিক ডিডাকশন-ডিটেকশন কাহিনী লেখেননা ম্যাকলীন। সাহিত্যের যে বিভাগে তিনি খ্যাতিমান, তা হল: থ্রিলার—স্পাই-থ্রিলার ও গোয়েন্দা-থ্রিলার। বর্তমান কাহিনীটি গোয়েন্দা-থ্রিলার। ম্যাকলীনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস: 'ফায়ার ইজ দ্য কী' 'দি ডারক ক্রুসেডার', 'আইস স্টেশন জেব্রা', 'পাপেট অন এ চেইন্', 'দ্য গানস্ অফ নাভারোন্', 'এইচ. এম. এস্. ইউলিসিস', 'বেয়ার আইল্যাণ্ড' এবং 'দ্য গোল্ডেন গেট'। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস অবলম্বনে জনপ্রিয় ফিল্ম প্রযোজিত হয়েছে। ম্যাকলীনের কাহিনীর সুখপাঠ্যতা, ঘটনাব তীব্র গতি, চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্য এবং ডিটেলসের ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতনতা এমন এক অনুপম থ্রিলার-কাহিনীর অঙ্গীভূত, যার তুলনা সমকালে বিরল। একালে জেমস হেডলী চেজ, নিক কার্টার, কার্টার ব্রাউন ইত্যাদি লেখক তাঁদের কাহিনীর দূর্বলতা ঢাকতে চেষ্টা করেন সেক্স অ্যাপীলের সাহায্যে। অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীনের কাহিনী এতোই দৃঢ়সংবদ্ধ যে স্টাণ্টবাজি বা সেক্সের সাহায্য নেওয়ার কোন প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করেননি থ্রিলারের সম্রাট ম্যাকলীন্। ম্যাকলীনের অনেকগুলি উপন্যাস বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ জানাবো সেগুলি পড়তে। নিক কার্টার-এর মত নিকৃষ্ট লেখকের বাজে লেখা বাংলা অনুবাদে পড়ে যে হতভাগ্য পাঠক স্পাই-থ্রিলার সাহিত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করছেন কিম্বা কার্টার ব্রাউনের সস্তা খেলো লেখা অনুবাদে পড়ে যাঁরা গোয়েন্দা-থ্রিলার-সাহিত্য পড়ছেন বলে ভাবছেন,

তাঁরা অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীনের লেখা পড়লে বুঝবেন, ম্যাকলীন

না পড়ে তাঁরা কি হারাচ্ছেন! আমরা বাংলা অনুবাদে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের ব্যাপক ও বিপুল প্রচার কামনা করি। সংকলনের প্রয়োজনে সংক্ষেপীকরণের জন্য আমি সবিনয়ে মার্জনা চাইছি পাঠক-পাঠিকার কাছে।

।। ডাঃ অভিজিৎ দত্ত ।।

।। ১ ।।

মেঘহীন তপ্ত বিকেলে রেস্‌-ট্র্যাকের পাশে বসেছিল হারলো। তার দীঘল চুল হাওয়ায় উড়ে মুখটা একটু আড়াল করেছে। ধাতব দস্তানাপরা হাত খুব শক্ত করে ধরে আছে সোনালী শিরস্ত্রাণটা, যেন ওটা ভেঙে ফেলতে চাইছে। হাত দুটো কাঁপছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। তার নিজের গাড়ীটা উল্টে যাওয়ার আগে শেষ মুহূর্তে সে বাইরে ছিটকে পড়েছে। তার চোট লাগেনি। আগুন নেভাবার যন্ত্র থেকে ফোম্‌-এর স্তূপে ঢেকে গেছে ইঞ্জিন। সামান্য ধোঁয়া উঠছে। আর বিস্ফোরণের সম্ভাবনা নেই।

অ্যালেক্‌সিস্‌ ডানেট হারলোর কাছে যেয়ে দেখে, সে নিজের উল্টে-যাওয়া গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে নেই, সে তাকিয়ে আছে ট্র্যাকে প্রায় দুশ গজ দূরে, যেখানে আইজ্যাক জেথ্‌রু নামের আর এক রেসিং-কার ড্রাইভারের শরীর চিতার সাদা আগুনে জ্বলছে। ওই চিতাটাই ছিল তার গাঁ প্রী ফরমুলা ওয়ান্‌ রেসিং কার। ধোঁয়া সামান্যই উঠছে ভাঙা গাড়ী থেকে। ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয়ের ঝকঝকে চাকা থেকে প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে! ঝোড়ো হাওয়ায় মাঝে মাঝে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে আগুনের পর্দা। দেখা যাচ্ছে, ককপিটে সোজা হয়ে বসে আছে জেথ্‌রু। ডানেট জানে, ও জেথ্‌রু। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে আগুনে ঝলসানো মানুষের শরীরের অবশেষ।

স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দেখছে হাজার দর্শক। অবিশ্বাস্য আতংক তাদের চোখে! গ্রাঁ প্রী-র নটা রেসিং কার থেমে গেছে। রেস্ মার্শ্যালরা পতাকা নাড়িয়ে জানাচ্ছে, এই রেস্ পরিত্যক্ত হল। সাইরেনের শব্দ তুলে অ্যাম্বুল্যান্স ছুটে আসে, জ্বলন্ত গাড়ী থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ায়। অ্যালুমিনিয়ম্ ও অ্যাসবেসটস-এর স্যুটপরা কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে, লোহার রড ও কুঠারের সাহায্যে কোন মতে মৃতদেহটাকে কাছে টেনে আনছে। যদিও এসবের কোন মানে হয়না। জেথুকে কোনভাবেই সাহায্য করা যাবে না। সে মরে গেছে !!!

হারলোর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে ডানেট। সে সাড়া দেয় না। যেন সে দুঃস্বপ্ন দেখছে। স্টেচার হাতে ছুটে আসে অ্যাম্বুল্যান্সের দুজন কর্মী। ওদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলে উঠে দাঁড়ায় হার্লো, ডানেট তাকে ধরে আছে, কাঁপা-কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত ও আবিষ্টের মত হাঁটছে হারলো। রোগা ও দীঘল চেহারার ডানেটের মাথায় চুলের মাঝখানে সিঁথি, পেন্সিলের সরু লেখার মত গোঁফ ও রিমলেস্ চশমার দরুন ওকে অ্যাকাউনট্যান্ট বলে ভুল হয়। যদিও পাসপোর্ট অনুযায়ী ও সাংবাদিক।

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হাতে এগিয়ে আসে করোনাডো রেসিং টীমের ম্যানেজার জেমস ম্যাকআলপাইন—বয়স মধ্যপঞ্চাশের কোঠায়. পরনে বাদামী রঙের গ্যাবার্ডিন স্যুট, ভারিক্কী চেহারা, মাথার চুল সিংহের কেশরের মত, কালোর সঙ্গে রূপোলী রঙ মেশানো। তার পেছনে চীফ মেক্যানিক জ্যাকবসন এবং তার দুজন সহকারী, মাথায় লাল চুল, যমজ ভাই দুজনকে অজ্ঞাত কারণে সবাই টুইডলডাম্ ও টুইডলজী বলে ডাকে। তারা জ্বলন্ত গাড়ী নিয়ে ব্যস্ত। সাদা কোট পরা অন্য দুজন-ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত।

কেননা মাটিতে শুয়ে আছে জেমসের মেয়ে মেরী। তার মাথার চুলের রং কালো। তার বয়স কুড়ি। কার রেসের এক একটা অংশ পার হতে কোন্ ড্রাইভারের কত সময় লাগছে, সে প্যাডে লিখে

রাখছিল। এখনো তার হাত দুটো প্যাড ও পেনসিল ধরে আছে। যদিও সে অচেতন। যে লোকদুটো ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে তাদের একজন মেরীর বাঁ হাঁটুর কাছে ঝুঁকে আঁটসাঁট স্ল্যাকস কাঁচি দিয়ে কাটতে ব্যস্ত। একটু আগে স্ল্যাকসের রঙ ছিল সাদা। এখন ওটা রক্তে লাল। হারলো যেন ওদিকে না তাকায়, তাই ওকে অন্যদিকে নিয়ে যায় জেমস। জেমস ম্যাকআলপাইনের ক্ষমতা আছে এবং বুদ্ধি আছে। সে শক্ত মানুষ কিন্তু তার বাইরের শক্ত আবরণের আড়ালে করুণা ও অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় আছে, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। জেমস ম্যাকআলপাইন কোটিপতি।

যে ছাউনিটার নীচে সে দাঁড়িয়েছিল, তার পেছন দিকে একটা কাঠের বাক্স পোর্টেবল বারের কাজ করছে আপাততঃ। আইসবক্সে ঠাণ্ডা বীয়ার ও কোল্ড ড্রিংক। তাছাড়া যে হারলো পরপর পাঁচটা গ্রাঁ প্রী জিতে রেকর্ড করছে, তার পক্ষে আর একটা রেসে জেতা সম্ভব এবং সে জিতলে সেই উপলক্ষটা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে দু বোতল শ্যাম্পেন আনা হয়েছে। আইসবক্সের ধারে কাছে গেল না হারলো, সে কাঠের বাক্স থেকে ব্র্যানডির বোতল তুলে গ্লাসে ঢাললো। গ্লাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো বোতলের, যতোটা গ্লাসে ঢাললো তার চেয়ে মাটিতে পড়লো বেশী, গ্লাসটা মুখে তোলার সময় দাঁতে লেগে শব্দ হল, যতোটা মুখে গেল তার থেকে বেশী পড়লো দু গাল বেয়ে।

ডানেটের দিকে তাকায় ম্যাকআলপাইন্। জনি হারলো—বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, গ্রাঁ প্রী সারকিটের সব চেয়ে সফল নায়ক, একালের অতুলনীয় রেসিং কার ড্রাইভার, গত বছর এবং এ বছরের চ্যাম্পিয়ন। সেই জনি হারলো এই নিয়ে পরপর তিনবার কার রেসে অ্যাকসিডেন্ট ঘটালো। তার থেকে বড় কথা যে জনি সাফল্য স্মরণীয় রাখার উৎসবে এক চুমুক শ্যাম্পেন ছাড়া সারা জীবন মদ ছোঁয়নি, সে এখন মদ খাচ্ছে।

অবশ্য এসব একদিনে ঘটেনি। এই বছরের দ্বিতীয় গ্রাঁ প্রী রেসে জনির ভাই—সেও অসাধারণ প্রতিভাবান্ রেসিং-কার ড্রাইভার—ঘণ্টায় দেড়শো মাইল স্পীডে গাড়ী চালাবার সময় হঠাৎ পাইন গাছের গুঁড়িতে গাড়ী ধাক্কা লাগিয়ে মারা যায়। তার পর থেকে গম্ভীর হয়ে থাকে, জনি, কারো সঙ্গে বিশেষ মেশে না। এমনিতে সে ছিল নিরাপত্তা সম্বন্ধে অতিসচেতন, কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে সে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, নিরাপত্তা এখন তার পক্ষে কোন প্রশ্নই নয় এবং অসাবধানী ও বিপজ্জনক ড্রাইভিং-এর গুণেই হয়তো সে য়ুরোপের একের পর এক কার রেসে রেকর্ড ভেঙেছে। অন্য ড্রাইভাররা তাকে ভয়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়। অনেকে বলছে, এই ধরনের ড্রাইভিং আত্মহত্যার চেষ্টার মত এবং হারলো প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে নয়, বরং নিজের সঙ্গেই লড়ছে। এই যুদ্ধে সে জিততে পারবে না এবং একদিন না একদিন তার সৌভাগ্যের দিন শেষ হবে।

তাই হয়েছে। ম্যাকআলপাইন অবশ্য বলে, রেসিং কার ড্রাইভিং-এ অংশ নেয় যেসব পুরুষ, তারা যতোই শান্ত, সাহসী বা প্রতিভাবান হোক এবং আপাতদৃষ্টিতে তাদের সংযম যতোই বরফকঠিন ও ইস্পাতদৃঢ় হোক, আসলে তা ক্ষণভঙ্গুর। সেরা ড্রাইভাররা অ্যাকসিডেণ্ট করে, এমন নার্ভাসনেস ও মানসিক অবসাদে ভোগে যে তাদের অবসর নিতে হয় কিম্বা কোন দিন আর রেসে জিতবেনা জেনেও শূন্যগর্ভ অহংকার বজায় রাখার তাগিদে গ্রাঁ প্রীতে অংশ নেয়। কিন্তু নার্ভ নষ্ট হয়ে গেছে এই অজুহাতে কারো রেসে অংশ নেওয়া বন্ধ করা যায় না।

ম্যাকআলপাইনের মেয়ের জন্যে অ্যাম্বুল্যানস এসেছে। ডানেট এক বালতি জল ও স্পঞ্জ এনে হারলোর মুখ ধুয়ে দিচ্ছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকআলপাইনের ছেলে রোরী। শ্যামল রং, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, এমনিতে হাসিখুশী। কয়েক মিনিট আগে হারলো ছিল তার জীবনের আদর্শ পুরুষ। এখন অচেতন বোনের রক্তে ভেজা শরীরের দিকে তাকিয়ে হারলোর ওপর তার প্রচণ্ড

রাগ আর ঘৃণা জেগে ওঠে।

অ্যাকসিডেন্টের কারণ নিয়ে সরকারীভাবে অনুসন্ধান চলেছে। ছোট্ট একটা ঘরে টি, ভি, তে ঘটনার প্লে-ব্যাক দেখানো হচ্ছে। গ্রাঁ প্রী রেসে তিনটে গাড়ী এগিয়ে চলেছে। সবার আগে একটা ফেরারি গাড়ী, তার পেছনে হারলোর করোনাডো গড়ী, হারলোর পেছনে ক্যালিফোর্নিয়ার নামজাদা রেসিং কার ড্রাইভার আইজ্যাক জেথুর ফেরারি গাড়ী। জেথুব গাড়ীর ইঞ্জিনের বারো সিলিন্ডারের ক্ষমতা হারলোর থেকে বেশী, সে হারলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়। হারলো ব্রেকের আলো জ্বালায়, তার উদ্দেশ্য : সামনের গাড়ীটার পেছনে নিজের গাড়ী রেখে জেথুকে এগিয়ে যেতে দেওয়া। হঠাৎ অবিশ্বাস্যভাবে হারলোর গাড়ীর ব্রেকের আলো নিভলো, করোনাডো আচমকা বাইরের দিকে বাঁক নিলো, যেন তার উদ্দেশ্য : জেথু ওভারটেক করার আগেই সে ওর সামনে এগিয়ে যাবে। ঘণ্টায় ১৮০ মাইল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে আসছে জেথু, সে ব্রেক করার সময় পেলোনা। হারলোর গাড়ীর সামনের চাকার পাশে লাগে জেথুর সামনের চাকা। হারলোর গাড়ী ঘুরে যায়। কিন্তু জেথুর পক্ষে পরিণতিটা হল শোচনীয়। কন্ট্রোলহীন ফেরারি গাড়ীটা সেফটি ব্যারিয়ার ভেঙে লাল আগুনের শিখা জ্বেলে ধোঁয়া ছড়িয়ে ঘণ্টায একশোমাইল স্পীডে দূরের বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে ঘুরে তুবার উল্টে যেয়ে শেষ পর্যন্ত চারটে ভাঙা চাকার ওপরে স্থির হয়। ককপিটে বন্দী অ্যাইজ্যাক জেথু এতোক্ষণে মরে গেছে।

হারলো যে জেথুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হারলো সতেরোমাসে এগারোটা গ্রাঁ প্রী জিতেছে। হারলো বিশ্বে শ্রেষ্ঠ রেসিং কার ড্রাইভার। সুতরাং জেথর মৃত্যুর জন্য তাকে সরকারীভাবে সরাসরি দায়ী বলা হলনা। রেসিং ট্র্যাকের পরিভাষায় বলা হল, সবই ভগবানের হাত।

....তখন হাজার হাজার ফরাসী দর্শক স্ট্যানডে দাঁড়িয়ে হারলোর উদেশ্যে বেড়াল ডাকে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ মুখখিস্তি করে, ঘুঁষি দেখায়। জনি হারলোর নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ তাকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু তাদের মুখ দেখে বোঝা যায়, তাদেরও সহানুভূতি দর্শকদের দিকে। হারলোর কিছুটা পেছনে ডানেট ও ম্যাকআলপাইনের মাঝখানে করোনাডো রেসিং টীমের দুনম্বর রেসিং বার ড্রাইভার ট্রাশিয়া। সে দেখতে খুব সুন্দর, মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, দাঁতগুলো টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত এবং শরীরে সান-ট্যানের বাদামী রং। এই মুহূর্তে ট্রাশিয়ার মুখে একটা কুৎসিত ও রাগী ভাব ফুটে উঠেছে। সে চড়া গলায় বলে—"ভগবানের হাত! জেসাস ক্রাইস্ট! আমি বলবো, স্রেফ খুন!!! সোজা ব্রেক থেকে পা তুলে নিয়ে হারলো শেষ মুহূর্তে ওর গাড়ীটা জেথুর গাড়ীর সামনে নিয়ে গেল। যেহেতু ও সতোরো মাসে এগারোটা গ্রাঁ প্রী জিতেছে, যেহেতু ও গত বছরের চ্যাম্পিয়ন, যেহেতু এমনিতেই সারা পৃথিবীতে বহু লোক বলছে যে গ্রাঁ প্রী প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং এখন চ্যাম্পিয়নকে খুনী বললে হয়তো ওরা প্রতিযোগিতা বন্ধ করার একটা ভালো অজুহাত পাবে, অতএব সে মানুষ খুন করলেও বলতে হবে, এসবই ভগবানের হাত!"

"নিকি, ও তো তোমার বন্ধু?

"জেথ ও আমার বন্ধু ছিল।"

ছাউনির নীচে গেছে হারলো। চীফ মেক্যানিক, রোগা, দীঘল ও শক্ত চেহারার পুরুষ জ্যাকসন ম্যাকআলপাইনের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসে। ম্যাকআলপাইন হারলোর চোটখাওয়া গাড়ীর ককপিটের উপর ঝুঁকে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দেখে। বলে—

"যন্ত্রপাতির গোলযোগ ছিল কিনা, কে জানে।"

"গাড়ীটা আমি তৈরী করেছি মিস্টার ম্যাকআলপাইন।"

"আমি জানি, জ্যাকবসন, তুমি ভালো মেকানিক, আজেবাজে কথা

বলা তোমার স্বভাব নয়।"

"চার ঘণ্টা, বড়জোর ছঘণ্টার মধ্যে আমি গাড়ীটা চালিয়ে দেখাবো।"

আকাশীরঙের রেসিং ওভারঅল পরা আর এক রেসিং কার-ড্রাইভার এগিয়ে আসে। তার নাম হ্যাব্যয়ার। তার রক্তে নরডিক ও অস্ট্রীয়ান রঙের মিশ্রণ। গ্রাঁ প্রীতে তার সাম্প্রতিক সাফল্যের নজির দেখে মনে হচ্ছে, হারলোর পর সেই চ্যাম্পিয়ন হবে। এখন ও ঠোঁটদুটো চাপা, হাল্কা নীল চোখের তারাদুটো যেন জ্বলছে। ম্যাকআলপাইন তার রাস্তা আটকায়।

"রাস্তা ছাড়ো। সেই বেজন্মাটা কোথায়? লোকটা খুনী, উন্মাদ। হারলোর দোষে মারা গেল যেথ্‌রু। এর আগে দুটো রেসে আমি বাধ্য হয়ে ওকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি। নইলে জেথ্‌রুর মত আমাকেও মরতে হত। মিস্টার ম্যাকআলপাইন, আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, আমি জি-পি-ডি-এর মিটিং ডেকে প্রস্তাব আনবো, এরপর আর কোনো রেসে নামতে দেওয়া হবেনা জনি হারলোকে।"

ওর কাঁধে হাত রেখে ম্যাকআলপাইম বলে—

"উইলি, তুমি তা করবেনা। কারণ হারলোর পর তোমারই চ্যাম্পিয়ন হবার কথা।"

"হারলো খুনী। ও আবার খুন করবে।"

—যাওয়ার আগে বলে যায় উইলি।

ম্যাকআলপাইন রেসিং সম্বন্ধে এক্সপার্ট, কিন্তু ডানেটের মতামতের ওপর তার শ্রদ্ধা আছে। সাংবাদিক ডানেট এককালে রাজনীতি-সংক্রান্ত রিপোর্তাজ লিখতো, এখন সে সারা পৃথিবীর কার রেসিং সম্বন্ধে রিপোর্তাজ লেখে ব্রিটেনের একটি দৈনিকে ও দুটি রেসিং সংক্রান্ত ম্যাগাজিনে—একটি ব্রিটিশ, অন্যটি অ্যামেরিকান মালিকানার ম্যাগাজিন। সারা পৃথিবীতে মোটর রেসিং সংক্রান্ত রিপোর্তাজের

জন্যে যে সব সাংবাদিক খ্যাতিমান্‌, ডানেট তাদের একজন। এই খ্যাতি সে মাত্র দুবছরে অর্জন করেছে। এজন্যে অ্যালেক্‌সিস্‌ ডানেটকে ঈর্ষা করে অন্য সাংবাদিকরা। তাছাড়া, করোনাডো টীম যেখানে যায়, সংগে থাকে অ্যালেকসিস ডানেট। রেসিং কার ড্রাইভিংএর সবচেয়ে নামজাদা প্রতিষ্ঠান করোনাডো টীমের ভেতরকার সব খবর জানতে পারে ডানেট। হারলোর সমন্ধে সে বেশ কিছু নিবন্ধ লিখেছে এবং হারলোর সঙ্গে সহলেখক হিসেবে একটা বইও লিখেছে। এসবের জন্যেই তাকে ঈর্ষা করে অন্য সাংবাদিকেরা।

ডানেট বলে—"উইলি হয়তো ঠিকই বলেছে, জেমস। হারলো পরপর পাঁচটা গ্রাঁ প্রী জিতেছে বটে। কিন্তু স্পেনিশ গ্রাঁ প্রীতে ওর ভাই মারা যাওয়ার পর থেকেই ও বদলে গেছে—"

ম্যাকআলপাইন বোঝায়—"যে ড্রাইভার পরপর পাঁচটা গ্রাঁ প্রী জিতেছে, সে নার্ভ হারিয়েছে, বলতে চাও।"

"ও বেপরোয়া ও আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওটায় অন্য ড্রাইভাররা ভয়ে ওকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে ও জিতে যাচ্ছে।"

"অ্যালেক্সিস, তুমি হয়তো ঠিকই বলছো। এই ছাখো না—"

ছাউনির নীচে ব্র্যানডির বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালছে হারলো। কাচের সঙ্গে কাচের ধাক্কা লেগে শব্দ হচ্ছে। নিজের ভাঙা গাড়ীটার দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

....হাসপাতালে মেরী ম্যাকআলপাইনের জ্ঞান ফিরেছে। তার পা ব্যানডেজ করা, চোখের চাউনিতে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

"ড্যাডি, এই অ্যাক্সিডেন্ট জনির দোষে হয়নি। গাড়ীর যন্ত্রপাতিতে নিশ্চয়ই গোলমাল ছিল—"

"জ্যাককসন গাড়ী পরীক্ষা করে দেখছে।"

"ড্যাডি, তুমি জনিকে আমার সংগে দেখা করতে বলো।"

"আজ রাতেনা। ও শকে ভুগছে—"

ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে ম্যাকআল-পাইন। ডাক্তারের মাথায় ধূসর চুল, চোখে ক্লান্তির ছাপ।

"ডক্টর শোলেই, আমার মেয়ে মেরীর পায়ে ট্র্যাকশন দেওয়া হলনা কেন?"

"মিস্টার ম্যাকআলপাইন, ট্র্যাকশন ভাঙা হাড়ের জন্যে। আপনার মেয়ের গোড়ালিটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেছে। হাড়ের যেটুকু অক্ষত আছে তা একসঙ্গে জুড়ে দিতে লবে—"

"তার মনে, ও সারা জীবন খুঁড়িয়ে হাঁটবে?"

"ইচ্ছে করলে আপনি প্যারীর সেরা অরথোপেডিক স্পেশ্যালিস্টের মত নিতে পারেন—"

"না, ডক্টর, তার দরকার নেই।"

"আমি দুঃখিত। মেয়েটি এতো সুন্দর। কিন্তু আমি তো শুধুমাত্র সার্জন। অলৌকিক কিছু আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

দীঘল আকারের গ্যারেজ। পরিস্কারপরিচ্ছন্ন। স্পটলাইট ঝুলছে। হারলোর ভাঙা করোনাডো গাড়ীটা পরীক্ষা করে দেখছে জ্যাকবসন। অ্যাক্সিডেন্টের কারণ সম্বন্ধে তার মতামতের জন্যে অপেক্ষা করে আছে ম্যাকআলপাইন ও ডানেট।

এবং ওদের আগাচরে ওদের মাথায় ওপরে খোলা স্কাইলাইট দিয়ে উঁচিয়ে আছে একটা আট মিলিমিটার ক্যামেরা। ক্যামেরাটা ধার আছে জনি হারলোর হাত। সেই হাত সম্পূর্ণ স্থির। জনির মুখেও কোন অনুভূতির রেখা নেই। মাৎলামির কোন চিহ্নও নেই সেখানে। জ্যাকবসন বলে—

'সাসপেনসন, ব্রেক, ইঞ্জিন, ট্র্যানসমিশান, টায়ার, স্টীয়ারিং—সব ঠিক আছে।'

'তাহলে অ্যাক্সিডেণ্টের কারণটা কি?'

'ড্রাইভারের ভুল'

'কিন্তু ড্রাইভার জনি হারলো কখনো ভুল করেনা।'

'সেব্যাপারে যেথ্-র মতটা জানলে ভালো হত।'

'চলো, হোটেলে যাওয়া যাক। তার আগে বারে এক পেগ মদ খেয়ে জনি কেমন আছে, দেখে যাবো।'

'জনি এতোক্ষণে মদে বেহুঁশ হয়ে আছে।'

'জনি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। সে এখনও আমাদের সেরা ড্রাইভার।'

ওরা তিনজন গ্যারেজ ছেড়ে যেতেই স্কাইলাইটের ফুটো দিয়ে প্রথমে কার্নিসে ও পরে বীমে পা রাখে জনি হারলো। ভিতরের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বার করে সে নীচের দিকে আলো ফেলে। ন-ফুট নীচে কংক্রীটের মেঝে। বীম থেকে ঝুলে অনায়াসে আস্তে নীচে নেমে আলো জ্বালে জনি হারলো। তার সঙ্গে দুটো ক্যামেরা। একটা আট মিলিমিটারের মুভি ক্যামেরা, অন্যটা স্টিল্ ফটো তোলার ফ্ল্যাশলাইট-সমেত ক্যামেরা। সাসপেনসন, কারবুরেটর, ইঞ্জিন— সে ফটো তোলে। বাঁদিকে হাল্কা কাঠের মই। নীচে গুটোনো দড়ি। দড়িটা ওপরের ধাপে জড়িয়ে মইটা বীমের গায়ে হেলিয়ে রেখে আলো নিভিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। দড়ি ও মই সরিয়ে সে স্কাই-লাইটের ফুটো দিয়ে বাইরে যায়।

আলোঝলমল রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হালে জনি হারলো। কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে টীমের অন্য দুজন ড্রাইভার। নিকটে ট্র্যাশিয়া ও উইলি ম্যুব্যয়ার। হারলো দোকানের প্রবেশ-পথের আড়ালে লুকোয়। ওরা দুজন ছুটে যেতেই সে আবার ছুটে চলে।

৪১২ নম্বর দরজায় জোরে ধাক্কা দিচ্ছে ম্যাকআলপাইন। ডানেট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

চার তলার ফায়ার-এসকেপের প্লাটফর্ম। রেলিং ধরে লাফ দিয়ে খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকে হারলো। অল্প পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আধবোতল হুইস্কি দেখা যাচ্ছে।

'জনি, দরজা খোলো! নইলে দরজা ভাঙবো!'

—ম্যাকআলপাইন চেঁচাচ্ছে।

জনি হারলো ক্যামেরা দুটো বিছানার নীচে রাখে, কালো চামড়ার জ্যাকেট ও কালো গোলগলা সোয়েটার ক্যামেরার পাশে লুকোয়, হুইস্কির বোতলে চুমুক দেয়, হাতের তালুতে মুখের হুইস্কি ফেলে ও মুখে মাখে।

ম্যাকআলপাইনের লাথিতে দরজা খোলো। ভেতরে ঢুকে ম্যাক-আলপাইন ও ডানেট দেখে, শার্ট-ট্রাউজার-জুতো-পরা জনি হারলো আপাতদৃষ্টিতে মদের নেশায় অর্ধ-অচেতন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে, হুইস্কির বোতল সমেত ডান হাতটা বিছানার ধারে ঝুলছে। ম্যাক-আলপাইন অবাক হয়ে বলে—

'পৃথিবীর সেরা ড্রাইভার!'

ডানেট বলে—'প্লীজ, জেমস। তুমি তো নিজেই বলছো। ওদের সবারই এইরকম পরিণতি।'

'কিন্তু জনি হারলো?'

'জনি হারলোও ব্যতিক্রম নয়।'

....ওরা চলে যেতেই হারলো চোখ খোলে। হাতে মদের গন্ধটা বিশ্রী লাগায় সে নাক কোঁচকায়।

॥ ২ ॥

অ্যাক্সিডেন্ট ও জেথ্‌রুর মৃত্যুর পর দুহপ্তা কেটে গেছে। ফরাসী সংবাদপত্র জনি হারলোর সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই লিখেছে। কিন্তু জনি হারলো জন্মসূত্রে ব্রিটিশ এবং ব্রিটেনে গ্রাঁ প্রী-এর সময় ব্রিটিশ দর্শকরা তাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু রেসের প্রথম ধাপেই

হারলোর গাড়ীর সামনের দুটো টায়ার ফেঁসে গেল। এবার অবশ্য অ্যাক্সিডেন্ট হলনা। তবে রেসে জেতার কোন প্রশ্ন রইল না। এবার জ্যাকবসন বলল, ড্রাইভারের ভুলে এটা ঘটেছে।

দু হপ্তা পরে জার্মান গ্রাঁ প্রি। ইউরোপের সমস্ত কার রেসিং সারকীট-এর মধ্যে এটা দুরূহতম এবং অতীতে এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জনি। কিন্তু এবার সে দ্বাদশ প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একাদশ স্থান পেল। নিকোলো ট্র্যাশিয়া দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। জনি বলছে—

'আমার গাড়ীতে গোলমাল ছিল। পাওয়ার কখনো আসছে, কখনো যাচ্ছে।'

জ্যাকবসন ও ম্যাকআলপাইনের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হয়। সেদিন সন্ধ্যায় গাড়ীটা চালিয়ে দেখায় জ্যাকবসন। বলে, কোন গোল-মাল ছিল না। এবারও ড্রাইভারের ভুল।

ম্যাকআলপাইন ও জ্যাকবসন চলে যেতে হারলো টর্চ, ল্যাম্প, হাতুড়ি ও অন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে গ্যারেজের কয়েকটা কাঠের তৈরী বাক্স খোলে, আবার সযত্নে সেগুলো বন্ধ করে রাখে। এবারও তার মুখে কোন অনুভূতির রেখা জাগে না।

আরও দু-সপ্তাহ পরে·······

নিকোলো ট্র্যাশিয়া অস্ট্রীয়ান গ্রাঁ প্রী জিতলো। রেসের পঞ্চম ধাপে খারাপ হয়ে গেল জনি হারলোর গাড়ী। মুঠোকরা হাতদুটো ওভার-অলের পকেটে, জনি হারলো গাড়ী থেকে নেমে বললো—

'আমার গাড়ীর ফোর্থ গীয়ার খারাপ ছিল।'

হারলো চলে গেল। মেরীর চোখ বিষণ্ণ। তার ভাই রোরীর চোখে ঘেন্নার চাউনি। ম্যাকআলপাইন ডানেটকে বলে—

'আর একটা গ্রাঁ প্রী দেখবো।'

'জনি এতোক্ষণে মদের নেশায় বেহুঁশ।'

ট্র্যানসপোর্টারের ড্রাইভার হেনরী বলে—

'ও বড্ড বেশী মদ খাচ্ছে। ওকে রেসে নামতে দেওয়া উচিত নয়।

'তুমি ট্র্যানসপোর্টার চালাও, হেনরী। টীম চালানো আমার কাজ।'

হেনরী চলে যেতে ম্যাকআলপাইন বলে—

'হেনরী ঠিকই বলেছে। এককালে এই জনি হারলো মদ ছুঁতোনা। এখন সে বড্ড বেশী মদ খাচ্ছে। আজকাল ও কাছে এলেই ওর মুখে পিপারমেণ্টের গন্ধ পাবে। মদের গন্ধ ঢাকার জন্যে—

অথচ তখন........

সন্ধ্যার আঁধারে হুড দেওয়া আলোর লাল আলোতে স্পেয়ারবক্স পরীক্ষা করছে হারলো।

একটু পরে জ্যাকবসন ও ম্যাকআলপাইন আসে। ম্যাকআলপাই বলে—

'এবার ও ঠিকই বলেছে। ফোর্থ গীয়ার খারাপ।'

'ওটা নষ্ট করার অনেক উপায় আছে, মিস্টার ম্যাকআলপাইন।'

খানিকক্ষণ পরে বেডরুমে ফিরে হারলো চুল আঁচড়ায়, স্কচ হুইস্কির বোতল খুলল বাথরুমে যেয়ে হুইস্কি দিয়ে কুলকুচো করে এবং ডাইনিং রুমে যায়। সে হেনরীর টেবিলে বসে।

পরে ম্যাকআলপাইন জিজ্ঞাসা করে—

'কেমন বুঝলে, হেনরী?'

'মদের ভাটির মত গন্ধ ছাড়ছিল।'

পাঁচ মিনিট পরে কাফেতে ঢুকে হারলো 'টনিক অ্যাণ্ড ওয়াটার' অর্ডার দেয়। মেরী ভেতরে ঢুকতে সে বলে—

'আমার ওপরে স্পাইং করার জন্যে কে তোমায় পাঠালো?'

'ওহ্, জনী! ওটা কি? জিন? ভদকা?'

'টনিক অ্যাণ্ড ওয়াটার। তোমার মা তোমাদের মার্সেইর বাড়ী ছেড়ে যাবার পর তোমার বাবা তার কোন চিঠি বা তার সম্বন্ধে কোন

খবর পায়নি, তাই না, মেরী?'

........সেই মুহূর্তে জনির ঘরের দরজা খুলে জনির বিছানা তুলে বিছানার নীচে চারটে ভর্তি আর একটা আধভর্তি হুইস্কির বোতল খুঁজে পায় ম্যাকআলপাইন ও ডানেট। ম্যাকআলপাইন বলে—

'এই পাঁচ বোতল মদ আমরা এখান থেকে নিয়ে যাবো। জনি হারলোর পক্ষে তো কাউকে বলা সম্ভব নয় যে তার ঘর থেকে পাঁচ বোতল হুইস্কি চুরি গেছে?'

........রোরি তার বাবা ম্যাকআলপাইনকে বলছে—

'আমি জনি হারলোকে পছন্দ করি না। কিন্তু আমি আমার বোন মেরীকে পছন্দ করি এবং সে আঘাত পাক এটা আমি চাই না। আজ একটা পাব্-এ মেরীর সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিল জনি।'

'তুমি সত্যি বলছো?'

........'মেরী, ও সত্যিই মদ খাচ্ছিল?'

'ও তো বলল, টনিক অ্যাণ্ড ওয়াটার'

'জল না ছাই, মদ। মদ। মেরী, আমার মেয়ে একটা মাতালের সঙ্গে মিশুক, এটা আমি পছন্দ করিনা।'

'জনি মাতাল! কি বলছো, বাবা?'

ফোন করে ডানেটকে ডেকে আনে ম্যাকআলপাইন ও বলে—

'অ্যালেকিসস্, মেরীকে বোঝাও যে জনি হারলোর ঘর সার্চ করে আমরা ওর বিছানার নীচে চারটে ভর্তি আর একটা আধখোলা হুইস্কির বোতল পেয়েছি।'

'সত্যি, মিস্টার ডানেট?'

'আমি দুঃখিত, মেরী। আমি জানি, তুমি ওকে ভালোবাসো। কিন্তু কথাটা সত্যি।'

গ্রাঁ প্রী কার রেসে যারা যোগ দেয়, তাদের কাছে হোটেল সাময়িক থাকা-খাওয়া-শোয়ার জায়গা। কিন্তু মোনজা-র উপকণ্ঠে সদ্যনির্মিত ভিলা-হোটেল সেসনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। চমৎকার ডিজাইন, চমৎকার স্থাপত্য, সুন্দর ল্যানডসকেপ, চমৎকার ব্যালকনী, সুস্বাদু খাবার এবং সারভিসের ব্যবস্থাও খুব ভালো। মনে হবে যেন কোটিপতিদের উপযুক্ত হোটেল। একদিন হয়তো তাই হবে। কিন্তু আপাততঃ এই হোটেলের ততো নামডাক নেই। নামডাক বাড়বে বলেই অল্প চার্জে এখানে ইতালীয়ান গ্রাঁ প্রী-র সময় থাকার জন্যে এই টীমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই হোটেলের মালিকেরা।

এখন আগস্ট মাসের শুক্রবার সন্ধ্যেয় গরম এমন কিছু বেশী নয়। তবু হোটেলের লবীতে এয়ারকণ্ডিশনিং চালু আছে।

ম্যাকআলপাইন ও ডানেট পাশাপাশি বসে আছে। ম্যাকআল-পাইন বলে—

'নতুন গাড়ীর সাসপেনসন ও গীয়ার রেশিও ঠিক করার জন্য প্র্যাকটিসে ব্যস্ত হারলো।'

'নতুন গাড়ীটা ওর বদলে ট্র্যাশিয়া-কে দিলে ভালো হতনা?'

'অসম্ভব, হারলো শুধু আমাদের টীমের সেরা ড্রাইভার নয়, সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। যেসব কোম্পানী গাড়ী তৈরী করে ও বিজ্ঞাপনের লোভে ওগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে, তাদের ধারণা, হারলো সেরা ড্রাইভার। হারলোকে সবথেকে সেরা এবং সবথেকে নতুন গাড়ী না না দিলে পাবলিক হার্লোর ওপর, আমাদের ওপর এবং বিজ্ঞাপন-দাতাদের ওপর আস্থা হারাবে।'

'অলৌকিক কিছুও ঘটতে পারে। হারলো গত বারো দিন মদ খায়নি বোধহয়। ইতালিয়ান গ্রাঁ প্রীর আর দুদিন বাকী। ভালো কথা, তোমার এজেন্টরা তোমার বউয়ের সম্বন্ধে কোন খবর দিয়েছে?'

'না, অ্যালেক্সিস্। চৌদ্দ সপ্তাহ হল, আমার বউ মেরী নিখোঁজ। অ্যাকিস্‌ডেন্ট? নৌকাডুবি? স্মৃতিভ্রংশ? কিন্তু মেরী ম্যাকআলপাইনের স্মৃতিভ্রংশ হলেও কারো না কারো চোখে সে পড়বেই! কিডন্যাপিং? তাহলে যারা কিডন্যাপ করেছে, তারা আমাদের কাছে মুক্তিপণ দাবী করছে না কেন? আমার মেয়ে মেরীরও মন ভেঙে গেছে হারলোর ব্যাপারে।'

'এই তাহলে হারলোর শেষ চান্স, কি বলো,জেমস? আবার উল্টোপাল্টা ড্রাইভ করলে বা মদের নেশায় মাতাল হলে ওকে টীম থেকে ছাঁটাই করা হবে?'

........সেই মুহূর্তে কার রেসিংএর প্রচলিত পোশাক সাদা ওভারঅল পরে শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসে হারলো। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নকে দেখে ডেস্কের সুন্দরী যুবতী হাসে, লবির অন্য লোকেরা নিজেদের কথাবার্তা বন্ধ করে ওর দিকে তাকায়। ডাইনে-বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে ম্যাকআলপাইন ও ডানেট যেখানে বসে আছে, সেদিকে এগিয়ে যায় জনি হারলো। ম্যাকআলপাইন বলে—

'নতুন গাড়ীটা কেমন চলছে?"

"অন্ততঃ এবার মেক্যানিক জ্যাকবসন আমার সংগে একমত যে বেয়ার সাসপেনসন সামান্য বদলানো দরকার। রবিবারের মধ্যে ঠিক কি হয়ে যাবে।"

"স্পীড কেমন?"

"আমি চেষ্টা করে দেখিনি। তবে ট্রায়ালে দুবারই বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়েছি।"

"রিসেপশনে যাবেতো?"

"না। আমি গ্রাঁ প্রীতে যোগদানের জন্য এসেছি, হাই সোসাইটির সঙ্গে মিশতে নয়।"

"রিসেপশনে নামজাদা তিন-চারজন আসবেন শুধু তোমাকে দেখবেন বলে।"

"আমি জানি।"

"কিভাবে জানলে ?"

"মেরী বলেছে।"

........হারলো চলে যায়। ডানেট বলে—

"বেজন্মা ছোকরার ঔদ্ধত্যের বহর দেখো। বিনা চেষ্টায় ও বিশ্ব-রেকর্ড ছুঁতে পারে, এই কথাটা শোনাতেই ও এসেছিল।"

"হ্যাঁ, ও যে আজ দুনিয়ার সেরা ড্রাইভার, সেকথাটাও আমায় খেয়াল করিয়ে দিয়ে গেল। আমার রিসেপশনের ব্যাপারে ও থোড়াই কেয়ার করে, সে কথাটা জানিয়ে দিল। এবং আমি পছন্দ করি বা না করি, আমার মেয়ে মেরী ওর সঙ্গে মিশবে ও কোন কথা ওর কাছ থেকে গোপন রাখবে না—তাও বলে গেল।"

........হোটেলের ঘরে স্নান সেরে সাদা বাথ-রোব পরে ওয়ার্ড-রোব হাতড়িয়ে হুইস্কির বোতলগুলো না পেয়ে জনি হারলো হেসে বলে—'শয়তান দুটো খুব চালাক'। তারপর ও বিছানার ম্যাট্রেসের তলা থেকে আধভর্তি মল্ট হুইস্কির বোতল বার করে সিসটার্ন-এর ঢাকা খুলে ভেতরে লুকিয়ে রাখে। হাল্কা ধূসর রঙের স্যুট পরে টাইটা ঠিক করে ও জানলার পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখে, মস্ত বড় গাড়ীতে চড়ে রিসেপসনে যাচ্ছে ড্রাইভার, ম্যানেজার, সিনিয়র মেক্যানিক ও সাংবাদিকেরা, ডানেট, ট্রাশিয়া, থ্যুব্যয়ার, জ্যাকবসন, ম্যাকআলপাইন ও মেরী। বাস চলে যাওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে হোটেলের রিসেপসন ডেস্কে যেয়ে সুন্দরী যুবতী ডেস্কগার্লের দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসি হাসে হারলো। মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ও পাল্টা হাসে। ওর চোখে, জনি হারেলা কার রেসিং-এ বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন।

'গুড-ইভনিং, মিস্টার হার্লো, আপনাদের বাস তো চলে গেল।

'আমার নিজের গাড়ী আছে।'

'হ্যাঁ, তাইতো, লাল ফেরারি গাড়ী, তাই না?'

'ম্যাকআলপাইন, ন্যুব্যয়ার, ট্রাশিয়া ও জ্যাকবসন—এই চারজনের রুম-নম্বর বলতে পারেন? ওদের প্রত্যেকের দরজার নীচে এক টুকরো করে কাগজ গুঁজে দেবো। কার রেসের আগে এরকম করা হয়—'

'বুঝেছি, ঠাট্টা। নম্বরগুলো হল ২০২, ২০৮, ২০৪ ও ২০৬'।

'কাউকে কিছু বলবেন না কিন্তু'।

'নিশ্চয়ই না, মিস্টার হারলো।'

নিজের বিশ্বজোড়া খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতে জনি হারলো জানে, এই রূপসী যুবতী বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রেসিং ড্রাইভার-এর সঙ্গে তার এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের কথাটা বেশ কয়েক মাস ধরে ফলাও করে বলবে বন্ধু-বান্ধবীর কাছে। মেয়েটা এই হপ্তাটা মুখ বন্ধ রাখলেই যথেষ্ট।

হারলোর হাতে মুভি-ক্যামেরা, পকেটে সিগারেট-প্যাকেটের মত ছোট মিনি-ক্যামেরা এবং ওর সঙ্গে হোটেলের যে কোন ঘরের দরজা খোলার উপযুক্ত মাস্টার-কী।

প্রথমে ২০২ নম্বর ঘর। ম্যাকআলপাইনের ঘরে ঢুকে ওর পুরোনো চেকবইগুলো দেখতে দেখতে হারলোর দৃষ্টিতে অবিশ্বাস ফুটে ওঠে, সে শিষ দেওয়ার ভঙ্গী করে ও চেকবইয়ের কয়েকটা পাতার ফটো তোলে মিনি-ক্যামেরা দিয়ে।

তারপর ২০৪ নম্বর ঘর। ট্র্যাশিয়ার ঘরে ঢুকে ছোট একটা ব্রীফ-কেস খুলে লাল-কালোয় বাঁধানো একটা পাতলা বই খুলে কয়েকটা ঠিকানা ও চিঠি ক্যামেরার চোখে ধরে রাখে জনি হারলো।

মিনিট দুই পরে। ২০৮ নম্বর ঘর। ন্যুব্যয়ার-এর ব্রীফ কেস খুলে একই ধরনের লাল-কালোয় বাঁধানো পাতলা নোটবই খুলে আরও কয়েকটা ঠিকানাও চিঠির ফটো তুলে রাখে হার্লো।

এবার ২০৬ নম্বর ঘর। জ্যাকবসনের ঘর। ওর ব্যাংকের পাশ-খুলে দেখা গেল, রেসিং টীমের ম্যাকানিক হিসেবে ওর আয় যতো হবার কথা, তার কুড়ি গুণ টাকা ও কামায়। একটা নোটবুকে ইউরোপের নানা দেশের কয়েকটা ঠিকানা! জনি হারলোর ক্যামেরা এসব ধরে রাখে।

হঠাৎ........

করিডরে কার পায়ের শব্দ শোনা যায়। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখে বাঁধে হারলো। হোটেলের মাঝবয়সী মোটাসোটা চেম্বারমেড বিছানার বালিস বদলাতে এসেছিল। ছায়া-ছায়া আলো-আঁধারিতে মুখোসপরা একটা লোককে দেখে সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ওকে সময়মত ধরে মেঝেয় শুইয়ে দেয় হার্লো, তারপর রুমাল মুখ থেকে খুলে ব্রিফকেসে ও অন্যত্র নিজের আঙ্গুলের ছাপ মুছে দেয়, সব জিনিস যথাস্থানে রেখে টেলিফোনের রিসিভার হুক থেকে তুলে টেবিলে নামিয়ে রাখে এবং দরজাটা আধখোলা রেখে সে দ্রুত করিডর বেয়ে এগিয়ে যায়, তারপর ধীরগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হোটেলের বারে ঢুকে ড্রিংকস-এর অর্ডার দেয়। 'কি বললেন স্যার?'

—বারম্যান অবাক হয়ে বলে।

'ডাবল জিন অ্যাণ্ড টনিক।'

দেয়ালের কাছে একটা সীট। পাশে টবে গাছ আছে দুটো। সেখানে বসে হারলো দেখে, টেলিফোন অপারেটরের সুইচবোর্ডে যুবতী অপারেটর কোন একটা ঘরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হতে দেখে শেষে একজন হোটেল-বয়কে ওই ঘরে পাঠালো। একটু পরে বয় ছুটে এসে যুবতীর কানে কানে কি যেন বললো। যুবতী ছুটে লবি পেরিয়ে কোথায় গেল। একটু পরে হোটেল-ম্যানেজার দেখা দিলেন এবং লবি পার হয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

লবির সবাই ভাবছে, টনিক বা লেমনেড খাচ্ছে জনি হারলো।

সুতরাং কেউ বিশেষ নজর দিচ্ছেনা। তবে আসল ব্যাপারটা বারম্যান জানে ও খবরটা জেনে যাবে জনি হারলো।

ম্যানেজার ফিরে এসে ফোনের কাছে যায়। কিছু একটা ঘটেছে বুঝে লবির সবাই এবার হারলোর বদলে ম্যানেজারের দিকে তাকায় এবং এই সুযোগে গ্লাসের মদ টবের মাটিতে ঢেলে দেয় জনি হারলো। তারপর সীট ছেড়ে উঠে যাবার সময় সে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে :

'কোনো ঝামেলা বেঁধেছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার হারলো, ভীষণ ঝামেলা। মিস্টার জ্যাকবসন-এর রুমে চোর এসেছিল। মুখে সাদা মুখোস, দেখতে দৈত্যের মত, হাতে অস্ত্রও ছিল। ওইসময় হোটের ঝি ওই ঘরে ঢোকায় চোর তাকে আক্রমণ করে ও বেহুঁশ করে পালিয়ে যায়। এখন আমি পুলিসে ফোন করছি—'

....নিজের ঘরে ফিরে সিনে-ক্যামেরার পেছনটা আলগা করে ভেতরে মিনি-ক্যামেরা রাখে জনি হারলো এবং যেসব ফিল্ম তোলা হয়েছে, তাদের ক্যাসেটটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচের তলায় যেয়ে ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলে ওটা হোটেলের সিন্দুকে রাখার ব্যবস্থা করে।

....একঘণ্টা পরে গলাঢাকা পুলওভার ও চামড়ার জ্যাকেট পরে বিছানার ধারে বসে গাড়ীর শব্দ শুনতে পেয়ে আলো নিভিয়ে জানলা খুলে জনালার পর্দা ফাঁক করে উঁকি দেয় জনি হারলো। রিসেপসন পার্টি থেকে সবাই ফিরছে। বাবা ম্যাকআলপাইনের হাতে ভর দিয়ে লাঠির সাহায্য নিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে মেরী। বিছানার ম্যাট্রেসের তলা থেকে স্কচ হুইস্কির বোতল বার করে হারলো এবং মদ দিয়ে কুলকুচি করে, যেন সবাই তার মুখে মদের গন্ধ পায়। ও নীচে নামতে ম্যাকআলপাইন বলে—

'তুমি যাওনি বলে খুব বিরল হয়েছেন মেয়র। কাল সকালে তোমার প্র্যাকটিশ, রেসিংএর ট্রায়াল। এখন বাইরে যেওনা।'

'আমার কনট্র্যাকটে সেরকম কিছু লেখা নেই।'

'হাওয়া কেমন যেন ঠেকছে'—জনি চলে যাবার পর ডানেট বলে।

'চলো, ওর ঘরটা সার্চ করা যাক'—ম্যাকআলপাইন বলে ওঠে।

মেরী আপত্তি জানায়—

'তোমার আগেও ওর ঘর সার্চ করছো। তোমারা ছিঁচকে চোরের মত····আমাকে একা থাকতে দাও। আমি একাই নিজের ঘরে যেতে পারবো।'

ও চলে যাবার পর ডানেট বলে—

'যেখানে জীবনমরণের প্রশ্ন, সেখানে এধরনের মনোভাবের কোন যুক্তি নেই, ম্যাকআলপাইন বোঝায়—

'প্রেম যুক্তি মানেনা।'

····এবং তখনই····

মাতালের মত ফাঁকা রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে জনি হারলো। হিম হাওয়া। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় লোক নেই। এঁকেবেঁকে হাঁটছে হারলো, মাথাটা টলছে, চোখদুটো আধবোজা। ওকে ফলো করেছে টীমেরই অন্য ড্রাইভার ট্র্যাশিয়া। বিদ্রূপ ও ঘৃণার দৃষ্টি তার চোখে। রাস্তার মোড় ঘুরে ট্র্যাশিয়ার দৃষ্টিপথের আড়ালে যেয়েই মাতলামির ভান ছেড়ে অন্ধকার একটা দরজার আড়ালে যায় জনি হারলো এবং নিজের পকেট থেকে চামড়ার ভারী ব্ল্যাকজ্যাক বার করে। গ্রাঁ প্রী মোটর রেসের ড্রাইভারের দৃষ্টি ধারালো, সময় সম্বন্ধে চেতনা তীক্ষ্ণ এবং লক্ষ্য নির্ভুল। ব্ল্যাকজ্যাকের ঘা ট্রাশিয়ার মাথায় লাগতেই সে চেতনা হারার। রাস্তা বদলে ট্র্যানসপোর্টার-এর কাছে যায় জনি। তারপর দরজা-জানলা বন্ধ করে সে যন্ত্রপাতি বার কার।

····হয়তো তখনই····

জনি হারলোর ঘরে ম্যাকআলপাইন ও ডানেট। সিসটারনের ঢাকা খুলে আধখালি মদের বোতল বার করেছে ডানেট। ম্যাকআলপাইন্ বলে—

'বোতলটা ওখানেই থাক। তাহলে ও কতোটা মদ রোজ গিলছে, জানা যাবে। সমকালের সেরা রেসিং কার ড্রাইভার, হয়তো পৃথিবীর সর্বকালের সেরা রেসিং কার ড্রাইভার জনি হারলো। এই তার নিয়তি? অ্যালেক্সিস, মানুষ যখন দেবতার খুব কাছাকাছি হাঁটতে সুরু করে, এইভাবেই কি দেবতারা মানুষকে নীচে নামিয়ে দেন?'

....একটু দূরে হোটেলের অন্য ঘরে কথা বলছে অন্য দুজন অসুখী মানুষ। ট্র্যাশিয়া এখনও ঘাড়ের পেছনে হাত বোলাচ্ছে। ন্যুব্যয়ারের চোখে সহানুভূতি ও ক্রোধ। সে বলছে—

'তুমি ঠিক জানো যে এটা ওই বেজন্মা হারলো-র কাজ?'

'কোন সন্দেহ নেই। আমার মানিব্যাগ চুরি হয়নি।'

'আমি হোটেলের ডেস্কে জানাবো, আমার রুমের চাবি হারিয়ে গেছে। তাহলে ওরা মাস্টার-কীটা আমায় দেবে।'

........খানিক পরে হারলোর ঘরে ঢোকে ট্র্যাশিয়া ও ন্যুব্যয়ার। পকেট-নাইফ দিয়ে সিনে-ক্যামেরার স্ক্রু চারটে খুলে ওরা মাইক্রো-ক্যামেরা বার করে, তারপর ক্যাসেটের ফিল্ম ডেস্ক-ল্যাম্পের জোরালো আলোর সামনে ঘুরিয়ে আবার আগের মত ক্যাসেটে জড়িয়ে ক্যামেরায় রেখে দেয়। ট্র্যাশিয়া বলে—'আমরা মার্শেইতে খবর দেবো।' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় ন্যুব্যয়ার। দুজনেই ঘর ছেড়ে বাইরে আসে।

হারলোর জন্য অপেক্ষা করছিল মেরী। সে বলে—

'আবার মদ খেয়েছো ? তোমার হাতদুটো কি ময়লা, পোষাক কি অপরিচ্ছন্ন। নিজের দিকে চেয়ে দেখো।'

আহ্, সুইট ড্রীমস্, সুইট মেরী।'

সকালে ঘরে ব্রেকফাস্ট সেরে বোতলের অর্ধেক মদ বেসিনে ঢেলে দেয় জনি হারলো। ঘরে এয়ারফ্রেস এরোসলের সুগন্ধি স্প্রে ছিটিয়ে সে বোতলটা লুকিয়ে রেখে রেস-ট্র্যাকের দিকে যায়। জ্যাকবসন বিষণ্ণ চোখে তার দিয়ে তাকিয়ে বলে—

'জনি, আজকের প্র্যাকটিস আশা করি ভালোই হবে।'

'কালও তো মন্দ হয়নি। ম্যাকআলপাইন কোথায় ? প্র্যাকটিস দেখতে এলোনা ?"

ডানেট বলে—

'ওর হোটেলে কাজ আছে।'

........কাজটা আসলে আর কিছু নয়, হারলোর ঘরে ঢুকে এক রাতে সে কতোটা মদ গিলেছে, তাই আন্দাজ করা। সিসটার্নে লুকোনো বোতলের অনেকটা মদ সাবাড়। মদের গন্ধ ঢাকার জন্যে সুগন্ধি স্প্রে করা হয়েছে, এ তো বোঝাই যায়।

রেস-ট্র্যাকের ধারে এসে ম্যাকআলপাইন বলে—

'সেই বেজন্মা ছোকরা হারলো কোথায় ? ওকে ট্র্যাকের ধারে-আসতে দেওয়া উচিৎ নয়। মাতালটাকে রেসট্র্যাকে নামতে দেওয়াই অন্যায়।'

'এব্যাপারে অন্য ড্রাইভাররা তোমার সংগে একমত হবে।'

'তার মানে ?'

'তার মানে এই যে আজকের প্র্যাকটিসে এই বেজন্মা অপদার্থ মাতালটা দুই পয়েন্ট এক সেকেণ্ডের ব্যবধানে বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে।'

'অসম্ভব।'

'টাইম-কীপারদের জিজ্ঞাসা করে দেখো। তাও একবার নয়,..

দুশ্বার ও বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে।'

'লোকটা আধবোতল মদ গিলছে। ভাগ্য ভালো যে ট্র্যাকে অন্য কোন ড্রাইভার ছিলনা। থাকলে নির্ঘাত মরতো।'

........সেই একই শনিবার বিকেলে ছোট্ট একটা কাফেতে পাশ-পাশি দুটো বুথের একটায় বসেছিল ট্রাশিয়া ও ন্যুব্যয়ার। তাদের সামনে মদের গ্লাস থাকলেও তারা মদ ছোঁয়নি। ন্যুব্যয়ার বলে—

ডানেট ও হারলো পাশের বুথে বসে আছে। ওরা এমনিতে লোকের সামনে পরস্পরের সংগে কথা বলেনা কিন্তু এখন একজন সংবাদিক এবং যার বারোটা বেজে গেছে এমন একজন রেসিং কার ড্রাইভারের মধ্যে এই অন্তরঙ্গতার কারণটা কি?'

'আজ সকালের ট্রায়ালে ও বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে। ট্রায়ালে যে এতো ভাল ফল দেখাচ্ছে, গ্রাঁ প্রী রেসে সে হারছে কেন?'

"কেননা লোকটা মাতাল। ট্রায়ালের সময় অল্প দূরত্ব হাই স্পীডে চালানো সোজা। কিন্তু গ্রাঁ প্রীতে অনেক বেশী দীর্ঘ পথ, সেখানে অতোটা সময় মনের জোর বজায় রাখা, নার্ভ শক্ত রাখা ওইরকম একটা মাতালের পক্ষে সম্ভব নয়। ইস্, পাশের বুথে লোক দুটো কি বলছে যদি ঠিক মতো শোনা যেতো—'

"ওই দ্যাখো, ওপাশের বুথে বসে টীমের মালিক জেমস ম্যাকআল-পাইনের ছেলে রোরি পার্টিশনে কান দিয়ে ওদের দুজনের কথা শুনছে। জনি হারলো-কে ও পছন্দ করে না। রোরিকে আমরা কাজে লাগাবো।"

—সেই মুহূর্তে........

পাশের বুথে বসে........

চাপা গলায় কথা বলছে ডানেট ও জানি হার্লো। সামনে ড্রিংকস। দুটো গ্লাসেই লেবুর রস আর বরফ। ডানেটের গ্লাসে শুধু

জিন মেশানো হয়েছে। ছোট ফিল্ম-ক্যাসেট নিজের পকেটে রাখে ভানেট।

“কোডের ফটো? তুমি নিশ্চিত?’

‘হ্যাঁ, সাংকেতিক ভাষায় কোন বিদেশী লিপিতে লেখা।

‘আমাদের এক্সপার্ট আছে। সাংকেতিক লিপি তারা বুঝতে পারবে। করোনাডো ট্র্যানসপোর্টার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত?’

‘হ্যাঁ। কোন প্রশ্নই ওঠে না।’

‘তার মানে, কালসাপ আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে?’

হ্যাঁ। আনন্দদায়ক না হলেও কথাটা সত্যি।’

‘হেনরী এসব ব্যাপারে জড়িত নয়? প্রত্যেকটা ট্রিপে ড্রাইভার ও হেনরী থাকে।

তবুও বলছো যে হেনরী নির্দোষ?’

‘হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।

‘তাকে চাকরি ছাড়তে হবে?’

‘হ্যাঁ, সাময়িকভাবে ও পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাক। কিন্তু ও যদি চাকরি ছাড়তে রাজী না হয়, তখন কি হবে?’

তখন ওকে কিডন্যাপ করার বা যন্ত্রণা দিয়ে সারিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো ডাক্তারের সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। হেনরীর হার্টে মারমার আছে, ডাক্তারকে পাঁচশো পাউণ্ড দিতে সে রাজী হয়ে গেল।’

........ট্র্যাশিয়া তখন রোরির সংঙ্গে কথা বলছে।

‘দ্যাখো, জনি হারলোর সম্বন্ধে একটা গোপন কথা তোমায় জানাচ্ছি। কাউকে বলোনা যেন। জি, পি, ডি, এ,-র নাম শুনছো?,

‘হ্যাঁ, গ্রাঁ প্রী ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশন।

‘ওরা ঠিক করেছে, জনি হারলো এতো মদ খাচ্ছে যে ওকে কার রেসে নামতে দিলে অন্য ড্রাইভার এবং দর্শকদের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

এখন উইলি ও আমাদের ওপর ভার পরেছে যে জনি যে মদ খাচ্ছে, তা প্রমান করতে হবে। কাফের ওই বুথে মিস্টার ডানেট ও জনি কী কথা বলছিল, কিছু শুনলে নাকি?'

'ওরা তো মদ খাওয়ার কথা কিছু বলেনি। তবে ছুটো গ্লাসে জলের মত কি যেন এনে রেখে গেল ওয়েটার।'

'মদই হবে। ওরা কী কথা বললো কিছু শুনলে?'

'ফিল্ম ক্যাসেট বদলাবদলি করেছে হারলো। আসল ক্যাসেটটা নাকি ডানেটের কাছে।'

....একটু পরে........

রোরি চলে গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলে ট্রাশিয়া—

'বেজন্মাটা আমাদের ঠকিয়েছে। যে ক্যাশেটটা আমরা নষ্ট করলাম, সেটা ফালতু।'

....সেদিন সন্ধ্যায় ভিলা-হোটেল সেসনির লবার নিরালা কোণে হেনরীর সঙ্গে কথা বলছিল মিস্টার ডানেট।

'মিস্টার ডানেট, তুমি কি আমায় ব্ল্যাকমেইল্ করতে চাও নাকি আমায় ভয় দেখাচ্ছো?'

'হেনরী তুমি সৎ লোক। তোমায় কিভাবে ব্ল্যাকমেইল করবো? কেন ভয় দেখাবো?

হ্যাঁ কি না, তাই বলো।'

'আমি রাজী। ৫০০ পাউণ্ড পেলে ও মার্সেইর চাকরীটা ফিরে পেলে আমি এই চাকরী ছাড়তে রাজী।'

'এব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেনা। স্থানীয় ডাক্তারের সার্টিফিকেট অনুযায়ী তুমি হার্টের অসুখে ভুগছো। ট্র্যানসপোর্টার ড্রাইভিং-এর মত ভারী কাজ তোমার দ্বারা হবেনা। এই সার্টিফিকেটটা ম্যাকআল-পাইনকে দেখিও।'

'তুমি তো অদ্ভুৎ ধরণের সাংবাদিক। তুমি নাকি অ্যাকাউনট্যান্ট ছিলে? চাকরীটা ছাড়লে কেন?'

'ফুসফুসের অসুখের দরুণ'

'আমার হার্ট অসুখের মতো!'

....হেনরী চলে যেতে সংক্ষিপ্ত একটা চিঠি ও মাইক্রোফিল্মের সেই ক্যাসেটটা খামে ভরে পোস্টঅফিসের দিকে যায় মিস্টার ডানেট। হোটেলের রুমে আধখোলা দরজার ফাঁকে থেকে ওর দিকে কড়া নজর ট্রাশিয়া। সে এবার ব্যালকনিতে উঠে হাত তোলে। হাত তুলে তার ইঙ্গিতের প্রতি-ইঙ্গিত জানায় আর একজন। সে রাস্তায় ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর নীচের তলায় নেমে ট্রাশিয়া ন্যুব্যয়ারের সঙ্গে হোটেলের বারে ঢুকে সফট ড্রিংকের অর্ডার দেয়। ক্রাইমের অ্যালিবাই-র ব্যাপারে ঝুঁকি নেবার পাত্র নয় ট্র্যাশিয়া। পাঁচটা নাগাদ মিলান থেকে ফোন আসবে, সে ডেস্কে জানিয়ে রেখেছে।

....সরু গলির ভেতর দিয়ে পোস্টঅফিসে যেতে হয়। দুপাশে গ্যারেজ ও বাড়ী। শনিবারের বিকেলে রাস্তায় মানুষজন বিশেষ নেই। একটা গ্যারেজের খোলা দরজার সামনে ওভারঅল্ পরা এক পুরুষ গাড়ীর ইনজিন সারাতে ব্যস্ত মাথায় ইতালিয়ান স্টাইলের বেরেট টুপি আমায় তেল ও গ্রীজ মাখা মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। মিস্টার ডানেট গাড়ীটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়ালো ও আচমকা মিস্টার ডানেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খোলা গ্যারেজের মধ্যে ছিটকে পড়ে ডানেট। মুখোসপরা দুটো গুণ্ডা এগিয়ে আসে। গ্যারেজের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

লরিতে বসে কমিক ম্যাগাজিন পড়ছে ম্যাকআলপাইনের ছেলে রোরী। অ্যালিবাই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বারে বসে আছে ট্রাশিয়া ও

স্নেব্যয়ার। সেই মুহূর্তে মাতালের মত টলতে টলতে ভেতরে ঢোকে মিস্টার ডানেট। তার নাক-মুখ থেকে রক্ত ঝড়ছে, তার ডান চোখ বন্ধ, চোখের ওপর কপালে আঘাতের কাটা দাগ। দুপাশে দুজন পুলিস তাকে ধরে আছে। ট্রাশিয়া, স্নেব্যয়ার ও রোরী একসঙ্গ তার কাছে যায়। ট্রাশিয়া বলে—

'ঈশ্বরের দোহাই, তোমার কী হয়েছে, মিস্টার ডানেট?'

'গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলাম।'

পুলিসম্যান হাত তুলে রিসেপশনিস্টকে বলে—

'ডাক্তার ডাকুন। এখুনি।'

'এক মিনিটের মধ্যে। মিস্টার ট্রাশিয়া, আপনারা মিস্টার ডানেটকে ওঁর ঘরে নিয়ে যান।'

পুলিসম্যান আপত্তি জানায়—

'ওঁর ষ্টেটমেণ্ট নিতে হবে।'

ট্রাশিয়া মুখ বেজার করে বলে—

'তোমাদের পুলিস স্টেশনের ফোন-নম্বর রিসেপশনিষ্ট-এর কাছে যাও। ডাক্তার যখন বলবেন, মিস্টার ডানেট ষ্টেটমেণ্ট দিতে পারবেন, তখনই তোমাদের ডাকা হবে। বুঝেছো?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যায় পুলিস দুজন।

ডানেটকে নিয়ে যেয়ে ওরা বিছানায় শুইয়ে দেয়। যুবক ইতালিয়ান ডাক্তার ওদের বাইরে যেতে বলে। করিডরে রোরী বলে—

'মিষ্টার ডানেটকে কারা এভাবে মারলো?'

ট্রাশিয়া বলে—

'চোর-ডাকাত।'

'হারলো এই ব্যাপারে জড়িয়ে নেই তো?'

'অসম্ভব নয়। ডানেট যদি হারলোকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করে, হারলো হয়তো—'

মিস্টার ম্যাকআলপাইন এগিয়ে আসে। তার মুখ গম্ভীর। সে বলে—

'ডানেট-এর সামনে যা শুনেছি, সব সত্যি?'

'হ্যাঁ, চোরডাকাতেরা হামলা করেছিল। এখন ঘরে শুয়ে আছে। ডাক্তার দেখছে।'

ডাক্তারের সংগে কথা বলবে বলে এগিয়ে যায় ম্যাকআলপাইন। সে ডাক্তারের সংগে খানিক পরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

তারপর দৃশ্যপটে দেখা দেয় জনি হারলো। তার ওপর নজর রাখবে বলে তার পেছন পেছন ছোটে রোরি। জনি ডানেটের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। ডানেটের নাক ও ডান চোখ ফুলে উঠেছে কপালে ও ঠোঁটে সেলাই। হঠাৎ পিছিয়ে যেয়ে দরজা খোলে জনি। আচমকা দরজা খোলায় ভেতরে ছিটকে পরে যায় রোরী ম্যাকআলপাইন। তার মাথার চুল ধরে টেনে তোলে জনি ও কান ধরে তার বাবার ঘরে নিয়ে যেয়ে বলে—

'করোনাডো টীমে আমি এই মুহূর্তে বিশেষ জনপ্রিয় নই, আমি তো জানি। কিন্তু তোমার ছেলে স্পাইয়ের মত আমার ওপর নজর রাখলে আমি ওকে মারতে বাধ্য হব।'

'আমি দুঃখিত, জনি। ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

....ডানেটের ঘরে ফিরে সে খুঁজে দেখে, কোথাও কোনও মাইক্রোফোন লুকানো আছে কিনা তারপর বাথরুমের কল ও শাওয়ার সে খুলে দেয়। কোথাও মাইক লুকোনো থাকলেও জলের শব্দে মানুষের কথার শব্দ চাপা পড়ে যাবে। এবার সে ডানেটকে জিজ্ঞাসা করে—

'অ্যালেক্সিস, তুমি বুঝতে পারছো, আমাদের কাজকর্ম কারো কারো অপছন্দ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আসল জিনিষ, মানে, ফিল্মের ক্যাসেট ওরা ছিনিয়ে

নিয়েছে।'

'না, নেয়নি। আসল ফিল্মের ক্যাসেট আছে হোটেলের সিন্দুকে। যে ক্যাসেটটা ওরা ছিনিয়ে নিল, তাতে আছে গ্যাস টারবাইন এনজিনের একশোটা মাইক্রোফটো। ওরা ভাববে, আমি ইনডাস্ট্রিয়াল এসপিওনেজ-সংক্রান্ত এজেন্ট। ওরা আমায় আর সন্দেহ করবেনা।'

'কিন্তু বেজন্মা, কিন্তু চালাক!'

.

........পরের দিন বিকেলে রেসিং ট্র্যাকের ধারে তর্ক করছে ম্যাকআলপাইন ও ডানেট। ম্যাকআলপাইন হাঁফাচ্ছে। আগের দিনের আঘাতের চিহ্ন ডানেটের শরীরে। দুজনেই দুশ্চিন্তায় ভুগছে। ম্যাকআলপাইন বলছে—

"জনি হারলোর ঘরে হুইস্কির বোতলটা ফাঁকা। এতো মদ গিলে জনি যদি রেসে নামে, অ্যাক্সিডেন্ট হবে এবং অন্য কেউ মরবে।"

"কিন্তু ওকে রেসে নামতে না দিলে কারণটা প্রেস জানতে চাইবে। আন্তর্জাতিক স্পোর্টসের ক্ষেত্রে বছরেরর সবথেকে বড় স্ক্যাণ্ডাল। তার থেকে রেসের প্রথম দুটো ধাপ দেখা যাক। যদি জনি অন্য সবার থেকে এগিয়ে যায়, ওকে অবশিষ্ট রেসে অংশ নিতে দেওয়া হবে। যদি না যায়, ফ্লাস দেখিয়ে ওকে থামানো হবে ও প্রেসকে উল্টোপাল্টা কিছু বোঝাতে হবে! কালও ও নেশা করেছিল। তবু কাল ও রেকর্ড ভেঙেছে।'

"কাল ওর ভাগ্য ভালো ছিল........এক মাঘে শীত যায় না।"

........কয়েকশ ফুটের দূরত্বেও গ্রাঁ প্রী কার রেসের চব্বিশটা গাড়ীর চব্বিশটা ইঞ্জিনের শব্দ কানের পর্দা ছেঁড়ার জোগার করে প্রথম ধাপে নিকোলো ট্রাশিয়ার গাড়ীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় জনি হারলোর হাল্কা সবুজ রঙের গাড়ীটা।

'এক মাঘে শীত যায়না'

—ম্যাকআলপাইন বলে।

কিন্তু আটটা ধাপ করে দেখা গেল, ম্যাকআলপাইন অবাক, চোখ কপালে তুলেছে ডানেট, জ্যাকবসনের মুখ দেখে বোঝা যায় সে অখুশী এবং ম্যাকআলপাইনের ছেলে রোরী কটমট করে তাকাচ্ছে। মেরী খুশী হয়ে বলছে—'প্রথম আটটা ধাপের তিনটেতে বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে জনি হারলো।'

কিন্তু নবম ধাপে অন্য সব গাড়ীগুলো এগিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরে হারলোর গাড়ীটা একপাশে থামলো। গাড়ী থেকে নেমে মাথার হেলমেট ও চোখের গগলস খোলে হারলো। তার হাতদুটো কাঁপছে। সে বলে—

'আমি দুঃখিত। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছিলামনা।'

হারলোর চোখদুটো এখন লাল।

ম্যাকআলপাইন বলে—

'পোষাক বদলে নাও। তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাবো।'

হারলো চলে যেতে ডানেট বিষণ্ণ গলায় বলে—

'হারলোর ব্লাড-স্যাম্পল্ নেওয়া হবে? রক্তে অ্যালকোহল পাওয়া গেলে প্রমান হবে যে ও মদ খেয়ে রেসে নেমেছিল এবং কার রেসিং-এর নিয়ম অনুযায়ী গ্রাঁ প্রীর এই সুপারস্টার আর কখনও রেসে নামতে পারবেনা?'

হাসপাতালের করিডরে চেয়ারে বসে আছে জনি হারলো। নির্লিপ্ত, অচঞ্চল। তাকে সচরাচর সিগারেট খেতে দেখা যায় না। আজ সে সিগারেট খাচ্ছে। তার হাত একটুও কাঁপছেনা।

বন্ধ ঘরের ভেতরে দাড়িওলা মাঝবয়সী ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে ম্যাকআলপাইন।

"অসম্ভব! ডক্টর, আপনি কি বলতে চাইছেন যে জনির রক্তে

অ্যালকোহল নেই ?"

"হ্যাঁ, আমার সহকারী একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ছুবার রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন—"

"কিন্তু ওর চোখছুটো লাল—"

"চোখ লাল হওয়ার অন্য কারণ থাকতে পারে। এমনিতে চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক। অপটিক নার্ভে দোষ আছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সন্ধ্যে সাতটায় ওকে এখানে নিয়ে আসুন।"

·······কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেয় জনি হারলোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলনা। হোটেলের ঘরে বসে কথা বলছিল ডানেট ও ম্যাক-আলপাইন। ডানেট বলছিল—'জেসাস্! জনি হারলো নিজের থেকে তোমায় বললো যে তার নার্ভ ভেঙে পড়েছে, তার পক্ষে আর কার রেসে প্রতিযোগী হওয়া সম্ভব নয়, তার কনট্র্যাক্ট ভেঙে দিলে সে খুশী হবে। ········পৃথিবীর সেরা রেসিং কার ড্রাইভারকে তুমি হারালে কিন্তু জনির কি হবে ?'

········'জনি! ওহ্, জনি! বাবা এইমাত্র খবরটা আমায় জানালে। ········হেনরী ও এখানকার ট্র্যানসপোর্টার ড্রাইভিংএর কাজ ছেড়ে মার্সেই-র গ্যারেজে ফিরে গেল। ওর হার্টের অসুখ········'

—মেরীর গলার স্বর বিষাদ জড়ানো।

'মেরী, আমি তোমায় ভালোবাসি। একটু অপেক্ষা করো আমি এখুনি আসছি।'

ম্যাকআলপাইনের ঘর। ম্যাকআলপাইন বলছে—

'না, তা কিছুতেই হয় না, হতে পারে না। কাল তুমি কার রেসিং-এ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ছিলে। আজ তুমি ট্র্যানসপোরটারের ড্রাইভার হবে ? ইউরোপের সবাই তোমায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে।'

জনি হারলো ঠাণ্ডা গলায় বলে—

'মিস্টার ম্যাকআলপাইন, তুমি সবাইকে বোঝাতে পারো যে চোখের দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়েছে বলে আমি কার রেসিং থেকে অবসর নিয়েছি। আমাকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসেবে রাখা হয়েছে। তাছাড়া তোমার ট্র্যানসপোরটারের ড্রাইভার দরকার।'

'জনি হারলো আমার কোন ট্র্যানসপোর্টার ড্রাইভ করবেনা'

—দুহাতে মুখ ঢাকে ম্যাকআলপাইন।

হারলো ঘর ছেড়ে চলে যায়!

তখন ডানেট বলে—

'তাহলে বিদায়' জেমস্ ম্যাকআলপাইন।'

'তার মানে?'

'মোটর রেসিং ছাড়া জনি হারলোর জীবনের কোন তাৎপর্য নেই। চার বছরের মধ্যে তারই প্রতিভার জোরে তোমার করোনাডো রেসিং টীম বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে! আজ সে ব্যর্থ হয়েছে বলে তোমার টীমে তার কোন ঠাঁই নেই।'

'অ্যালেকসিস, তুমি ফের যদি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলো, আমি ঘুঁসি মেরে তোমার নাক ফাটিয়ে দেবো। জনিকে বলো, ও আমার টীমে যে কাজ চায়, তাই পাবে। যদি আমার ম্যানেজারের কাজটা চায়, তাও পাবে।

........লবিতে বসেছিল মেরী ও জনি হারলো। ডানেট ওদের পাশে এসে বসে ও হেসে বলে—'চীয়ারস্। য়ুরোপের সবচেয়ে দ্রুত-গতি ট্র্যানসপোর্টার-ড্রাইভারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মিস্টার জেমস্ ম্যাকআলপাইন মত বদলেছেন—'

'ওহ্, জানি!'

—মেরীর চোখে জল। সে জনিকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে চুমু

খায়।

........বিছানায় শুয়েছিল ক্লান্ত অসুস্থ ম্যাকআলপাইন। জনি হারলো ভেতরে ঢুকতে সে বলে—

টুইডলডাম ও টুইডলড ভালো মেক্যানিক হলেও ড্রাইভিং জানেনা। জ্যাকবসন আগেই মার্সেইতে চলে গেছে। কাল দুপুরের মধ্যে রেসিং কারের স্পেয়ার ইঞ্জিনগুলো টেস্ট ট্র্যাকে পৌঁছুনো দরকার। সন্ধ্যে ছটায় ট্র্যানসপোর্ট লোডিং করতে হবে।'

'বুঝেছি, মিষ্টার ম্যাকআলপাইন।'

'মিষ্টার ম্যাকআলপাইন? তুমি তো আগে আমায় জেমস্ বলে ডাকতে, জনি?

.......লাউন্জে কথা বলছে হারলো ডানেট:

'ম্যাকআলপাইন সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে।'

'পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর ওর স্ত্রী হঠাৎ এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় ওর নার্ভ, আত্মবিশ্বাস, লড়াকু মনোভাব, বাঁচার ইচ্ছে—সবকিছু হারিয়ে গেছে।'

'এই সপ্তাহের মধ্যেই ও সব ফিরে পাবে।'

'তোমার অহমিকা ও আত্মবিশ্বাস দেখলে আমি অবাক হয়ে যাই, জনি। এসবের জন্যেই তুমি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছো। এখন কি করবে?'

'আসল ফিল্মের ক্যাসেটটা আমি হোটেলের সিন্দুক থেকে নেব।

ওটা ব্লা স্ত্য পিয়ের আমাদের বিশেষজ্ঞ বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেব। যদি ওরা জানতে পারে, আমি ওটা নিয়ে যাচ্ছি—

'এটা তোমার পক্ষে নিজের কফিনের দেওয়ার মত।

'বিশ্বচ্যাম্পিয়নের কফিন সেরা ওক কাঠে তৈরী এবং তার হ্যাণ্ডেল-গুলো সোনার।'

........'ঐ ছাখো, তুমি ক্যাসেটের খাম পকেটে পুরছো দেখে

ট্রাশিয়া চোখ কপালে তুলেছে। ও ফোন-বুথে ঢুকেছে।

সুইংডোর খুলে বাইরে যায় হারলো।

চামড়ার কোট-পরা মেরী তার পথ আটকায়।'

'মেরী, এখানে কি করছো? বড্ড ঠাণ্ডা—'

'তোমায় বিদায় জানাতে এসেছি!'

'হোটেলের ভেতরেও বিদায় জানানো যেতো।'

'যা কিছু একান্ত, তাই ভালোবাসি।'

'কাল তো রেসট্র্যাকে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'হবে তো! আমার ভয় হয়, কি যেন ঘটতে চলেছে, ভয়ংকর কিছু!'

জনি, তুমি আমার কাছে ফিরে এসো।'

'মেরী, আমি যতো দূরে যাই, তোমায় আমায় দেখা হবে।'

'কি বললে?'

'মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।'

ওর কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে গালে মৃদু ঠোকা মেরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় জনি হারলো।

॥ ৫ ॥

করোনাডো রেসিং টীমের অতিকায় ট্র্যানপোর্টরের দুধারে ও পেছনে অন্ততঃ কুড়িটা আলো। চারটে হেডলাইটের আলো জ্বেলে প্রায় জনহীন রাজপথ দিয়ে যে স্পীডে ছুটেছে অতিকায় গাড়ীটা, তা ইতালিয়ান ট্রাফিক পুলিসের পছন্দসই হবেনা। কিন্তু ধারে কাছে কোন পুলিসের গাড়ী নেই। প্রথমে তুরিন্, তারপর দক্ষিণে ক্যুনীও, অবশেষে ইতালী ও ফ্রান্সের সীমানায় সেই গিরিবর্ত কল্ দ্য তেইনদ্— যা দিনের বেলায় ও ভালো আবহাওয়াতেও মোটর ড্রাইভিং-এর পক্ষে

বিপজ্জনক। প্রকাণ্ড গাড়ীটা বিপজ্জনকভাবে হাই স্পীডে মোড় ঘোরে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছে মাথায়-লাল-চুল ওলা দুই যমজ মেক্যানিক ভাই টুইডলডাম ও টুইডলডী। আগের ড্রাইভার হেনরা কেন যে গ্রাঁ প্রী ড্রাইভার হয়নি, ওরা বুঝতে পারছে। ইতালিয়ান ও ফরাসী আবগারী বিভাগের চেকপোস্ট। লা জিয়ান্দলা, নীস, ক্যানে-র পাশ দিয়ে অটোরুট, তারপর এন্ এইট-নামের পথ বেয়ে মার্সেই-র দিকে ছোটে ট্র্যানসপোর্টার। জনি হারলো ড্রাইভ করছে।

ব্যুসেই গ্রামের কাছে ঘটনাটা ঘটলো।

দেখা গেল, সিকি মাইল দূরে চারটে আলো। দুটো লাল আলোর নিষেধ গাড়ী থামাতে বলছে। অন্য দুটো আলো স্থির, একটা লাল, থামাতে বলছে। অন্যটা নীল, জানাচ্ছে, ওখানে পুলিস রাস্তা আটকেছে। রোড-বলকের পঞ্চাশ গজ আগে গাড়ীর স্পীড আচমকা বাড়ালো হারলো, লাল আলো হাতে দুটো লোক ছিটকে দুপাশে সরে গেল। পেছনে কাচ ভাঙার ও ধাতুর বুকে ঘা লাগার শব্দ শোনা গেল। টুইডলডাম বলে—

'জেসাস্ !!! জনি, তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? আমাদের সবাইকে জেলে যেতে হবে। পুলিসের রোড-বলক্ ভেঙে--'

'পুলিসের রোড-বলক্? কিন্তু পুলিসের গাড়ী বা মোটর সাইকেল নেই। ওরা পুলিসের পোষাক পরেনি। ওদের মুখে মুখোস, বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানো। গাড়ীর পেছন দিকে ধাক্কা লাগার শব্দ গুলো শুনলে? পাথর নয়, গুলি ছুঁড়েছে ওরা হাইজ্যাকার—'

খানিকক্ষণ পরে দুই যমজ ভাই ঘুমিয়ে পড়ে। হারলোর গাড়ীর পেছনে শক্তিশালী একজোড়া হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ী। হারলোর গাড়ীকে পাশ কাটিয়ে হাই স্পীডে যাবার সময় গাড়ীটার ড্রাইভার হেডলাইট নিভিয়ে দিল। পেছনের নাম্বারপ্লেটের নম্বর পড়তে পারলোনা হারলো। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই হারলোর

গাড়ীর পাশ কাটিয়ে সাইরেন বাজিয়ে আরও হাই স্পীডে ছুটে গেল পুলিসের গাড়ী। সামনের গাড়ীটাকে ওরা থামালো। ফ্রান্সের অটোরুট ঘন্টায় ১১০ কিলোমিটারের বেশী স্পীডে গাড়ী চালানো বেআইনী। সামনের গাড়ীটা ছুটছিল ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার স্পীডে। পুলিস যখন ড্রাইভারকে সওয়াল করছে, তখন নাম্বারপ্লেটের নাম্বারটা পড়ার সুযোগ পেলো জনি হারলো।

নাম্বারটা—পি—এন্—ওয়ান্—ওয়ান্—ওয়ান্—কে।

....মার্সেই-র উত্তর-পশ্চিমে রু্য জেরার্দ এলাকায় অনেক ছোট ফ্যাক্টরী ও বড় গ্যারেজ। 'করোনাডো' গ্যারেজটা প্রকাণ্ড একটা গুহার মত। আশি ফুট লম্বা পঞ্চাশ ফুট চওড়া। ভেতরে তিনটে ফরমূলা ওয়ান্ গাড়ী, তিনটে ফোড—কসওয়ার্থ ভি এইট ইঞ্জিন, একটা কালো রঙের ডি-এস-টোয়েন্টিওয়ান গাড়ী, সারি সারি ওয়ার্ক-বেঞ্চ, ডজন ডজন কাঠের বাক্স, স্পেয়ার পার্টস ও টায়ার। যমজ দুই ভাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জ্যাকবসনের সঙ্গে দেখা করে জনি। ওকে দেখে যেন বিশেষ খুসী হলনা জ্যাকবসন।

'রাত দুটোর মধ্যে পৌঁছে গেলে। খুব স্পীডে গাড়ী চালিয়েছো?'

'ফাঁকা রাস্তা। এখানকার কী খবর?'

ট্র্যানসপোর্টার আনলোড করা হবে কাল সকালে। কাজের চাপ বেশী বলে জ্যাকী ও হ্যারী কাজ ছেড়ে দিয়েছে। দুজন নতুন ইতালিয়ান ছোকরা কাজ করবে।........ট্র্যানসপোর্টারের গায়ে এই দাগগুলো কিসের?'

'বুলেটের দাগ। গুণ্ডারা গাড়ী হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছিল। ওরা বোধহয় ভেবেছে, দশ-বিশ লাখ ফ্রাঁর স্কচ বা সিগারেট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্র্যানসপোর্টারে।

'সকালে পুলিসে রিপোর্ট দিতে হবে। যদিও কোন লাভ হবে

না—'

'কালো গাড়ীটার নাম্বার-প্লেট পড়ছিল জনি হারলো

নম্বরটা—পি—এন্—ওয়ান্—ওয়ান্—কে ।

*　　　*　　　*

কাছের একটা পুরোনো ভিলার ঘরে জনি হারলো রাতে শুতে যায় সরু খাট, একটা চেয়ার, আর কোন আসবাব নেই, জানালা রাস্তার সমতলে। পর্দা নেই। পাৎলা গজের জাল আছে। আলো নিভিয়ে পর্দা ফাঁক করে দেখছে হারলো। জনহীন পথ। ঘড়ির রেডিয়াম-ডায়ালে রাত সওয়া দুটো বাজছে। প্যাসেজে পায়ের শব্দ শুনে নিঃশব্দে খাটে শোয় হারলো। বালিসের তলা থেকে ব্ল্যাক্‌জ্যাকটা হাতে নিল জনি। দরজা ফাঁক হল, ছায়ামূর্তি উঁকি দিল, আবার দরজা বন্ধ হল। জানালায় এসে দঁড়োলো জনি। ছোট্ট একটা কালো গাড়ী রাস্তায় থামলো। জ্যাকবসন গাড়ীর ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বললো। লোকটা ওভারকোট খুলে যত্নে ভাঁজ করে পেছনের সীটে রাখলো, পকেট হাতড়ে দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা এবং জ্যাকবসনের দিকে মাথা নেড়ে রাস্তা পার হল। জ্যাকবসন অন্যদিকে চলে গেল।

তত্‌ক্ষণে খাটে শুয়েছে হারলো। ডান হাত বালিসের নীচে ব্ল্যাক্‌জ্যাকটা ধরে আছে।

জানালায় উঁকি দিল আততায়ী।

লহমার জন্যে দেখা গেল, ওর ডান হাতে পিস্তল ও পিস্তলের মুখে সাইলেন্সার লাগানো আছে।

লোকটা সরে যেতেই বিছানা থেকে উঠে দরজার পাল্লার কাছে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালো হারলো।

মেঝের কাঠে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ। দরজার হাতল ঘুরলো। দরজা সামান্য ফাঁক হল। আততায়ীর মুখ উঁকি দিল।

রোগা মুখ, কালো চুল, পেন্সিল-লাইন গোঁফ।

বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ডান পা দিয়ে দরজায় লাথি মারলো হারলো।

চাপা একটা আর্তনাদ। এক টানে হারলো দরজা খুলতেই লোকটা হুমড়ি খেয়ে ভেতরে এসে পড়লো। নাক ফেটে গেছে, দাঁত ও গালের হাড়ের কি অবস্থা বোঝা গেলনা, লোকটা তুহাতে মুখ চেপে ছিল। লহমার মধ্যে ব্ল্যাক্‌জ্যাক তুলে ওর ডান কানের পাশে মারলো হারলো। মৃত্থ আর্তনাদ করে লোকটা বসে পড়তেই ওর শিথিল হাত থেকে পিস্তল ও ওর বেল্ট থেকে ছ-ইঞ্চি লম্বা তুদিকে ধার দেওয়া ছোরা ছিনিয়ে নিয়ে পিস্তল পকেটে রেখে লোকটার মাথার চুল ধরে টেনে তুললো হার্লো এবং ছোরার ফলাটা ওর পিঠে ঠেকিয়ে বললো— 'এগিয়ে চলো।' লোকটা গাড়ীর ড্রাইভারের সীটে বসে বললো— 'আমি গাড়ী ড্রাইভ করতে জানিনা।' ওকে আর একবার ব্ল্যাক্‌-জ্যাকের ঘা মেরে হার্লো পেছনের সীটে বসে বললো—'থানায় চলো।' একহাতে রক্তমাখা রুমাল মুখে চেপে অন্য হাতে কোনমতে ড্রাইভ করে কাছের পুলিসস্টেশনের সামনে গাড়ী থামালো লোকটা। ওকে ধাক্কা মারতে মারতে থানার ভেতরে নিয়ে গেল হার্লো। ভেতরে একজন ইনস্পেক্টর ও একজন সার্জেণ্ট বসেছিল। হার্লো বললো—

'এর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।'

প্রায়-অচেতন লোকটার রক্তাক্ত মুখের দিকে চেয়ে ইন্সপেক্টর বলে—

'অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে যে ওরই আপনার নামে অভিযোগ করা উচিত'

'আমার পরিচয় পত্র—'

'মিস্টার হারলো, পুলিসের কাছেও আপনার মুখ সুপরিচিত। কিন্তু আমি তো জানতাম, আপনি মোটর রেসিং-এ চ্যাম্পিয়ান, বক্সিং-এ নন···আরে এই লোকটা তো আমাদের পুরানোবন্ধু লুইজি। মেরেছেন, বেশ করেছেন, সপ্তাহে একবার করে ওকে মারা উচিৎ ওকে। সঙ্গে

অস্ত্র ছিল? বন্দুক? ছোরা? ও তো দাগী আসামী, ওর অন্ততঃ পাঁচ বছর জেল হবে।'

'দেখুন, আমায় খুন করার জন্যে কে ওকে পাঠিয়েছিল, আমি জানতে চাই।'

'আমরা জানতে চেষ্টা করবো, মিস্টার হারলো।'

....লুইজির গাড়ী চালিয়ে চার মিনিটের মধ্যে গ্যারেজের পঞ্চাশ গজ দূরত্বে পৌঁছে গাড়ী থামালো জনি হারলো। সে গাড়ীর আলো নেভালো।

গ্যারেজের পাশের ছোটদরজা খুলে একটু পরে বেরিয়ে এল চার-জ্যাকবসন। স্যেব্যয়ার। ট্রাশিয়া। এবং অচেনা একজন।

ওরা বিশেষ নম্বর-প্লেট-লাগানো সেই কালো গাড়ীটায় উঠলো। গাড়ী স্টার্ট দিলো।

হেডলাইট নেভানো—লুইজির গাড়ীতে ওদের ফলো করছে জনি হারলো।

'দ্য হারমিটেজ'—নামলেখা এবং উঁচুদেয়ালে ঘেরা একটা ভিলার সামনে গাড়ীটা দাঁড়ালো। ওর ভেতরে গেল।

গেটের তালা পকেটের চাবীগুলো দিয়ে পরখ করলো হারলো। তারপর গাড়ী চালিয়ে মিনিট পনেরো পরে একটা গলিতে পৌঁছে একটা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মাথায় ধূসর চুল, পরনে চাইনিজ ড্রেসিং গাউন—মোটাসোটা এক ভদ্রলোক ওকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে ইলেকট্রনিক ল্যাবোরেটরী ও ফটোগ্রাফারের ডার্করুম। ওকে আর্মচেয়ারে বসতে বলে ভদ্রলোক বললেন—

'অ্যালেকসিস্ ডানেট আমায় আগেই বলেছিল, জনি হারলো বিচ্ছিরি সময়ে আসবে।'

'কাজটা আরো বিশ্রী। সময়ও নেই। এই ফিল্ম-ক্যাসেটটা নাও। ষাটটা ফিল্ম এনলার্জ করতে হবে। কখন হবে, জিয়ানকার্লো?

'এমন আর কী? বিকেল নাগাদ হয়ে যাবে।'

'জ'। ক্লদ্ শহরে আছে?'

'তার মানে কোড ভাঙাতে হবে? হ্যাঁ, আছে। দেখা যাক, ও কতদূর কি করতে পারে।'

ভোর চারটেয় ভিলায় ফিরে যখন জ্যাকবসনের মুখোমুখি হল জনি হারলো, লোকটা যেন ভূত দেখে আঁৎকে উঠলো। কোনমতে সামলে নিয়ে সে বললো।

'ভোর চারটেয় ফিরছো? কোন্ জাহান্নামে গিয়েছিলে।....আমি তো পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছিলাম—'

'আমি পুলিস-স্টেশন থেকেই ফিরছি। ছোরা ও পিস্তল নিয়ে একটা লোক আমার ঘরে ঢুকেছিল। ঘুম-পাড়ানিয়া গল্প বলতে নয় বোধহয়। এখন সে হাসপাতালে, পুলিস-পাহারায়....'।

।। ৬ ।।

সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ রেস-ট্র্যাকের কাছাকাছি ট্র্যানস-পোর্টার থামালো হারলো। ওকে দেখে মেরী খুসী। মেরী জানালো মিস্টার ডানেট ওর সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চায়।

কুড়ি মিনিট পরে....

ডানেটের ঘরে ঢুকে স্নান ও দাড়ি কামানো সেরেছে হারলো।

ডানটে বলে—

'এবার কি করতে চাও?'

'ফেরারি গাড়ী চড়ে মাসে ইতে ফিরে যাবো। প্রথমে জিয়ান-কালোরে সঙ্গে দেখা করে ফিল্মগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নেবো। তারপর পুলিসস্টেশনে যেয়ে লুইজি কি বললো তাই জানকে হবে।'

'লুইজি মুখ খুলবে মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই। পাঁচ বছরের মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিশ্চয়ই মুখ খুলবে। আজ রাতে আমি 'ভিলা হারমিটেজে' হানা দেব। আমার একটা পিস্তল দরকার।'

বিছানার তলা থেকে টাইপরাইটার বার করে নীচের প্লেট্ খোলে ডানেট। ভেতরে ক্লিপে-অঁাটা পিস্তল, দুটো সাইলেন্সার, দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন। ছোট পিস্তলটা, একটা সাইলেন্সার ও একটা ম্যাগাজিন জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে পুরে চেন টেনে দেয় জনি হারলো।

একটু পরে····

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল।

দুহাতে মেরীকে জড়িয়ে ধরেছিল জনি।

লেদার জ্যাকেটের পকেটে চাপ লাগায় পকেট খুলে ভেতরের পিস্তল ও সাইলেন্সার বন্ধ করে অবাক চোখে দেখে মেরী বলে—

'এসব কী? আমি বাবাকে বলে দেব।'

'তাতে তোমার বাবার ক্ষতি হবে। তোমার মা যদি মারা যায় তোমার বাবা কি সেই শোক সহ্য করতে পারবে?'

'আমার মা?'

'তোমার মা বেঁচে আছে। তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমি আজ রাতে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো।'

'জনি, পুলিসে খবর দিলে হবেনা?'

'না, আইনের সাহায্য নিয়ে ও কাজ হবেনা।'

'জনি, তুমি আমার কাছে ফিরে আসবেতো?'

'মেরী, যতো দূরে যাই, তোমায় আমায় দেখা হবে।'

'আবার মুখ ফসকে বলে ফেললে?'

'না, এবার মুখ ফসকে বলিনি।'

....জিয়ানকার্লো'র ল্যাবোরেটরীতে হারলো।

'হারলো, এইসব ফিল্ম থেকে জানা গেল, স্ত্রী কিডন্যাপ্ড হবার পর থেকে গত ছমাসে এক লাখ চল্লিশ হাজার ডলার গুণ্ডাদের দিয়েছে ম্যাকআলপাইন। টাকাটা জমা হয়েছে সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে। সুতরাং কার নামে জমা হয়েছে জানা যাবেনা। দ্বিতীয়তঃ, জ্যাকবসন য়ুরোপের সবচেয়ে ধনী মেক্যানিকদের একজন। তার ডায়েরীতে য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গায় যারা কার রেসিং-এর ফলাফল নিয়ে ফাটকা-বাজির ব্যবস্থা করে, সেইসব বুকমেকারদের নাম আছে। প্রত্যেকটা গ্রাঁ প্রী-র দু-তিনদিন আগে টাকা জমা হয় ওর অ্যাকাউন্টে। তৃতীয়তঃ, ট্রাশিয়া ও ম্যেয়ারের কোড এখনও ভাঙ্গা যায়নি।'

....পুলিস স্টেশনে যায় হারলো।

'লুইজি বিবৃতি দিয়েছে?'

'না। ও হাসপাতালে ছিল। মিস্টার হারলো, আপনি ওকে এমনভাবে মেরেছিলেন, প্রত্যেক ঘণ্টায় তাকে ব্যথা কমাবার ওষুধ দিতে হয়েছিল। দুপুর বারোটা বাজতে যখন দশ মিনিট বাকী, নার্সের পোষাকে এক সোনালী চুল রূপসী দুটো ট্যাবলেট ও এক গ্লাস জল এনে প্রহরারত সার্জেণ্ট ফ্লুরিকে বলে গেল, দশ মিনিট পরে ট্যাবলেট দুটো লুইজিকে দিতে।'

'ট্যাবলেটে কি ছিল?'

'সায়ানাইড'।

....লাল ফেরারি গাড়ীটা শূন্য ও পরিত্যক্ত ফার্মের বাইরে দাঁড় করালো হারলো।

সে বাইরে বের হতেই—

অন্ধকারের আড়াল থেকে উদয় হল মুখোসপরা একটা মূর্তি। মুগুরের ঘা এড়াতে হারলো ডিগবাজি খেলো এবং ওর কাঁধের ধাক্কা আততায়ীর বুকে লাগলো। লোকটা মাটিতে পড়লো। তার ওপরে হার্লো। সে পিস্তল বার করার আগেই পেছন থেকে দেখা দিল মুখোস-পরা আর এক ছায়ামূর্তি এবং এবার তার মুগুরের ঘা লাগলো হারলোর ডানদিকের রগে। প্রথম আততায়ী এবার উঠে হারলোর মুখে লাথি মারে। অচেতন হারলোকে ওরা সার্চ করে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ এখন পরিষ্কার। টলতে টলতে হারলো ভেতরে আসতেই ওকে ধরে ফেলে ডানেট। ওর কপাল থেকে রক্ত বের হচ্ছে। বাঁগালে কাটা দাগ। নাকমুখে রক্ত, ঠোঁট কাটা, সামনের দুটো দাঁত ভাঙা। মেরী ছুটে এসে বলে—

'জনি, ওহ্ জনি, ওরা তোমার এ কী অবস্থা করেছে।'

ডানেট শান্ত গলায় বলে—

'মেরী এখন কান্নাকাটির সময় নয়। গরম জল, স্পঞ্জ, তোয়ালে, ফার্স্ট-এইড বক্স আনো। তোমার বাবাকে কিছু বলোনা।'

ক্ষত সাফ করা, মুখ ধোয়া, আয়োডিন ও অ্যানটিসেপ্টিক লাগানো শেষ হলে মেরী বলে—

'আমি ডাক্তার ডাকছি।'

হারলো বাধা দেয়—

'ডাক্তার নয়, ক্ষত সেলাই করানোর সময় নেই, আজ রাতে আমার অনেক কাজ।'

'জনি, ওহ্ জনি, তুমি আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছো। মাতাল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, হাত কাঁপছে, নার্ভ ঠিক রাখতে পারছেনা—এসবই ছিল তোমার অভিনয়। তাই না?'

'হ্যাঁ'।

ওদের কথায় বাধা দিয়ে ডানেট বলে—

'তুই যমজ ভাই টুইডলডাম ও টুইড লডী-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাকবসনের সঙ্গে কাজ করতে করতে ওরা আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে ভেবে ওদের হয়তো খুন করা হয়েছে। হয়তো জ্যাকী ও হ্যারীকে এইভাবেই খুন করা হয়েছিল।'

আতংকিত মেরীর দিকে তাকিয়ে জনি হারলো বলে—

'হ্যাঁ, মেরী, জ্যাকবসন খুনী। এই বছরের প্রথম গ্রাঁ প্রীতে আমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যও সে দায়ী। ওই ঘটনার পরেই আমি মিস্টার ডানেটের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে রাজী হয়েছিলাম। ফ্রান্সের গ্রাঁ প্রীতে সে আমায় হত্যা করতে চেয়েছিল। আমার কাছে ফটো-গ্রাফে তার প্রমাণ আছে। গ্রাঁ প্রী ড্রাইভার জেথুব মৃত্যুর জন্যও সে দায়ী। ট্রানসপোর্টার থামিয়ে আমায় খুন করার জন্যে সে ফাঁদ পেতেছিল। কাল রাতে আমায় খুন করতে সে লুইজিকে পাঠিয়েছিল। নার্সের সাজে এক সঙ্গিনীর হাত দিয়ে সায়ানাইড ট্যাবলেট পাঠিয়ে সে খুন করেছে লুইজিকে, যাতে লুইজি পুলিসের কাছে স্টেটমেণ্ট দিতে না পারে।' 'অবিশ্বাস্য। দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়!'

আচমকা পিছু হটে এক টানে দরজা খোলে হারলো। মেরীর ভাই রোরি এতক্ষণ দরজায় কান দিয়ে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল। এখন সে ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়ে। তার চুল ধরে তুলে হাতের উল্টো-দিক দিয়ে জোরে ওর বাঁ গালে মারে হারলো, তারপর ডান গালে। মেরী চেঁচিয়ে ওঠে—

'জনি! ওহ্ জনি! তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?'

মেরীকে শক্ত করে ধরে রাখে ডানেট।

'রোরী, আজ বিকেলে আমি আর মিস্টার ডানেট যখন কথা বল-ছিলাম, তুমি আড়ি পেতে শুনে আমার শত্রুদের খবর দিয়েছো যে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফটোর ব্যাপারে যাচ্ছি এবং আমার গাড়ী পরিত্যক্ত

এক ফার্মের বাইরে দাঁড় করানো থাকবে। তার ফলে আমাকে মার খেতে হয়েছে। বল, কথাটা কাকে বলেছিলে? তুমি না বললে কে বললো? মিস্টার ডানেট?'

'আমি বলিনি। হয়তো উনিই বলেছেন।'

ওকে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে জনি হারলো বলে—

'রোরী, মিস্টার ডানেট সাংবাদিক নন, উনি কখনও অ্যাকাউন-ট্যাণ্ট ছিলেন না। উনি স্ক্যুটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশ্যাল ব্রানচের অফিসার এবং আন্তর্জাতিক পুলিস-সংস্থা 'ইনটারপোল'-এর সদস্য। ক্রিমিন্যালদের সাহায্য করে তুমি অন্যায় করছো। এর জন্য তোমাকে বেশ কয়েক বছর বরস্ট্যাল জেলে কাটাতে হতে পারে! এখনও বলো, কথাটা তুমি কাকে বলেছিলে?'

'ট্রাশিয়াকে।'

'ট্রাশিয়া এখন কোথায়?'

'ন্যোথ্যয়ারের সঙ্গে মার্সেইয়ে গেছে।'

'জ্যাকবসন?'

'নিরুদ্দেশ মেক্যানিক দুই যমজ ভাইকে খুঁজতে গেছে।'

'লাস দুটো কবর দেব বলে সঙ্গে কোদাল নিয়েছে নিশ্চয়ই।'

....হারলো বেরিয়ে যায়। তার পেছন পেছন রোরী।

মেরী অবাক হয়ে বলে—

'মিস্টার ডানেট, আপনি সত্যি সত্যিই স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ ও ইনটার-পোলের অফিসার?'

'হ্যাঁ, আমি পুলিস অফিসার।' 'আপনি জনিকে থামান।'

'তোমার জনিকে তুমি চেনোনা।' 'ও ট্রাশিয়াকে শাস্তি দিতে চায়?'

'তার থেকেও বড় কথা, ও জ্যাকবসনকে শাস্তি দিতে চায়। জ্যাকবসন অনেকগুলো নরহত্যার জন্য দায়ী। তা ছাড়া দুটো ব্যাপারে ওর সঙ্গে জ্যাকবসনের ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে।'

'ওর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে জ্যাকবসন দায়ী ?'

'হ্যাঁ'

'দ্বিতীয় কারণটা ?'

'তোমার একটা পা খোঁড়া হবার জন্যেও জ্যাকবসনই দায়ী।'

॥ ৭ ॥

ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার স্পীডে লাল রঙের ফেরারি গাড়ী চালাচ্ছে জনি হারলো। সারা মুখে ক্ষতচিহ্ন, ব্যাণ্ডেজ, প্লাস্টার। চোখ দুটো কিন্তু শান্ত।

'মিস্টার হারলো!'

—পেছনের সীট থেকে মাথা তুলে রোরি বলে।

'তুমি এখানে কি করছো ?'

'আমি ভাবলাম, আপনার সাহায্যের দরকার হতে পারে।'

'এই নাও তিনশো ফ্রাঁ। কোন হোটেলে ঠাঁই নাও। তোমার বাবাকে ফোন করলে উনি গাড়ী পাঠাবেন।'

'না, মিস্টার হারলো। আমি ভুল বুঝে মস্ত বড় একটা ভুল করেছি। এবার আপনাকে সাহায্য করার একটা সুযোগ দিন। প্লীজ!'

'দ্যাখো, আজ রাতে যাদের সঙ্গে আমার মোকাবিলা, তারা তোমায় খুন করতে পারে। এমনিতেই তোমার বাবার মনের যা অবস্থা—'

'বাবার কি হয়েছে ?'

'ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে জ্যাকবসন ও তার সঙ্গীসাথীরা।'

'মেরী খোঁড়া হবার জন্যেও ওই জ্যাকবসনই দায়ী। তাই না? আমি ভুল বুঝে তোমার দায়ী ভেবে·······জ্যাকবসনকে তুমি শাস্তি দেবে ?'

'হ্যাঁ।'

'মিস্টার হারলো, তুমি তো মেরীকে বিয়ে করবে, তাই না? আমি আমার বোনকে ভালোবাসি। তাকে যারা আঘাত দিয়েছে, তারা শাস্তি পাক, আমিও চাই। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

'বেশ, তবে আড়ালে থেকো, নিজের নিরাপত্তার দিকে নজর রেখো।'

....ভিলা হারমিটেজের বাইরে দশ ফুট উঁচু দেয়াল। মেঘহীন আকাশে চাঁদের আলো। দড়িতে হুক লাগিয়ে একটা গাছের ডালে ছুঁড়ে দেয় হারলো। দড়ি ধরে গাছে ওঠে হারলো। ত্রিপল, তারকাটা যন্ত্র, বাটালি, দড়ি, হুক ও ফার্স্ট-এইড-বক্স-সমেত থলিটা দড়িতে বেঁধে ওপরে তুলে দেয় রোরী। গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে দেয়ালের ওপারে নামে হার্লো। ওপরতলার একটা জানলা তিন ইঞ্চির মত খোলা। কুড়ি গজ দূরে একটা শেডে বাগানের নানা সাজসরঞ্জাম। সেখান থেকে মই জোগাড় করে দেয়ালে মইটা হেলিয়ে মই বেয়ে ওঠে হারলো। ইনস্যুলেটেড তারকাটা যন্ত্র দিয়ে সে জানালার বৈদ্যুতিক তারের বেড়া কেটে ভেতরে ঢোকে। কংক্রিটের মেঝে ও কংক্রিটের দেয়াল-ওলা কামরায় ল্যাবোরেটারীর যন্ত্রপাতি। অ্যালুমিনিয়মের তৈরী অনেক পাত্র। ভেতরে সাদা পাউডার। পাউডারের গন্ধ নেয় হারলো ....ওদিকে বাইরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রোরী দেখে, কালো ট্রাউজার ও কালো পুলওভারপরা একটা লোক পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে মইটা দেখলো ও আঁৎকে উঠে ভেতরের দিকে ছুটলো। তার এক হাতে চাবি, অন্য হাতে ছোরা।

........হারলোর প্রচণ্ড জোরালো লাথিতে দরজা খোলে। ভেতরে ইইলি স্তেব্যয়ার, একজন সুন্দরী ব্লণ্ড মহিলা এবং তিনজন দামী স্যুট-পরা ভারিক্কী চেহারার ভদ্রলোক।

'হ্যাণ্ডস্ আপ্!'—হারলো বলে। ওরা হাত তোলে।

'এসবের মানে কী, হারলো? আমি বন্ধুদের সংগে দেখা করতে এসেছি....,—স্তেব্যয়ার বলে।

'আদালতে জজকে বুঝিও। আমার ধৈর্য কম।'

'সাবধান!'

—রোরীর গলার শব্দ শোনা যায়।

গ্রাঁ প্রী ড্রাইভার জনি হারলোর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত কাজ করতে অভ্যস্ত। পেছন থেকে যে লোকটা ছোরা তুলছিল, হারলোর পিস্তলের গুলিতে তার হাত ভেঙে যায়। চকিতে অন্যদের দিকে ঘোরে জনি। মোটাসোটা তিনজনের একজন পিস্তল বার করবে বলে জ্যাকেটের পকেটে হাত রেখেছিল।

'গো অন্!'—জনি বলে।

সে তাড়াতাড়ি হাত বার করে। আহত লোকটাকে সঙ্গীদের সঙ্গে দাঁড়াতে বলে হারলো। সেই মুহূর্তে রোরী ভেতরে ঢোকে।

'ধন্যবাদ, রোরী, তোমায় ক্ষমা করলাম। ফার্স্ট এইড বক্স বার করো। এই যে, নার্স, তোমার বন্ধুর হাতটা ব্যানডেজ করো।'

'তুমি করো।'

পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর মুখে মারে হারলো। ওর গাল ফেটে রক্ত বের হয়। ও চীৎকার করে উঠে। 'জেসাস্। মিস্টার হারলো।

—রোরী এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠে।

'রোরী, এই রূপসী খুনের আসামী। নার্স, এবার তোমার বন্ধুর হাতে ব্যানডেজ করো। আর তোমরা মেঝেয় মুখ, হাত দুটো পিছমোড়া করে শুয়ে পড়ো। রোরী, ওদের পিস্তলগুলো নিয়ে নাও।'

'মিস্টার হারলো, এদের চারজনের কাছেই তো পিস্তল আছে।'

'তুমি কি আশা করেছিলে? পাউডার পাফ থাকবে ওদের কাছে? শোনো রোরী, এবার দড়ি দিয়ে ওদের শক্ত করে বাঁধো।'

ছোরার ডগা উইলি ন্যেব্যয়ারের গলায় ঠেকিয়ে জনি হারলো বলে—

'এবার বল্, গেটের চাবি কোথায় ?'

'হলের টেবিলে।'

পিস্তল চারটে ব্যাগে রাখে রোরী। কাগজপত্র পড়ে হারলো বলে—

'তোমরা তিনজন মারজিও, মারজিও অ্যাণ্ড মারজিয়ো—তিন মারজিও ভাই—মারফিয়ার গুণ্ডাদের সম্বন্ধে এইসব খবর পেলে খুব খুশী হবে পুলিস। আর রূপসী অ্যান্-মারী, তোমার ব্যাগে চিনির-কোটিং-লাগানো এই সায়ানাইড ট্যাবলেটগুলো পেয়ে ভালোই হল।'

ন্যেব্যয়ারের তলপেটে ঘুষি মারে হারলো। ও মুখ খুলতেই পিস্তলের সাইলেনসার ওর মুখে গুঁজে দিয়ে ট্যাবলেটটা পিস্তলের নলের পাশে ধরে হারলো বলে—

'এবার বল্, জেমস ম্যাকআলপাইনের বউ মিসেস ম্যাকআলপাইনকে কোথায় আটকে রেখেছিস ?'

'বানদোলে। মোটরবোটের নাম শ্যেভালিয়র। চল্লিশ ফুট লম্বা। নীল আর সাদায় মেশানো রং।'

ট্যাবলেট ওর মুখে গুঁজে দিয়ে টেপ দিয়ে উইলির মুখ আটকে দেয় হারলো। বলে—

'কথাটা আমার বিশ্বাস হলনা। তিন মিনিটের মধ্যে তুই মরবি।'

ওর এক সঙ্গী চেঁচিয়ে ওঠে—

'এ কী করছো ? ও তো ঠিকই বলেছে। বানদোল—

শ্যেভালিয়র—মোটরবোট—নীল আর সাদা রং—'

পুলিসে ফোন করে হারলো।

"আমি ভিলা হারমিটেজ থেকে কথা বলছি। ব্যু জর্জ সাঁদ-এ

এই ভিলা। এখানে প্রচুর 'হিরোয়িন্' রয়েছে এবং এই মাদকদ্রব্যের অবৈধ আন্তর্জাতিক ব্যবসায় জড়িত দুজন লোককে আপনি এখানে পাবেন। ওদের মধ্যে তিনজন হল মারজিও ভাই। লুইজির খুনের জন্যে দায়ী অ্যান্-মারীকেও এখানে পাবেন। এদের বেঁধে রখা হল। সাক্ষ্য-প্রমাণ পরে পাবেন।"

রোরী বলে—

"ওর মুখ খুলে দাও। সায়ানাইড ট্যাবলেট—"

"সায়ানাইড় নয়, অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট দিয়েছিলাম। এবার চলো।"

....জিয়ানকার্লোর ল্যাবোরেটরী।

জিয়ানকার্লো বলে—

'হ্যাঁ, ওরা তিনজনই করসিকার কুখ্যাত সেই "মারজিও ব্রাদার্স।" সিসিলির মারফিয়ারা ওদের কাছে তুচ্ছ। কয়েক কোটি ফ্রাঁ দামের হীরোয়িন পাওয়া গেছে। এবার সাক্ষ্য—প্রমাণ পরিষ্কার, ওরা পুলিসের হাত থেকে বাঁচবেনা। ভালো কথা, জ্যাঁ ক্লদ্ এবার ট্রাশিয়া ও ন্যেব্যেয়ার-এর ডায়েরীর কোড ভেঙেছে। সারা য়ুরোপে কাদের সঙ্গে....'

পুলিসস্টেশনে ঢুকে উইলি ন্যেব্যয়ার বলে—

'আমি আমার উকীলের সঙ্গে গোপনে কথা বলার জন্যে ওই ফোন বুথে ঢুকতে পারি?'

সার্জেণ্ট সম্মতি জানায়।

উকীলকে নয়....

ট্রাশিয়াকে ফোন করে ন্যেব্যয়ার।

ট্রাশিরা লাউঞ্জে কৌচে শুয়ে আছে। পাশে রূপসী সঙ্গিনী। স্বল্প-বসনা সুন্দরীর সঙ্গ ছেড়ে ভিলায় যেতে পারেনি ট্রাশিয়া।

'শোনো, ট্রাশিয়া, তুমি ভিলায় এলে আমার মতই পুলিসের হাতে ধরা পড়তে। শোনো, 'শেভ্যালিয়ার' নামের সেই মোটরবোটে এখন কে আছে?'

'পলি এখন ওখানে একা।'

'শোনো, জনি হাবলো ওখানে যাচ্ছে।'

বেশ, আমি ইয়নিকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি।'

'হারলোকে খতম করো।'

…জিয়ানকার্লোর ল্যাবোরেটরীতে ফোনে ডানেটের সঙ্গে কথা বলছে ইন্টারপোলের এজেন্ট হাবলো।

"তাহলে সকাল পাঁচটায় য়ুরোপের সব জায়গায় গ্যাং-এর সবাইকে অ্যারেস্ট করা হবে? বেশ, আমার তাড়া আছে। পরে কথা হবে।'

স্পীডে গাড়ী ড্রাইভ করছে হাবলো। রোরী বলে –

'তুমিও তাহলে স্পেশ্যাল এজেন্ট?'

'গোটা অপারেশনটা হচ্ছে মিস্টার ডানেটের নির্দেশে। আমি তাঁর এজেন্ট হিসাবে কাজ করছি। কার রেসিং-এর ব্যাপারে বছরখানেক ধরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছিল। যার জেতার কথা, সে হারছে। যার হারার কথা, সে জিতছে। অদ্ভুত সব অ্যাক্সিডেন্ট, যান্ত্রিক গোলযোগ, ড্রাইভারের অসুস্থতা। শেষে এসবের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে বুঝে গ্রাঁ প্রীর বিভিন্ন টীমের মালিকেরা গেল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। কেসটা তুলে দিল ইন্টারপোলের হাতে। অর্থাৎ মিস্টার ডানেটের হাতে। টেলিফোনে আড়ি পেতে এবং চিঠি খুলে পড়ে জানা গেল, জন পাঁচেক রেসিং কার ড্রাইভার আর জন সাত-আট মেক্যানিক তাদের আয়ের তুলনায় বেশী টাকা জমাচ্ছে। প্রত্যেকটা রেসে কে জিৎবে, আগে থেকে তা ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ট্রাশিয়া ও স্লেথ্যয়ার প্রত্যেকটা রেসে প্রচুর টাকা কামাচ্ছে। তার মানে, ওরা কিছু একটা বেচেছে। কী বেচতে পারে? মাদকদ্রব্য। হীরোয়িন্।'

…আকাশে চাঁদের আলো। শ্যেভালিয়র' নামের সেই মোটরবোট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ ভেসে আসছে।

চাঁদ একটু পরেই ঢাকা পড়বে। কাফেতে ঢুকে খাবারের অর্ডার দেয় হারলো। বাদামী রঙের ওভারঅলপরা একটা রোগা লোক ভেতরে ঢুকে বীয়ারের অর্ডার দেয়। হারলোকে দেখে ও প্রায় লাফিয়ে উঠে বীয়ারের গ্লাস ফেলে পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে যায়। হারলো বলে—

'রোরী, ওর নাম ইয়নি। ও আগে করোনাডো টীমে মেক্যানিকের কাজ করতো। আমার ধারণা, ও ট্রাশিয়া-র দলে আছে। নিকোলো ট্রাশিয়া আজ রাতে অন্ধকারে আমার ওপর হামলা করার চেষ্টা করবে। তুমি গাড়ী থেকে টেপ ও দড়ি আনো। কাজে লাগাতে পারে।'

····জেটির এক ধারে ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল হারলো ও ইয়নি। হারলোর হাতে উদ্যত পিস্তল। ট্রাশিয়া ও ইয়নিকে দেখে ছায়ার আড়াল থেকে এগিয়ে আসে হারলো। ট্র্যাশিয়ার হাতে রাইফেল। কিন্তু রাইফেল তোলার অবকাশ পায়না ট্রাশিয়া। হারলো বলে—

'ট্রাশিয়া, রাইফেলটা নামিয়ে রাখো। হাত তোলো। ঘুরে দাঁড়াও। কোন গোলমাল বাঁধালে আমি গুলি চালাবো। রোরী, ওদের সার্চ করো। দুটো পিস্তল? জলে ফেলে দাও। তোমরা এবার শুয়ে পড়ো। রোরী, ওদের বাঁধো, মুখ টেপ দিয়ে এঁটে দাও।'

····মোটরবোটের হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে দীঘল ও শক্তিশালী চেহারার একটা লোক দেখছিল, একটা আউটবোর্ড মোটর ডিঙ্গি এগিয়ে আসছে। ইয়নিকে তীরে রাখা হয়েছে। মুখবন্ধ হাতবাঁধা ট্র্যাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে হারলো। তার সঙ্গে রোরী।

শেভ্যালিয়র-এর আলোক-উজ্জ্বল কেবিনে ঢুকে হার্লো বলে—

'রোরী, ওই তালাবন্ধ দরজার ওপরে আছে তোমার মা মিসেস ম্যাকআলপাইন্। ট্রাশিয়া, চাবিটা দাও।'

····ঠিক তখনই····পেছন থেকে ভেসে আসে একটা ভারী গলার স্বর—

'হারলো, পিস্তল ফেলে দাও। হাত তোলো।'

ট্রাশিয়ার বাঁধন খুলে দিতে সে ধন্যবাদ দেয় পলিকে।

'পিস্তল ফেলে দাও'

—হঠাং চেঁচিয়ে ওঠে রোরী।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পলি দেখে, রোরীর হাতে আর একটা পিস্তল। পলি পিস্তল তুলতে যেতেই পিস্তলের ট্রিগার টেপে রোরী। তার চোখ বন্ধ, ঠোঁট চাপা। গুলিটা কিন্তু পলির কাঁধে লাগে। আর্ত চীৎকার করে পলি। হারলোর বাঁহাতের প্রচণ্ড হুক ট্রাশিয়ার পেটে লাগে ও সে কুঁজো হয়ে বসে পড়ে। তারপর কোনমতে সামলে নিয়ে ট্রাশিয়া ছুটে ডেকে পালায়। রোরির পিস্তলের সামনে ভয়ে চুপচাপ বসে আছে পলি। ডেকে ধস্তাধস্তির শব্দ। গার্ড—রেল টপকে ট্রাশিয়াকে জলে ফেলে দেয় হারলো।

ট্রাশিয়া চেঁচাচ্ছে—'আমি সাঁতার জানিনা।'

রোরী জ্যাকেট খুলে জলে ঝাঁপাতে যাচ্ছিল। তাকে থামায় হারলো।

মিসেস ম্যাকআলপাইনের কেবিনের চাবিটা পলি দেয়। পলিকে অন্য কেবিনে বন্ধ করার আগে ফার্স্ট-এইড বক্সটা ওকে দিয়ে হারলো বলে—

'আধ ঘন্টার মধ্যে ডাক্তার আসবে। তুমি বাঁচলে বা মরলে আমার কিছু যায় আসে না।'

....হেনরী ম্যাকআলপাইনের স্ত্রী এবং রোরি ও মেরীর মা মারী এই বয়সে এখনও সুন্দরী। মা ও মেয়ের মধ্যে চেহারার মিল আছে। দীর্ঘদিন বন্দিনী থেকে ও রোগা হয়ে গেছে। মুখে হতাশার ভাব। হারলো বলে—

'মারী, আমি তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি।'

'জনি! জনি হারলো! তোমার মুখের এ অবস্থা কেন?'

'এমনিতেই যেন কত সুন্দর ছিল। রোরী আমার সঙ্গে এসেছে।'

সাঁতার জানিনা বললেও টর্পেডোর স্পীডে সাঁতার কেটে তীরে উঠে জ্যাকবসনকে ফোন করে ট্রাশিয়া—

'জেক, বেজন্মা হারলো আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে আমি যাচ্ছি।'

'পাসপোর্ট আর পোষাক আনতে ভুলোনা।'

ইয়নির মুখ বন্ধ, হাত বাঁধা। তার পাশে যেয়ে ট্রাশিয়া বলে—

'রোরি পলিকে গুলি করেছে। হারলো তীরে এসে দেখবে, তোমার বাঁধন খোলা কিনা। সুতরাং, ও চলে গেলে তবে তোমার বাঁধন খুলবো। তারপর তুমি আউটবোর্ড মোটর ডিঙিতে মোটরবোটে যাবে এবং সব জরুরী কাগজপত্র ব্যাগে ভরে আমার গাড়ীতে চড়ে মার্সেইয়ে তোমার বাসায় যেয়ে অপেক্ষা করবে।'

তীরে নেমে ইয়নির বাঁধন পরীক্ষা করে ফোনবুথে ঢুকে যায় হারলো। ট্রাশিয়া জানে, ও হেনরী ম্যাকআলপাইনকে ফোন করছে। হারলো, রোরী ও মিসেস ম্যাকআলপাইন অদৃশ্য হতেই ইয়নির বাঁধন খোলে ট্রাশিয়া ও ইয়নি এক ছুটে ডিঙির দিকে যায়।

ফোনবুথে ঢুকে কিন্তু আবার জ্যাকবসনকে ফোন করে ট্রাশিয়া—

"হারলো, রোরী আর মিসেস ম্যাকআলপাইনকে চলে যেতে দেখলাম। ও যাওয়ার আগে মিস্টার ম্যাকআলপাইনকে ফোন করেছে।"

সেই মুহূর্তে হেডলাইট-নেভানো পুলিসের গাড়ী জলের কিনারে থামে। ট্রাশিয়া বুঝতে পারে, পুলিসে ফোন করেছিল জনি হারলো।

....মেরীর ঘরে ঢুকে পিস্তল দেখিয়ে তাকে নিজের সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছে জ্যাকবসন। যাওয়ার আগে বাথরুমের দরজার আড়ালে এক টুকরো কাগজে কয়েকটা কথা লিখে এসেছে মেরী।

....'শেভালিয়র' নামের সেই মোটরবোটে সব দামী কাগজপত্র গুছিয়ে ব্রিফকেসে রেখে ব্যাগটা সালোঁয় রেখে কেবিনে নিজের জিনিস-

পত্র গুছিয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরে সালোঁয় ফিরে ইয়নি দেখে, চারজন সশস্ত্র পুলিস ব্রিফকেসের পাশে অপেক্ষা করছে।

পিস্তল উঁচিয়ে পুলিস সার্জেণ্ট বলে—'কোথায় যাচ্ছো, ইয়নি ?'

....গাড়ীতে যেতে যেতে হারলো বলছে—

'গ্রাঁ প্রীতে কে জিতবে, তাই নিয়ে জুয়ো খেলাটা জ্যাকবসনের আইডিয়া। পাঁচজন ড্রাইভার ও অনেক মেক্যানিক ওর দলে। আমাকে নিয়েই ঝামেলা বাঁধলো ওর। আমি বার বার জিতছি। তাই আমাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করা হল। অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটানোর দুটো উপায় হল—হাইড্রলিক ব্রেক লাইনে বা সাসপেনসনে রেডিও-কনট্রোলড অথবা কেমিক্যাল বিস্ফোরক রাখা, অ্যাক্সিডেণ্টের পর যা খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তাই আমাকে মাতালের অভিনয় করতে হল। ট্র্যানসপোর্টার-ড্রাইভারের চাকরি নিতে হয়। কেননা আমি জানতাম, এই ট্র্যানস-পোর্টারে হীরোয়িন চালান হয়।

মারীকে কিডন্যাপ করে ওকে খুন করার ভয় দেখিয়ে ওরা জেমস ম্যাকআলপাইনের কাছে মোটা টাকা ব্ল্যাকমেল আদায় করেছে, আবার হীরোয়িন চালানের ব্যাপারে সম্মতি জানাতে তাকে বাধ্য করেছে।

কেননা মারীকে সত্যিই ভালোবাসে জেমস্।'

....ম্যাকআলপাইনের চোখে জল।

'জনি, অ্যালেকসিস আমায় সব বলেছে : তুমি নিজের ক্ষতি করে আমার মারীকে ফিরিয়ে এনেছো।'

'তোমার মেয়ে ও আমার ভাবী স্ত্রী মেরীকেও আমি ফিরিয়ে আনবো। কিন্তু ট্রাশিয়া ও জ্যাকবসন ফিরে আসবেনা।'

ফেরারী গাড়ী ড্রাইভ করছে জনি হারলো। সঙ্গে রোরী ও ডানেট। ঘণ্টায় ১৬০ মাইল গতিতে গাড়ী ছুটছে এখন। ডানে টবলে—

'স্পীড-সুপারস্টার, তুমি শুধু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নও, তুমি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ড্রাইভার। জেসাস!'

জেমস ম্যাকআলপাইনের ফোন পেয়ে কল্ দ্য ডেইনদ্-এর গিরি-বর্তের মুখ আটকে রেখেছে একটা ট্রাক। ট্রাকের মালিক জেমসের বন্ধু।

....গাড়ী ঘোরাবার চেষ্টা করে ট্রাশিয়া। এবং সেই মুহূর্তে একসঙ্গে গুলি চালায় ডানেট ও হারলো। গুলি জ্যাকবসনের কাঁধে বেঁধে। লহমার মধ্যে অ্যাস্টন গাড়ীর দরজা খুলে বাইরে লাফায় খোঁড়া মেরী। ওকে টেনে নিজেদের গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় ডানেট। এখন ট্রাশিয়ার গাড়ীর পেছনে ছুটছে হারলোর গাড়ী। এবার গিরিবর্তের মারাত্মক বিপজ্জনক একটা মোড়।

আচমকা গতি বাড়িয়ে গতিপথ বদলায় হারলো। ওর ফেরারি গাড়ীটা ট্রাশিয়ার অ্যাসটন গাড়ীতে ধাক্কা দেয়। ফেরারি শেষ মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে যায় ও ধাক্কা সামলে রাস্তার মাঝখানে ফিরে আসে। কিন্তু ধাক্কা সামলাতে পারে না অ্যাসটন গাড়ীটা। গিরি-বর্তের পাশে খাদের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় জ্যাকবসন ও ট্রাশিয়া-সমেত অ্যাসটন গাড়ীটা। বজ্রপাতের মত আওয়াজ হয়। কমলা রঙের আগুনের শিখা জ্বলে। তারপর নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকার!

আতংকে কেঁপে উঠে হারলোর কাঁধে মুখ গোঁজে মেরী!

জনি হারলো তখনো একদৃষ্টিতে খাদের দিকে চেয়ে আছে।

॥ গোয়েন্দার নাম শার্লক হোমস্ ॥

॥ স্যার আর্থার কন্যান ডয়েল ॥

আধুনিক গোয়েন্দাকাহিনীর সূচনা ভলতেয়ার-এর 'জাদিগ' উপন্যাসে। ক্লাসিক "ডিডাকশন-ডিটেকশন"-ভিত্তিক আধুনিক গোয়েন্দা গল্পের প্রথম সফল রূপকার অ্যামেরিকান কথাসাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো। এবং গোয়েন্দা—গল্প প্রথম তার সুখপাঠ্য রোমাঞ্চকর বুদ্ধিদীপ্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় ব্রিটিশ কথাসাহিত্যিক স্যার আর্থার কন্যান ডয়েলের শার্লক হোমস-সিরিজের কাহিনীগুলিতে। এই ধরনের গোয়েন্দাকাহিনীর পরবর্তীযুগের সফল রূপকার ব্রিটিশ সাহিত্যিক জন ডিকসন কার ও আগাথা ক্রিষ্টি। পরবর্তীকালে এই ধরনের ক্লাসিক গোয়েন্দা কাহিনীর পাশাপাশি আধুনিক জীবনধারা ও আধুনিক জীবনের নানা সমস্যা ও যন্ত্রণার পটভূমিতে আধুনিক প্রাইভেট ডিটেকটিভের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে দ্রুতগতি ও অ্যাকশন-ভিত্তিক গোয়েন্দা-থ্রিলার রচনা শুরু হয়। এই ধরণের কাহিনীতে সর্বকালের দুই স্মরণীয় স্রষ্টা রেমনড্ শ্যাণ্ডলার ও ড্যাশিয়েল হ্যামেট। 'পোয়েট্রি অফ ডায়লেন্স, এই শব্দনিচয় রেমণ্ড ও ড্যাশিয়েলের রচনা সম্বন্ধে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। গোয়েন্দাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আর দুটি স্মরণীয় নাম ফরাসী কথাসাহিত্যিক জর্জ সিমেনঁ এবং অ্যামেরিকান সাহিত্যিক এরলি স্ট্যানলী গার্ডনার। প্রথমজনের রচনায় বুদ্ধির খেলা ও পরিবেশের শিল্পসম্মত বর্ণনার পাশাপাশি জীবন সম্বন্ধে এমন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দেখা মেলে, যার মধ্যে 'অস্তিত্ববাদ্'-এর ছায়া দেখছেন দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্র। দ্বিতীয়জনের রচনায় আইনজীবী-গোয়েন্দা পেরী ম্যাসন আদালতে ক্রশ-একজামিনেশনের মাধ্যমে রহস্যের সমাধান জানায়। গোয়েন্দা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে

কিরীটি বা বাসবের মত নিকৃষ্ট গোয়েন্দাচরিত্রের কথা ভুলে যাঁদের স্মরণ রাখা উচিৎ : তাঁরা হলেন শরদিন্দুর 'ব্যোমকেশ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পরাশর' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা'।

॥ ডাঃ অভিজিৎ দত্ত ॥

তখন নতুন বিয়ে হয়েছে আমার।

আমি………

অর্থাৎ ডক্টর ওয়াটসন, শার্লক হোমসের সহযোগী।

বিয়ের পর আমাদের বন্ধুত্বে স্বাভাবিক কারণেই বেশ কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। রায়না-র মত সুন্দরী স্ত্রী পেলে দুদিন বাইরে বেড়িয়ে আসার ইচ্ছেটা খুবই স্বাভাবিক। ডাক্তারী আর হোমসের সহযোগীর কাজ করতে করতে যৌবনের সুন্দর দিনগুলো আমার নষ্ট হতে বসেছিল। বুড়ী এক পিসীর অনুরোধ-উপরোধে শেষ যৌবনে বিয়েটা করে ফেলে এখন দেখছি, আমি ঠকিনি।

তবু বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি বলে মনটা খারাপ লাগে। দাড়ি কামিয়ে একবার ওর খোঁজে যাব ভাবছি। তার আগেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ জানালো, এই শীতের সকালে শার্লক হোমস নিজেই আমার বাড়ীতে এসেছে।

'তুমি যে ভুলেই গেলে, ওয়াটসন………কই, তোমার বউকে দেখছি না তো?

'রায়না লণ্ড্রীতে গেছে। এখুনি আসবে…আমার খবর না নিয়ে আগেই আমার বউয়ের খবর নিচ্ছ যে—'

'তোমার আর খবর কী আছে? ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। এখন

সেরে গেছে....কি করে জানলাম? দেখো, গত দুদিন ধরে ঝিরঝির বৃষ্টি হয়েছে। অথচ তোমার জুতোজোড়ায় কাদার দাগ নেই। মানে, দিন দুয়েক ধরে তুমি রাস্তায় বের হওনি। তাছাড়া, এভাবে জানলা বন্ধ রেখে ঘরে হাওয়া ঢুকতে না দেওয়া সুস্থ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সব শেষে, তোমার মত বউ-পাগলা পুরুষ সুস্থ শরীরে বাড়ী বসে থেকে বউকে লণ্ড্রীতে পাঠাবে, এ তো স্বাভাবিক নয়।....যাই হোক, ওয়াটসন, তোমার বউ বাড়ী ফিরলেই আমাদের বের হতে হবে। বার্মিংহামের ট্রেন ছাড়তে আর আধ ঘণ্টা বাকী। সদর দরজা খুললেই দেখবে, ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কৌচে বসে অপেক্ষা করছেন এক ভদ্রলোক—'

মিনিট দশেক পরে....

দুজনে বের হলাম।

কালো রঙের ফিটন গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এক ভদ্র-লোক। ছিমছাম, সুন্দর চেহারা। মুখে সরলতার সঙ্গে বুদ্ধির ছাপ মেশানো।

হোমস জানালো, ওঁর নাম মিস্টার হল পাইক্রফট। উনি ফ্র্যাঙ্কো হার্ডওয়্যার লিমিটেড নামের নতুন এক কোম্পানীর অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার।

বার্মিংহামের ট্রেনে ফার্স্টক্লাশের কামরাটা ফাঁকা ছিল।

নিজের সমস্যাটা বলতে শুরু করলেন মিস্টার পাইক্রফট—

"ডক্টর ওয়াটসন, বাবা-মা ছোটবেলায় মরা যাওয়ায় ছোটবেলা থেকেই আমি একা। আত্মীয়-স্বজন এখন বিশেষ কেউ নেই। অনেক

কষ্টে বি. কম্. পাশ করেছি। কিছুদিন শেয়ারমার্কেটে দালালী করলাম। তাতে অভিজ্ঞতা বাড়লো, পেট ভরলোনা। চাকরীর দরখাস্ত দিতে দিতে হালটা এমন হল যে স্ট্যাম্পের পয়সা জোগানোই শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তারপর একদিন ভাগ্য ফিরলো। ন্যাশন্যাল ব্যাংকে অ্যাকাউনট্যাণ্টের চাকরী পেলাম। এক বন্ধু বললো, এখানে নাকি সব দরখাস্তগুলো একটা কাঠের বাক্সে জড়ো হয় এবং ম্যানেজার চোখ বুজে দুটো দরখাস্ত টেনে নেয়। এবার তার একটা ছিল আমার দরখাস্ত। বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে বাসায় ফিরছি। ফ্ল্যাটবাড়ীর দরজার মুখে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। উনি বললেন—

'আপনি বুঝি এই বাড়ীর বাসিন্দা? বলুনতো, মিস্টার হল পাইক্রফট কোন তলায় থাকেন?'

'আমিই পাইক্রফট। আপনাকে তো চিনলাম না।'

'আমার নাম হ্যারী পিনার। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

ভদ্রলোককে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। চেয়ারটা ওঁকে এগিয়ে দিয়ে বসলাম বিছানার ওপরে। ভদ্রলোক বললেন—

'আপনি তো আগে শেয়ারমার্কেটে দালালী করতেন? এখন ন্যাশন্যাল ব্যাংকে চাকরী পেয়েছেন? আমার মনে হয় যে বছরে দশ পাউণ্ড আপনার যোগ্যতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপনাকে একটা ভালো চান্স দিতে চাই। আমাদের নতুন কোম্পানী ফ্রাংকো মিড-ল্যানড হার্ডওয়্যার লিমিটেড-এ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের চাকরীটা আপনাকে দিতে চাই। মাইনে অবশ্য প্রথমে খুব বেশী দিতে পারবো না। বছরে মাত্র পাঁচশো পাউণ্ড। তাছাড়া আপনার ব্রাঞ্চে যা বিক্রী হবে, তার দামের ওপর শতকরা এক ভাগ কমিশন পাবেন।'

'কিন্তু আপনি আমায় চিনলেন কেমন করে?'

'আমরা আপনার মত স্মার্ট ও শিক্ষিত ছেলের খোঁজ করছিলাম। শেয়ার-মার্কেটের এক বন্ধু আপনার কথা বললো। কিন্তু ঠিকানা বলতে পারলো না। কাল ন্যাশন্যাল ব্যাংকে যেয়ে খবর পেলাম আপনার। আপনাকে যে ফালতু ভাঁওতা দিচ্ছিনা, তার প্রমাণও আছে আমার সঙ্গে।

ওহো, বলতে একেবারেই ভুল হয়ে গেছে, আমার দাদা জেন পিনারই এই কোম্পানীর ম্যানেজার। এবং আমাদের অফিসটা ওখানেই।"

তাতে অবশ্য আমার খুব বেশী আপত্তি ছিল না। লণ্ডন থেকে বার্মিংহাম তো ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা মাত্র। আর আমার মতো একটা লোকের কাছে লণ্ডন—বার্মিংহাম তো এক কথা। টাউন হিসেবেও কিছু খারাপ নয়। বরঞ্চ লণ্ডনের এই গাদাগাদির ভেতর থাকার থেকে সে অনেক ভালো। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চুক্তিপত্রে সই করে দিলাম ভদ্রলোককে চুক্তিপত্রটা নিজের হাতেই লিখতে হল।

তিনিও আমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিলেন তাঁর দাদার কাছে দেখাবার জন্যে। অফিসের ঠিকানা—লেখা একটা কার্ডও বার করে দিলেন পকেট থেকে। বললেন, "আপনি তাহলে কাল একটা নাগাদ দাদার সঙ্গে এই ঠিকানায় দেখা করবেন। সেই সময় তিনি আপনার জন্যে অফিস—গেটে অপেক্ষা করবেন।"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।—"আমি আজ চলি, মিঃ পাইক্রফট্। পরে আবার দেখা হবে। হ্যাঁ, ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কি ঠিক করলেন?"

চলতে চলতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। এতক্ষণ ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের

কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়তে বললাম, "সেখানে একটা চিঠি লিখে দিলেই চলবে। বিশেষ কারণে আমি চাকরীটা নিতে পারলাম না।"

"সেই জন্যেই তো কথাটা পাড়লাম। আমার মনে হয়, কোন চিঠি না দেওয়াটাই আপনার পক্ষে উচিত হবে। গতকাল আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার সম্বন্ধে গোটা-দুই কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, আপনারা তো একে উচিত মাইনে দিচ্ছেন না।"

কথা বলতে বলতে পকেট থেকে ব্যাগ বার করে একটি একশো পাউণ্ডের নোট তুলে নিলেন ভদ্রলোক।

...."আপনি রাজী থাকলে অ্যাডভানস্‌ও করে যেতে পারি কিন্তু। তাহলে ঠিক করুন কি করবেন। খুব বেশীক্ষণ বসে থাকবার সময় নেই আমার। কোম্পানীর কাজে আজ রাত্রেই বাইরে চলে যেতে হবে আমায়!"

শেষের দিকে কথার মধ্যে ঔদাস্যের আভায় প্রাণপণে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।

বলতে গেলে ভেবে-চিন্তে কোন-কিছু ঠিক করবার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার ছিলনা। সব যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে মাথার মধ্যে।

তাই প্রায় কোন কিছু ভাবনাচিন্তা করবার আগেই রাজী হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের কথায়।

...."এবার আর একটু কষ্ট করতে হবে আপনাকে। একটুকরো সাদা কাগজে লিখে দিতে হবে যে আমাদের কোম্পানীতে কাজ করছে

আপনি স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছেন। এবং অন্ততঃ দু'বছরের মধ্যে কাজ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন না। মাইনে তার অ্যাডভান্সের কথা-টাও লিখে দিতে পারেন।...অবশ্য কেবলমাত্র নিয়মরক্ষা করার জন্যেই আমাকে এটুকু লিখে নিতে হচ্ছে। অন্য কোন কারণ নেই এর পেছনে। আর একটা কথা। আপনাকে কালই তাহলে বার্মিংহ্যাম চলে যেতে হবে। কাল শনিবার। অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পুরোপুরি কন-ফার্ম করে সোমবার থেকেই আপনি কাজে লেগে যেতে পারবেন। আজই দাদাকে তার করে দিচ্ছি। আইডেনটিটি প্রমাণ করবার জন্যে চিঠিও দিচ্ছি আপনাকে। সেটা দেখালেই আপনাকে চিনতে পারবেন দাদা। হ্যাঁ, ভালো কথা। ম্যানেজারকে আপনার যোগ্যতার কথা বলতে।

তিনি তো শুনে চটেই লাল। বললেন আস্তাকুঁড় ঘেঁটে ঘেঁটে আমি এই সব লোকদের খুঁজে বার করেছি আর আপনি কিনা এসেছেন তাকে ফুসলে নিয়ে যেতে। মনে করবেন না আমি তাকে সহজে ছেড়ে দেব। তাই বলছিলান, চাকরী ছাড়ছেন বলে জানাবেননা ওদের।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে তার ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল আমার। এমন একজন লোককে প্রথমে সন্দেহ করায় অনুশোচনায় ভরে উঠল বুকটা। ছি ছি, অহেতুক আমি সন্দেহ করে এসেছি ভদ্রলোককে। অথচ তিনি আমার উপকারই করে এসেছেন বরাবর। তাই ভদ্র-লোকের উপদেশ মত ব্যাংকে চিঠি না দেওয়াই স্থির করলাম শেষটা।

"তবে এই কথাই রইল। কাল দুপুর একটা।" মৃদু হেসে শুভ-রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

আমার সে সময়কার অনুভূতি আপনাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না মিঃ হোমস্। হঠাৎ এতবড় সৌভাগ্যের ধাক্কাটা বোধ হয় সহ্য

করতে পারছিল না আমার শিরদাঁড়াটা। প্রায় অর্ধেক রাত্রি ঘরে বসে কাটিয়ে দিলুম চুপচাপ।

পরের দিন একটু সকাল-সকালই বার্মিংহ্যাম গিয়ে পৌঁছুলাম।

এ-পাশ ও-পাশ ঘুরে দেখে থাকবার মত একটা ভাল হোটেল ঠিক করলুম প্রথমে। খানিক বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কর্পোরেশন স্ট্রীটের দিকে। যখন নম্বর মিলিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীটায় এসে পৌঁছুলাম, তখন পৌনে একটা। বিরাট আকারের ফ্ল্যাট বাড়ী। অফিস ঘর হিসেবে ভাড়া দেবার জন্য সাধারণতঃ যেসব বাড়ী দেখা যায়, এটাও সেই ধরনের।

আর তার ভেতরে যে কত হাজার হাজার অফিস।

প্রত্যেক বোর্ডের গায়ে প্রত্যেক অফিস আর তার ফ্ল্যাট নম্বর লেখা।

সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে একবার চোখ বোলালাম তার ওপর। কিন্তু কোথায় কি? ফ্র্যাংকো মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানীর কোন হদিসই খুঁজে পেলাম না তাতে। ভুল করলাম ভেবে আর একবার চোখ বোলাতে আরম্ভ করলাম আগাগোড়া। এবারও নিরাশ হলাম। তাহলে সবটাই স্রেফ ধোঁকা নয় তো! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো বোঁ বোঁ করে। কিন্তু তাই বা হতে যাবে কেন? একশো পাউণ্ডের নোটটা তো আর ধোঁকা নয়।

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবছি। হঠাৎ দেখি, ভীড়ের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমার দিকে। তাকে দেখতে অনেকটা হ্যারি পিনারের মত। তবে বয়েস একটু বেশী হওয়াতে চুলেতে পাক ধরেছে বেশ। আর আগের ভদ্রলোকের মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি ছিল। এনার কিন্তু এঁর সে সবের কোন বালাই নেই। নিখুঁতভাবে কামানো

মুখটা ম্যানেজারী চালে গম্ভীর।

"আপনিই কি মিঃ হল্ পাইক্রফট?"—

—সোজা আমার দিকে এগিয়ে এসে একটু ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক। সবিনয়ে মাথা নেড়ে জানালাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই মিঃ হল পাইক্রফট।"

"হ্যারীর টেলিগ্রাম পেয়ে আর আপনাকে দেখে তাই মনে হল।"

"আপনিই তাহলে....?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, আমি হ্যারীর দাদা মিস্টার জেন পিনার। বোর্ডে আমাদের কোম্পানীর নাম খুঁজছিলেন বুঝি? নতুন কোম্পানী, এই বাড়ীতে নতুন এসেছি আমরা, তাই নামটা এখনও বোর্ডে ওঠেনি। চলুন, অফিস-ঘরে যেয়ে কথা বলা যাবে।"

ওঁদের অফিস-ঘরের চেহারার ছিরি দেখে আমি কিন্তু দমে গেলাম। দুটো ঘর। একটা ঘর ধুলোবালিতে ভর্তি। অন্য ঘরে একটা কাঠের টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা ওয়েস্টপেপার বক্স, দেয়ালে ইউরোপের ম্যাপ। আমার মনের অবস্থা আঁচ করে ভদ্রলোক বললেন—

"হতাশ হবেন না, মিস্টার পাইক্রফট। রোম শহর তো আর এক দিনে গড়ে ওঠেনি। নতুন কোম্পানী, নতুন বাড়ী। পুরোনো অফিস থেকে মালপত্র এখনও এসে পৌঁছোয়নি। তাছাড়া মাস-তিনেকের মধ্যে পুরোনো বিল্ডিং সারানো হয়ে গেলে অফিস তো ওখানেই উঠে যাবে আবার।"

মিস্টার হ্যারী পিনারের দেওয়া চিঠিটা ওঁর হাতে দিলাম। চিঠি পড়ে ভদ্রলোক বললেন—

"আমার ভাই হ্যারীর পছন্দের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে। আপনি তাহলে সোমবার থেকে কাজে লেগে যান।"

"কিন্তু কাজটা কি? লোহা-লক্কড়ের কাজ আমি একদম বুঝি না।"

"সবকিছুতেই নার্ভাস হবেন না, মিস্টার পাইক্রফট। কাজে লাগলে সবকিছু শিখে নিতে পারবেন।....এই যে লাল-মলাটওলা বইটা দেখছেন, এতে সব লিমিটেড কোম্পানীর নাম আছে। এর মধ্যে থেকে হার্ডওয়্যার মার্চেন্টদের নামগুলো বেছে একটা লিস্ট করে ফেলুন তো। আশা করি, বুধবারের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে যাবে। এর মধ্যে আর আপনাকে অফিসে আসতে হবে না। লিস্টটা শেষ করে একেবারে আসবেন।"

....বইটা নিয়ে রাস্তায় বের হলাম। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল, কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে। যাই হোক, লিস্ট তৈরীর কাজে নেমে দেখা গেল, বুধবারের মধ্যে অর্ধেক কাজও আমার শেষ হল না। অফিসে যেয়ে মিস্টার পিনারকে সেকথা বলতে উনি বললেন—

"ঠিক আছে! পরশু তো সরকারী ছুটির দিন। আপনি না হয় শনিবার লিস্ট কমপ্লীট করে অফিসে দিয়ে যাবেন।"

কথাটা বলার সময় উনি মৃদু হাসলেন।

....এবং আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সোনা দিয়ে বাঁধানো ওঁর দাঁতটা। মিস্টার হ্যারী পিনারের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও খেয়াল করেছি, ওঁরও ওপরপাটির বাঁদিকের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো !!!

তাহলে?

তাহলে কি হ্যারী পিনারই নিজের দাদা সেজে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে ?

সারা রাত ভেবে প্রশ্নের সমাধান খুঁজে না পেয়ে ভোর না হতেই আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।"

....মিস্টার পাইক্রফটের কাহিনী শেষ হলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে শার্লক হোমস। তারপর আস্তে আস্তে বললো—

"ওয়াটসন, আমার মনে হয়, এই কাহিনীটা মানুষের কৌতূহল জাগানোর মত। আমার ধারণা, ফ্র্যাংকো মিডল্যাণ্ড হারডওয়্যার লিমিটেডের অফিস ঘুর এলে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে।"

"কিন্তু হোমস, সোজাসুজি ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?"

মিস্টার পাইক্রফট বাধা দিয়ে বললেন—

"আপনারা বরং আমাব বন্ধু সেজে চলুন। নতুন কোম্পানীতে চাকরির আশায় এসেছেন বললেই হবে।"

শেষ অবধি তাই হল। বার্মিংহ্যামের হোটেলে পৌছুলাম দেড়টা নাগাদ। পাইক্রফটের অফিসের বড়কর্তা পিনার এসময় অফিসে থাকে না। সন্ধ্যে নাগাদ তার দেখা পাওয়া যাবে। দুপুরটা বিশ্রাম নিয়ে সাজপোশাক একটু অদলবদল করে পাইক্রফটের সঙ্গে যখন ওদের অফিসে গেলাম, তখন সন্ধ্যে হয় হয়।

....লোকজনের ভিড় কমে আসছে। ফুটপাথ পার হতে যাচ্ছি। হঠাৎ পাইক্রফট বললো—'এই তো....পিনারদের বড় ভাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

আমি ও শার্লক হোমস ঘুরে দেখলাম, হকাররা দৈনিক কাগজ

গুলোর সান্ধ্য সংস্করণ বিক্রী করছে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়সের এক ভদ্রলোক একজন হকারের কাছে একটা কাগজ কিনে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন এবং অফিসঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

"মিস্টার পিনার কোন কারণে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন"—হোমস্ চাপা গলায় বললো।

পাইক্রফট অফিসের দরজায় টোকা দিল।

"কে ?", উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন পিনার। তারপর পাই-ক্রফটের সঙ্গে আমাদের দেখে বললেন—

"ও আপনি, মিস্টার পাইক্রফট ? এঁরা আপনার সঙ্গে এসেছেন ?"

"এঁরা দুজন আমার বন্ধু। নতুন কোম্পানীতে চাকরীর আশায় এসেছেন এঁরা।"

"অফিসের কাজে আমাদের আগের কিছু অভিজ্ঞতা আছে"—শার্লক হোমস্ বলে।

"বেশ, সপ্তাহখানেক পরে আসুন। দেখি, কি করা যায়।"

—বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে মিস্টার পিনার হঠাৎ পাশের ঘরে ঢুকলেন এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"আশ্চর্য ব্যাপার ! কেমন যেন গোলমেলে····"

—পাইক্রফট চাপা গলায় বললো।

"হ্যাঁ, ভদ্রলোকের ব্যবহারটা কেমন যেন সন্দেহজনক"—আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই পাশের ঘর থেকে ভেসে এল ভারী জিনিষ

উল্টে পড়ার শব্দ।

পাইক্রফট বারবার দরজায় ধাক্কা দিল, পিনারকে ডাকলো। কিন্তু দরজা খুলল না, আর কোন সাড়াশব্দও শোনা গেল না।

"ওঘরে ঢোকার ওই একটাই দরজা।"

"তাহলে তিনজনে মিলে দরজা ভাঙা যাক।"

জোরে ধাক্কা দিতেই দরজার খিল ভাঙলো। ভেতরে ঢুকে আমরা দেখলাম—

আলো জ্বলছে। একটা টুল উল্টে পড়ে আছে ঘরের মাঝখানে। ছাদের হুক থেকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলছে পিনার !!! বিস্ফারিত দুটো চোখ। হাঁ-করা মুখের ফাঁক থেকে জিভের ডগা বেরিয়ে পড়েছে।

টুলে উঠে ওর গলার বাঁধন কাটলো হোমস। আমি আর পাই-ক্রফট ধরাধরি করে নামিয়ে পিনারকে পাশের ঘরের টেবিলে শোয়ালাম।

"ওয়াটসন, কী মনে হচ্ছে? লোকটা বাঁচবে?"

"এযাত্রা বেঁচে যাবে। নাড়ী চলছে, শ্বাস ক্রমশঃ দীর্ঘ হচ্ছে।"

"কিন্তু লোকটা হঠাৎ স্যুইসাইড করতে গেল কেন? ওয়াটসন, আর সব সমস্যারই আমি সমাধান করেছি। শুধু এটাই বুঝছি না।"

—হোমস বিড়বিড় করে বলে।'

"আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না হোমস।"

"পিনারের দুটো উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমটা, মিস্টার পাইক্রফটের হাতের লেখা জোগাড় করা। তাওতা দিয়ে চুক্তিপত্র লিখিয়ে নিয়ে সেটা পেয়ে গেল পিনার। এবং

কেউ নিশ্চয়ই খুব যত্নের সংগে পাইক্রফটের হাতের লেখা নকল করবার চেষ্টা করেছে।

দ্বিতীয়টা, নির্দিষ্ট দিনে পাইক্রফট যে ন্যাশন্যাল বাংকের চাকরিতে যোগ দিচ্ছেনা, এই খবরটা পাইক্রফট যেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে না জানায়।

এসবের মানে হল এই যে ওই দিনে পাইক্রফট যদিও ব্যাংকের চাকরীতে যোগ দিচ্ছে না, তারই নাম নিয়ে অন্য কেউ পাইক্রফট সেজে ওই চাকরীতে যোগ দিচ্ছে। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ পাইক্রফটকে দেখেনি। তারা শুধু পাইক্রফটের দরখাস্ত পড়ে তার হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত। সুতরাং হাতের লেখা নকল করে যে কেউ ওখানে পাইক্রফট সাজতে পারে। এই খবরটা পাইক্রফট জেনে যেতে পারে। তাই তাকে বার্মিংহ্যামে পাঠানো হল এবং এমন একটা কাজ দেওয়া হলো, যাতে লণ্ডন যাবার ফুরসৎ সে না পায়।"

শার্লক হোমসের বক্তব্য শুনে পাইক্রফট চেঁচিয়ে ওঠে—"আমাকে নিয়েই এতবড় চক্রান্ত, অথচ আমি কিছু জানিনা।"

"ওয়াটসন, ভদ্রলোক যে খবরের কাগজটা কিনলেন, সেটা কোথায়?"

"এই তো, টেবিলের তলায়...."

"এই দ্যাখো ওয়াটসন"

—খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটা খবর পড়ে শোনায় শার্লক হোমস্—

"দিনদুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা।

ম্যানেজারের দক্ষতায় অপরাধী গ্রেপ্তার।

ডাকাতের গুলিতে পথচারীর মৃত্যু।"

....আজ বিকাল সাড়ে চারটায় লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে দেড় লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনা চুরির এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ও পুলিসের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়। অপরাধী ধরা পড়ে। তবে দুঃখের বিষয়, এই অপরাধীর গুলিতে এক নিরীহ পথিকের মৃত্যু হয়। তদন্তে জানা যায়, মিস্টার হল পাইক্রফট নামের এক নবনিযুক্ত কর্মচারী এই ঘটনায় জড়িত। যে ডাকাত ধরা পড়িয়াছে, সে পাইক্রফটের ছদ্মবেশে ব্যাঙ্কে আসে। আসল মিস্টার হল পাইক্রফট এখনও নিরুদ্দেশ। তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলে সব রহস্যের সমাধান হবে।"

হোমস হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—

"এবার বুঝেছি, খবরের কাগজে এই খবরটা পড়েই উনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। যে ডাকাত ধরা পড়েছে, সে মিস্টার পিনারের সঙ্গী। প্ল্যান ফাঁস হয়ে গেল, এবার পিনারও ধরা পড়বে। সেই দুঃখেই ও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতেও বাধা।

মিস্টার পাইক্রফট, আপনি এখানকার থানা থেকে পুলিস ডেকে আমুন। যে ঘটনার তদন্ত ওরা করছে, আমি তার শেষটুকু ওদের জানাবো। সেটা তো আমারই হাতে—"

....হোমসের কথার ভঙ্গীতে আমরা হেসে উঠি।

হঠাৎ অন্যদিকে চেয়ে দেখি, মিস্টার পিনারও আস্তে আস্তে চোখ খুলছেন।

—:—

॥ গোয়েন্দার নাম পেরী ম্যাসন ॥

॥ এর্ল স্ট্যানলী গার্ডনার ॥

ইতিপূর্বে বর্তমান প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এবং বর্তমান অনুবাদক অনূদিত "বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনী" নামের অনুবাদ-সংকলন-গ্রন্থটি পশ্চিমবাংলার বহু গ্রন্থাগারে ঠাঁই পেয়েছে। যাঁরা ওই সংকলনটি পড়েছেন, তাঁদের কাছে এবং বিদেশী গোয়েন্দা সাহিত্য-পাঠকদের কাছে অ্যামেরিকান গোয়েন্দালেখক গার্ডনার এবং তাঁর জনপ্রিয় আইনজীবী-গোয়েন্দাচরিত্র পেরী ম্যাসন সুপরিচিত। সচরাচর কোর্টরুমে ক্রশ-এগজামিনেশনের রুদ্ধশ্বাস নাটকের পরিণতিতে রহস্যের সমাধান জানায় আগামীপথের কৌসুলী পেরী ম্যাসন। তার সেক্রেটারী শ্রীমতী ডেলা স্ট্রীট সুন্দরী, স্মার্ট, তীক্ষবুদ্ধি এবং পেরী ম্যাসনের সঙ্গে তার প্লেটনিক ভালবাসা। পেরী ম্যাসনের বিপক্ষে আদালতে সচরাচর সওয়াল করে সরকারপক্ষের কৌশুলী হ্যামিলটন বার্জার। পেরী ম্যাসনের প্রতি কেসে খুঁটিনাটি তথ্য জুগিয়ে তাকে সাহয্য করে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর ডিটেকটিভ পল ড্রেক। পুলিস-অফিসাররা যদিও এই সব কেসে পেরীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পেরীর বন্ধু। ১৯৩২-এ প্রকাশিত "দ্য কেস অফ দ্য ভেলভেট ক্লজ্"-এ পেরী ম্যাসনের প্রথম আবির্ভাব এবং ১৯৭০-এ পেরী ম্যাসনের স্রষ্টা গার্ডনারের মৃত্যুর সংগে সংগে যবনিকার অন্তরালে গেছে বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাচরিত্র পেরী ম্যাসন।

॥ ডাঃ অভিজিৎ দত্ত ॥

ডেলা স্ট্রীট পেরী ম্যাসন-এর চেম্বারে ঢুকে হাসতে হাসতে বলে—"চীফ, তুমি তো অস্বাভাবিক ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করতে ভালোবাসো। ····এটা কিন্তু একেবারে অদ্ভুত। শোনো, একটা সুখবর আছে। মিসেস জন কারবি নামের এক মহিলা ফোন করেছিলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, তাঁর স্বামী যেন কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে পড়েন, সেজন্যই তাঁর স্বামীকে জেরা করে ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে তোমাকে। মিসেস কারবি পাঁচ মিমিট পরে ফোন করবেন········।"

পেরী ম্যাসনের ডেস্কে ফোন বেজে উঠল। ফোনে সেই মিসেস্ কারবি বললেন—"মিঃ ম্যাসন, আমার স্বামীকে জেরা করতে হবে আপনাকে। না, ডিভোর্সের ব্যাপার নয়। আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি। জন যেন কোন ঝামেলায় না পড়ে, সেইজন্যই এই-সব। জন গতরাতে কোথায় ছিল, কি করেছে, সেটা জেরা করে জানতে হবে আপনাকে।········শুনুন, আমার স্বামী সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ। সে কথা বেচে খায়। বুঝতেই পারছেন, গত রাতের ঘটনা সম্পর্কে আমাকে যে গল্প সে বলেছে, সেটা সাজানো গল্প। নিজেকে ও খুব চালাক বলে মনে করে। ওর চোখ ফুটিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে জন কখন আপনার অফিসে যাবে?

········বেলা দুটো? বেশ, বেলা দুটোর সময় জন আপনার অফিসে যাবে। ········না আমি থাকব না। ····স্বামীর গল্প—তা বানানো আর মনগড়া হলেও স্ত্রীকে মেনে নিতেই হবে।"

ম্যাসন ফোন নামিয়ে রেখে বলে—"তুমি ঠিক বলেছিলে, ডেলা! অস্বাভাবিক ঘটনাই বটে।"········

····বেলা দুটোর সময় জন কারবি ম্যাসনের চেম্বারে এলো। বয়স তার চল্লিশের কোথায়। মোটাসোটা, চটপটে, বাচাল। চোখে-মুখে কথা বলছে। লোকটা চালু সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ, কথায়

চালিয়াতির জোরে ফালতু মাল গছাতে ওর জুড়ি নেই

কারবিই কথা শুরু করলো—"কেন আপনার কাছে এসেছি, তা জানি না, মিঃ ম্যাসন। কি করি বলুন, আমার বউয়ের কড়া হুকুম—না মানলেই ঝামেলা হবে·······"

"পারিবারিক শান্তি নষ্ট হবে?"

"যা বলেছেন। আসল কথায় আসা যাক—গতকাল রাতে যা ঘটেছিল, সব বলছি·······আসলে গতকাল সন্ধ্যায় আমার কোম্পানী, কারবি অয়েল সাপ্লাই কোম্পানীর সেল্‌স মিটিং ছিল শহরের বাইরে একটা রেস্তোরাঁয়। শহরের বাইরে। বুঝতেই পারছেন, সোমবার ওখানে বিশেষ ভিড় থাকে না। মিটিং ভাঙতে কাল রাত হলো। গাড়ী চালিয়ে ফিরছি। পথে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা।·······

মেয়েটি হাঁটছিল। তার হাতে এক গ্যালন পেট্রলের একটা লাল রঙের টিন। ভাবলাম, মেয়েটির মোটরের পেট্রল ফুরিয়ে গেছে, তাই পেট্রলের টিন হাতে হেঁটে চলেছে—কোন পেট্রল-পাম্প থেকে পেট্রল নেওয়ার ধান্দায়। ওই মেয়েটিকে দেখে আমি গাড়ী থামালাম। মেয়েটিকে সাহায্য করা উচিত। গুণ্ডারা কিন্তু সচরাচর মেয়েদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। আমার সঙ্গে সবসময়ই অনেক টাকা থাকে, সেদিনও সঙ্গে ছিল দুহাজার ডলার। চারদিকে চেয়ে দেখি: ফাঁকা রাস্তা, ঝোপঝাড় বা গাছপালা নেই, ছিনতাইকারী মোটর নিয়ে লুকিয়ে কোথাও আড়ালে থাকবে, সেরকম লুকোবার কোন জায়গাও নেই। এবং সেই মেয়েটিও কোনও দিকে না চেয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

মেয়েটির বয়স বাইশের কাছাকাছি। দেখতে ভালো, বেশভূষায় সুরুচির ছাপ আছে। মেয়েটিকে তুলে নিলাম নিজের গাড়ীতে

মেয়েটি বললে।—আধ মাইল দূরে তার গাড়ীর পেট্রল ফুরিয়ে যায় পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রল নিয়ে ফিরে যাবে বলে সে হাঁটছিল।

আস্তে গাড়ী চালিয়ে এগোতে লাগলাম, দুধারে কড়া নজর রেখে। মাইল খানেকের বেশী এগোলাম। গাড়ীর কোন পাত্তা নেই। আমি তো অবাক! মেয়েটির গাড়ীটা গেল কোথায়?

ম্যাসন জিজ্ঞাসা করে—"গাড়ীর খোঁজ পেলেন না আপনি?"

"না, মেয়েটি বললো, গাড়ীর চাবি সে রবারের পাপোষের নীচে রেখে এসেছিল। গাড়ীতে পেট্রল ছিলনা। কেউ হয়তো নিজেদের গাড়ী থেকে পেট্রল নিয়ে মেয়েটির গাড়ীর ট্যাংকে ঢেলে ওর গাড়ী নিয়ে পালিয়েছে। কিংবা দড়ি বা চেন দিয়ে নিজেদের মোটরের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়েছে মেয়েটির গাড়ী।"

ম্যাসন জানতে চায়—"পুলিসে খবর দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?"

"না, সেই জন্যেই তো আমার বউ আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। না, পুলিসে খবর আমি দিইনি।"

"কেন?"

"সেই মেয়েটি বারণ করেছিল!"

"কেন বারণ করলো?"

"মেয়েটি সে কথা আমায় বলেনি, মিঃ ম্যাসন।

....অবস্থাটা বুঝুন, মেয়েটির সঙ্গে একটাও পয়সা ছিল না...."

"কেন? মেয়েটির সঙ্গে তার ম্যানিব্যাগটা ছিল না?"

"না। মেয়েটি গাড়ীর মধ্যেই পার্স ফেলে এসেছিল। পেট্রল কেনবার জন্য শুধু এক ডলার সঙ্গে এনেছিল।....ও পেছন দিকে হাঁটছিল।"

"মেয়েটি সামনের দিকে না হেঁটে পিছন দিকে হাঁটছিল?"

"হ্যাঁ। মেয়েটি ভেবেছিল গাড়ীতে যা পেট্রল আছে, তাতে

পেট্রল পাম্প পর্যন্ত সে পৌঁছোতে পারবে। পথে 'শেল' কোম্পানীর পাম্প ছিল। এবং মেয়েটির কাছে ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী থেকে ধারে পেট্রল কেনবার ক্রেডিট কার্ড। নগদ দাম দিয়ে পেট্রল সে কিনতে চায়নি। গাড়ী বিগড়ে গেল, রাস্তার ধারে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে রেখে, সে পেছন দিকে সেই "শেল" পেট্রল পাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করে। আধ মাইল রাস্তা। পেট্রল কিনে ফিরছিল সে। আমাকে দেখে তার বিশ্বাস হলো, আমি শয়তান নই। তাই আমার গাড়ীতে উঠতে রাজী হয়েছিল মেয়েটি।"

"মেয়েটির নাম জেনেছিলেন আপনি?"

"হ্যা। গাড়ী খোঁজার সময় আলাপ হয়েছিল। ওর নাম মিস্ ওয়াগনার।"

"বিবাহিতা? না, অবিবাহিতা?"

"নিজের সম্বন্ধে মেয়েটি বেশী কিছু বলতে চায়নি। মনে হলো, বিবাহিতা। তবে বোধহয় ডিভোর্স হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে। বললাম, পুলিসে খবর দিতে হবে। সেই মেয়েটি এতে মত দিল না। বললো, শহরে সে কাউকে চেনে না। তার কোনও বন্ধু বা আত্মীয় নেই। আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েই ওকে বললাম, তোমাকে নিয়ে তো সারারাত ঘুরতে পারি না। মেয়েটি বললো, তার কাছে টাকা পয়সা নেই।

ওই অবস্থায় ওকে একলা রাস্তায় ছেড়ে দিতেও পারছি না। সামনে একটা মোটেল। পথিকদের রাত কাটাবার সাময়িক আস্তানা। মোটেলের মালিককে বললাম, মেয়েটির জন্যে একটা ঘর চাই।

আমাদের দুজনকে দেখে নিয়ে লোকটা বললো—"ঘর খালি নেই।" কিন্তু বাইরে নোটিশ টাঙানো ছিল, "ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে।"

মিস. ওয়াগনার বললো, যদি আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দিই, ঘর পাওয়া যাবে। তাকে ঘরে রেখে আমি চলে যেতে পারবো। আমিও

ভাবলাম, কথাটা ও মন্দ বলেনি। মেয়েটি সকালবেলা অন্য কারো মোটরে উঠে নিজের গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারবে।

তবে প্রস্তাবটা আমার মনঃপূত হয়নি। যুবতী মেয়ে। অচেনা পরপুরুষকে স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে হোটেলে ঘর ভাড়া করতে বলছে।

মেয়েটির মুখের দিকে চাইলাম। নাঃ, কোনও কুমতলব আছে বলে মনে হলো না।····

কিছুদূর গিয়ে আর একটা হোটেল পেলাম। নাম "বিউটি রেস্ট মোটেল।'

গাড়ী নিয়ে ভেতরে গিয়ে বললাম, এক রাতের জন্য ঘর চাই। ম্যানেজার একবার দেখে নিয়ে বললো "কুড়ি ডলার।"

মেয়েটির পদবী ওয়াগনার। ঠিকানা, যা মনে এল—সানফ্র্যান্সি-সকো, ক্যালিফোর্নিয়া।

হোটেলে মোটরের লাইসেন্স-নম্বর দিতে হয়।

প্রথম অংকটি সত্যি লিখলাম, শেষের দুটি অংক ভুয়ো। ম্যানে-জারকে কুড়ি ডলার দিলাম। ম্যানেজার আমাদের কেবিন দেখিয়ে চলে গেল। কেবিনের সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে মেয়েটির হাতে দশ ডলার দিয়ে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে সোজা মোটর চালিয়ে বাড়ী ফিরলাম।"

"কতো রাতে বাড়ী ফিরলেন ?'

"তা রাত একট হবে। মিটিং ভেঙেছে সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে ঘোরাফেরা, 'বিউটি রেস্ট মোটেলে' পৌঁছে দেওয়া, তারপর বাড়ী ফেরা। না, না, পুলিসে খবর দিইনি। মিস ওয়াগনারই খবর দিতে নিষেধ করেছিল, কাজেই—"

"আপনি যখন বাড়ী ফিরলেন, আপনার স্ত্রী তখন জেগে ছিলেন ?"

"না, শুয়ে পড়েছিল। পরদিন সকালে তাকে সব কথা খুলে

বললাম। আমরা দুজনে বিউটি রেস্ট মোটেলে গেলাম। মিস ওয়্যা-গনার ছিল পাঁচ নম্বর কেবিনে। দরজা বন্ধ, তালার গায়ে চাবি ঝুলছে। ভেতরে ঢুকে দেখি, বিছানা অগোছালো, ঘর ফাঁকা। ফিরে এলাম নিজের বাড়ীতে। তারপর আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাঠালো আমাকে—কেন, তা জানিনা।'

"রাতে আপনার গাড়ী কোথায় ছিল?"

—"নিজের গ্যারেজে। তিনটে গাড়ী ধরতে পারে এত বড় গ্যারেজ।"

"আপনি ছাড়া আর কেউ গাড়ী ব্যবহার করেনি?"

—"না। গ্যারেজের চাবি, গাড়ীর চাবি আমার কাছে। সকালে স্ত্রীকে নিয়ে মোটেলে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে বাড়ী। তারপর আপনার এখানে। অন্য কেউ গাড়ী ব্যবহার করেনি।"

—"আপনার গাড়ী এখন কোথায়?'

—"নীচে, আপনার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড় করানো আছে।"

—"সেই লাল রঙের পেট্রলের টিনটা কোথায়?"

"আমার গাড়ীর মধ্যেই আছে।"

—"চলুন দেখে আসি টিনটার চেহারা। ও থেকে কিছু তথ্য জানা যেতে পারে।"

কারবি মাথা চুলকে বলে—"তাইতো, সেই লাল রঙের টিনটার কথা খেয়ালই ছিলনা। আমার গাড়ীতেই তো ওটা থাকার কথা। কিন্তু—গাড়ির ভেতর টিনটা তো নজরে আসেনি। কি জানি, ঠিক মনে পড়ছেনা, গ্যারেজে রেখে আসিনি তো?" কি যেন ভেবে হঠাৎ কারবি বলে—

"আপনার ঘড়ি ঠিক আছে? আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। আড়াইটের সময় আমার জরুরী মিটিং ছিল—দেরী হয়ে গেছে। গুড্-বাই, মিঃ ম্যাসন। আমার স্ত্রীর মাথায় যে কি হয়েছে কে জানে।

সামান্ত ব্যাপারে এই ঝামেলা বাঁধানো...."

"আপনার স্ত্রী কি আপনাকে অবিশ্বাস করছেন ?"

—"অবিশ্বাস করবে কেন ? যা হয়েছে, তাই বলেছি। কেন, আপনি অবিশ্বাস করছেন বুঝি ? অবিশ্বাস করছেন না ? তাহলে ধন্যবাদ।"

....কারবি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল....যেন ক্ষ্যাপা কুকুরে তাড়া করেছে কারবিকে।....

ম্যাসন বললো—"এবার ও একটা পেট্রলের টিন কিনবে, লাল রং করবে, ঠুকে একটু তুবড়ে দেবে। যা গল্প ফেঁদে গেলো, তার বেশীর ভাগ মিথ্যে।'

একটু ভেবে ম্যাসন বলে—

"কারবির বউকে ফোন করতে হবে ডেলা।"

ডেলা হঠাৎ বলে ওঠে—"কারবি নামটা শুনে চেনা লাগছিল। আজ সকালে অফিসে আসার সময় গাড়ীর রেডিওতে একটা স্থানীয় সংবাদ শুনেছি।....সানল্যাণ্ড ড্রাইভের এক বাড়ীতে ডাঃ পি. লকরিজ ব্যব থাকতেন। গতরাতে কে বা কারা তাঁর মাথায় চোট মেরে অজ্ঞান করে দেয়। ডাঃ ব্যাব এখন হাসপাতালে, অবস্থা খুব খারাপ, বাঁচে কিনা সন্দেহ। প্রতিবেশীরা রাতে এক মহিলার আর্ত চীৎকার শুনতে পায়। তারপরই ওরা ডক্টর ব্যাবের বাড়ি থেকে একটি মেয়েকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখে। মিঃ কারবি মিস্‌ ওয়াগনার-এর যে রকম বর্ণনা দিলো, তার সঙ্গে সেই মেয়েটির চেহারার মিল আছে।"

—"রাতে প্রতিবেশীদের দেখা মেয়েটির বর্ণনা কি বিশ্বাস করা যায় ডেলা ?"

"পুলিসের ধারণা, মেয়েটি 'হিরোইন্'-এর নেশা করতো, ডাক্তারের কাছে এসেছিল। একটা জ্যাক দিয়ে ও ডাক্তারের মাথায় চোট মেরে

হিরোইন্‌ নিয়ে পালিয়ে গেছে।....পুলিস ডাঃ ব্যাবের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বই দেখে।....রাত তখন সাড়ে এগারোটা, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে কোনো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হবার কথা নয়।

....অ্যাপয়েন্টমেন্ট বইতে দুজনের নাম ছিল। একজনের নাম কারবি আর একজনের নাম মনে পড়ছে না আমার।"

—"সেই কারবি আমাদের এই কারবি নাও হতে পারে।....ড্রেক ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির পল ড্রেকের সঙ্গে দেখা করে ডাঃ ব্যাবের এই ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলো। তারপর জন কারবির অফিসে ফোন করো। কারবি যেন তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে দেখা করে। মিসেস কারবিকে ফোন করে জা িয়ে দাও, তার স্বামী যেন তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে দেখা করে।....পল ড্রেককে বেশী কিছু বলার দরকার নেই। ব্যাপারটা কি ঘটেছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর নিক। কারবির কথা ি ছু বলার দরকার নেই গোয়েন্দা পল ড্রেককে।"

খানিক পরে ডেলা ম্যাসনকে জানালো—

—"জন কারবি এখন অফিসে যায়নি। এখন মিসেস কারবিও বাড়ী নেই। টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। পল ড্রেক্‌ খোঁজ নিচ্ছে, খবর পেলেই জানাবে, আসল ব্যাপারটা কি!'

॥ দুই ॥

বেলা চারটে নাগাদ ডেলা স্ট্রীট ম্যাসনের কাছে গোয়েন্দা পল ড্রেকের পাঠানো রিপোর্ট পেশ করলো

ডাঃ পি. এল. ব্যব—পুরো নাম ফিনিয়াস লকরেজ ব্যাব। বয়স বাষট্টি বছর, একরকম অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক। সানল্যাণ্ড ড্রাইভে তাঁর বাড়ী থেকে বিউটি রেস্ট মোটেলে-র দূরত্ব খুবই সামান্য।

গতকাল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ডাঃ ব্যাবের প্রতিবেশী জানকার্ক দম্পতি একজন মেয়ের আর্ত চীৎকার এবং তারপর চোট

লাগার শব্দ শুনতে পায়। ডাঃ ব্যাবের চাকর ও ড্রাইভার ডোনাল্ড ডার্বি স্নান করছিল। সেই বাড়ীর পেছনে গ্যারেজে সে থাকে। হৈ-চৈ শুনে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে ড্রাইভার ডোনাল্ড ডার্বি। সেই সময় ডানকার্করা একটি মেয়েকে ডাঃ ব্যাবের সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখে। ওরা পুলিসে খবর দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস হাজির হয় ডক্টরের বাড়ীতে। ওরা দেখে ডাঃ ব্যাবের বসবার ঘরের মেঝেতে ডক্টর শুয়ে আছেন। একটা ভারী কাচের বীকার দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়েছে।

ভাঙা বীকারটা কিছু দূরে পড়ে আছে। ডক্টর সম্পূর্ণ অচেতন।

ডানকার্করা যে মেয়েটিকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল তার সঙ্গে কারবির গল্পের মেয়েটির মিল আছে।

মেয়েটির হাতে ম্যানিব্যাগ বা ভ্যানিটিব্যাগ কিছুই ছিল না।

মিঃ কারবির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ওর বাড়ীর টেলিফোনও কেউ ধরছে না। বোধহয় কেউ এখন বাড়ী নেই

পুলিস ডাঃ ব্যাবের অ্যাপয়ন্টমেন্ট বই পেয়েছে। সেদিন সন্ধ্যে-বেলা দুজনের আসার কথা ছিল—নামের প্রথম অক্ষর নেই, শুধু পদবী লেখা আছে। একজন হল কারবি, অপরজন হল লোগান। ডাঃ ব্যাবের অবস্থা খুবই খারাপ।'

ম্যাসন বলে—"দুজনের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার সময় নিশ্চয়ই এক ছিল না?"

"না। লোগানের দেখা করার সময় ছিল রাত্ত এগারোটা, কারবির ছিল রাত সাড়ে এগারোটা। বিকেলে অনেকগুলো অ্যাপয়ন্টমেন্ট ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর মাত্র এই দুটি অ্যাপয়েন্টমেন্টই লেখা আছে ডায়েরীতে।"

ম্যাসন কিছুক্ষণ বসে ভাবলো। তারপর উঠে ডেলাকে বললো—

"খাতা-পেনসিল নাও ডেলা। শর্টহ্যাণ্ডে নোট নিতে হবে। আমার ধারণা, কারবি আমাদের ক্লায়েন্ট হবে। কিছু খোঁজখবর নিতে হবে আমাদের যথাশীঘ্র সম্ভব।"

॥ তিন ॥

পেরী ম্যাসনের গাড়ী সানল্যাণ্ড ড্রাইভে ডাঃ ব্যাবের বাংলোর পাশ কাটিয়ে ডানকার্কদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। ডাঃ ব্যাবের বাংলোর পিছনে দুটো গাড়ী রাখার গ্যারেজ। গ্যারেজের ওপর তাঁর চাকর ও ড্রাইভার ডোনাল্ড ডার্বি থাকে বলে মনে হয়।

ডানকার্কদের বাড়ীর কলিং বেল টিপতে দরজা খুলে দাঁড়ালো এক-জন ভদ্রলোক।

"আপনি মিঃ ডানকার্ক?"

"হ্যাঁ।"

'আপনার স্ত্রীই পুলিসে খবর দিয়েছিলেন, তাই না? তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আমার স্ত্রী যা বলবার পুলিসকে বলেছেন। তার বেশী কিছু বলার নেই।

"আপনারা কে?"

"আমার নাম পেরি ম্যাসন, আর ইনি আমার সেক্রেটারী মিস্ ডেলা স্ট্রীট!"

ভেতর থেকে একজন মহিলার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কে?"

"আইনজীবী-গোয়েন্দা পেরী ম্যাসন? আসুন, মিঃ ম্যাসন। আপনি আমার বাড়ি কোনদিন আসবেন ভাবতেও পারিনি···গত রাতে কি ঘটেছে, সে সম্পর্কে জানতে চান? কেন, মিঃ ম্যাসন?"

"আমার এক ক্লায়েন্ট ডাঃ ব্যাবের বন্ধু। সেই জানতে চায়, আসলে কি ঘটেছিল সে রাতে।"

"গত রাতে আমি আমার জানালার ধারে বসেছিলাম। ওখান থেকেই সব দেখেছি।"

"জানালা দিয়ে অনেক দূর দেখা যায় মনে হচ্ছে...."

"আমার স্বামী রিটায়ার করেছে। কাজকর্ম বিশেষ কিছু নেই। ওর সখ ফটোগ্রাফি। ডার্করুম থেকে ও এঘরে এলে জোরালো আলোয় ওর চোখে ধাঁধাঁ লাগবে। সেজন্যই এঘরের আলো নেভানো থাকে। আমাদের দুজনেরই বেশী সময় কাটে এই জানালার ধারে। বাইরে চেয়ে থাকা, পাখি দেখা। আমাদের খুব সুন্দর একটা দূরবীন আছে। সেটাতে চোখ রেখে ও জানালার ধারে বসে থাকে।

ডাঃ ব্যাবের সঙ্গে মটলির পরিচয় ছিল। ডাঃ ব্যাবই এই বাড়ীর খোঁজ দেন, সস্তায় পাওয়া গেছে বাড়ীটা। শহরের মতন ধোঁয়াশার ঝামেলা নেই এই ফাঁকা জায়গায়।

ম্যাসন ডানকার্কের দূরবীনে চোখ রেখে বাইরের দিকে দেখছিল। মটলি বলে,

"খুব ভালো বাইনোকুলার। অনেক দূর পর্যন্ত সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।....

....আরে ডাঃ ব্যাবের বাগানে ওই বেড়ালটা কি করছে?"

"ডাঃ ব্যাবের বেড়াল বুঝি ওটা?'

"না, পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী মিঃ ও মিসেস গ্রোভার অলনির বেড়াল। ওরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেশে না।"

"মনে হচ্ছে, ওই বেড়ালটা একটা লাল মাছ ধরেছে।"

"তাই নাকি? লাল মাছ ধরার আশায় বেড়ালটা চৌবাচ্চার পাড়ে বাস থাকতো। চৌবাচ্চাটা মাটির নীচে। ডাঃ ব্যাবের চাকর

ও ড্রাইভার ডোনাল্ড ডার্বি ওটা তৈরী করেছে। টাটকা জল এসে চৌবাচ্চায় ভরে সেটা আবার পরের দিন পাম্প করে বের করে নেওয়া হয়। সেই জলটাই আবার ঘুরে আসে।"

মিসেস ডানকার্ক বলে, "এবার আসল কথায় আসা যাক্। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। মট্লি নীচে ডার্করুমে গেছে। আমি জানলার ধারে বসে চকোলেটের কাপে চুমুক দিচ্ছি।"

এতোক্ষণ কোথায় পিয়ানো বাজছিল, হঠাৎ পিয়ানো বাজনার সুর বদলালো। মিসেস ডানকার্ক বলেন, "আমার বোনঝি গার্ট্রুড পিয়ানো বাজাচ্ছে। ও খুব লাজুক। কারুর সামনে বেরোতে চায় না। না, মিঃ ম্যাসন, ওকে ডেকে কোন লাভ নেই। ও কিছুই দেখেনি—ও তখন ঘুমোচ্ছিল।...যাক, যা বলছিলাম, তাই বলি। জানালার ধারে বসে দেখি, একটি যুবতী মেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে আসছে। বাই-নোকুলারটা তুলে নিলুম।...না, আমার চেনা কেউ নয়।...মেয়েটি ডাঃ ব্যাবের বাড়ীর দিকে এগোচ্ছে। পরণে ওর বাদামী-ধূসর রঙের জ্যাকেট, গায়ে নীলচে সবুজ রঙের ব্লাউজ। ওর পায়ে বাদামী রঙের জুতো। চুলটা বাদামী রঙের—না, চোখের রঙ দেখতে পাইনি আমি। ওর মাথায় টুপি ছিলনা। যতদূর মনে পড়ে, বাড়ীতে ঢোকার সময় তার হাতে কোন ভ্যানিটি ব্যাগ বা ও-ধরনের কিছু ছিল না—

—মেয়েটি যখন ছুটে বেরিয়ে আসে, তখন তার হাতে যে ব্যাগ বা পার্স ছিল না স্পষ্ট দেখেছি আমি।

'মেয়েটি বাড়ীর ভেতর ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই দুম্‌দাম্ শব্দ শুনলাম।...নীচে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই সময় রমণী কণ্ঠের তীব্র চীৎকার শুনলাম—দু-দুবার। আর দেরী না করে ছুটে ভেতরে এসে পুলিসকে ফোন করলাম। আওয়াজ আর চীৎকার ডাঃ ব্যাবের বাড়ী থেকে আসছিল।

তারপরইআমি আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের সদরের আলো জ্বালা ছিলনা! রাস্তার আলো এসে পড়েছিল! ডাঃ ব্যাবের বাড়ীর সদরের আলো জ্বলছিল। দেখলাম, সেই মেয়েটি— যাকে ডাঃ ব্যাবের বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছি, সে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো। মেয়েটি রাস্তার দিকে ছুটে গেল।...মটলি পেছনের দরজা দিয়ে ডাঃ ব্যাবের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলো আমার স্বামী। মটলি বললো, 'ডার্করুমে হুমদাম শব্দ শুনে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। দেখলাম, ডোনাল্ড গ্যারেজের ওপরে তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে। ডোনাল্ডের কোমরে একটা বড় তোয়ালে জড়ানো। সে এসে ডাঃ ব্যাবের পেছনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো।'

একটু থেমে মিসেস ডানকার্ক বলে, "ডোনাল্ড তখন স্নান করছিল। মেয়েলি গলার জোরালো চীৎকার শুনে সে তোয়ালে জড়িয়েই বেরিয়ে এসেছিল। আমি ডাঃ ব্যাবের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম, মটলি ডার্করুমে ঢুকে পড়েছে...পরে পুলিসকে আমি সেই মেয়েটির কথা বললাম। পুলিস ডোনাল্ডকে তার ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে আসতে বললো। আমিই ফোন করেছিলাম। তাই পুলিস আমাকেই সওয়াল করলো।...ওরা আমার স্বামী মটলিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি। পুলিসের নাম শুনলেই মটলি রেগে যায়। সেও কোন কথা বলেনি পুলিসের সামনে।"

ম্যাসনের প্রশ্নের উত্তরে মটলি বলে, "পুলিসের ব্যাপারে আমার খারাপ কিছু অভিজ্ঞতা আছে।...যাই হোক, আমার মনে হয় যে মেয়েটি সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, সে কিছু করেনি। পেছনের দরজা দিয়ে যে মহিলা বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই খুন করতে চেয়েছিলেন ডক্টরকে।"

ম্যাসন ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে—"পেছনের দরজা দিয়েও তাহলে অন্য একজন মহিলা বেরিয়ে এসেছিলেন? পুলিস তো জানে না? চেহারা কি রকম সেই ভদ্রমহিলার?"

"ব তে পারবো না।" একটু থেমে মটলি বলে—

"এক মুহূর্তের দেখা। মহিলা উলটোদিকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। আমার স্ত্রীকে কিছু বলিনি, সেও কিছু জানতো না। আর পুলিস আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। গায়ে পড়ে তাদের কিছু জানতে আমি রাজী নই।"

মটলি নিজের ডার্করুমে চলে গেল—সে কয়েকটা ফটো ডেভেলপ করতে চায়। ম্যাসন মিসেস ডানকার্ককে বললে—"দ্বিতীয় মহিলার কথা পুলিসকে জানানো আপনার স্বামীর খুব উচিত।"

ম্যাসন আর ডেলা ডাঃ ব্যাবের বাড়ির পেছন দিয়ে গ্যারেজের দরজায় বেল টিপল। বছর পঞ্চাশ বয়সের এক ভদ্রলোক দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলো—"কাকে চান? ডানকার্কদের সঙ্গে কথা বলছিলেন দেখলাম। সেই রাতের ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চয়ই। ডাঃ ব্যাব কেমন আছেন বলতে পারেন? হাসপাতাল থেকে আসছেন?"

ম্যাসন নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলে—

"আমার নাম পেরী ম্যাসন, আর ইনি আমার সেক্রেটারী মিস ডেলা স্ট্রীট।....নাঃ, ডাঃ ব্যাব এখন কেমন আছেন ঠিক বলতে পারবো না।"

ঠিক আছে। ভেতরে আসুন। আমি যা জানি পুলিসকে আমি বলেছি সে সবই। আপনি কি জানতে চান তাই বলুন।"

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে সবাই ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। ম্যাসন খেয়াল করলো, সদর দরজাটা আস্তে বন্ধ হলো, ক্লিক্ করে দরজায় চাবি আটকানোর শব্দ হলো।

"আমার নাম ডোনাল্ড ডার্বি, সবাই আমায় ডন বলে। ঘটনার দিন বেশ রাত পর্যন্ত ডাঃ ব্যাবের সঙ্গে কাজ করেছি। তারপর ডাঃ ব্যাবের গোটা দুই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।"

পুলিস বলেছে: দুজনের আসার কথা ছিল, একজন নাকি কারবি। এই নাম কখনও শুনিনি। আর একজন হল লোগান।

"নামটা চেনা, ঠিক মনে করতে পাচ্ছিনা।"

ওর কথা থামলে পেরী ম্যাসন বলে—

"যখন নিজের ঘরে ফিরে এলো, রাত তখন কটা বাজে?"

ডন বলে—"রাত তখন এগারোটা। স্নান করছি, হঠাৎ তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনলাম মহিলার। শাওয়ার বন্ধ করে জানালার ধারে এলাম, দেখলাম, পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হল, হয়তো ডাক্তারের কোন জরুরী দরকার পড়েছে। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি।"

—"দরজা বন্ধ হয়েছিল? কাউকে দরজা দিয়ে বের হতে দেখলে?"

—"না কাউকেই বেরোতে দেখিনি। ওই দরজাটা অটোমেটিক সুইং-ডোর। খোলার পর ওই দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়। তখন ওই দরজা বাইরে থেকে খোলা যায়না। আমার মনে হয়, মেয়েলী গলার চীৎকার বাড়ীর ভেতর থেকে আসছিল।"

—"ডন, এমনও তো হতে পারে যে কোন মেয়ে হয়তো দরজা খুলে চীৎকার করলো, তারপর জানালায় তোমার ছায়া থেকে হয়তো সেই মেয়েটি বাড়ীর ভেতরে চলে গেল?"

—"অসম্ভব নয়। ডাক্তার দরজা খুলে ডাকলে তার চীৎকার আমি নিশ্চয়ই শুনতাম।"

—"বেশ, তারপর তুমি কি করলে, ডন?"

—"বাড়ীর ভেতর থেকে সাড়াশব্দ কিচ্ছুটি শুনতে পেলাম না। পেছনের দরজায় বৃথাই খানিকক্ষণ লাথি মারলাম। তারপর বাড়ীর সামনে এসে দেখি, পুলিস! সদর দরজা আধখোলা, পুলিস অফিসার ভেতরে ঢুকছে।"

—"ডন, তুমি জানো, ডক্টর ব্যাবের ঘরে মরফিয়া ইত্যাদি মাদকদ্রব্য থাকতো?"

—"জানি না।"

—"কিন্তু ডন, ডাক্তারের বাড়ীর দরজার চাবিতো তোমার কাছেই থাকতো।"

—"না। দরকার হলে ডাক্তার পেছনের দরজা খুলে আমায় ডাকতো।"

—"আচ্ছা ডন, মিসেস ডানকাক যে মেয়েটির চেহারা, পোশাক ইত্যাদির বর্ণনা দিলেন, তাকে চিনতে পারলে? আগেও হয়তো সে এই ডাক্তারের কাছে এসেছে?"

—"ডাক্তার বলতে গেলে একরকম রিটায়ার করেছিল। রোগী খুব কম আসতো। ওই মেয়েটির নাম বোধহয় লোগান।...শুক্রবার সকালবেলা লাল মাছে ভর্তি ওই চৌবাচ্চার কাছে কাজ করছিলাম আমি। চকচকে নতুন একটা ফোর্ড গাড়ী এসে দাঁড়ালো। একটি যুবতী মেয়ে গাড়ী থেকে নামলো। জানতে চাইলো ডক্টর ব্যাব কোথায়? বললাম, সদর দরজায় যাও। মেয়েটি দু-তিনবার হর্ন বাজাতে বের হয়ে এলেন ডক্টর। মেয়েটিকে দেখে উনি খুসী হলেন। বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল ওরা দুজনে। পরে মেয়েটি বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল। লাল মাছ আর চৌবাচ্চা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলো। মেয়েটির নতুর গাড়ীর টেমপোরারী লাইসেন্স নম্বর পিচবোর্ডে লিখে পেছনের জানলায় সাঁটা ছিল। নতুন নম্বর ও পেয়েছিলো। নম্বর-প্লেটটা আমিই লাগালাম। মেয়েটির নাম

লোগান। গাড়ীর লাইসেন্স নম্বর—এ-এ-এল্—২৭৯।"

—"পুলিসকে এসব বললেনা কেন, ডন?"

—"তখন এসব খেয়াল ছিলনা।"

—"আচ্ছা, ডানকার্কে'র ভগ্নীর সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?"

—"গাট্রুড্ লাল মাছের ওই চৌবাচ্চার ধারে সময় কাটায়। ডাক্তার ব্যাব-এর পেছনে ঘুরঘুর করতো।...দেখুন, যা জানি, সবই তো বললাম আপনাকে। ডাক্তার কেমন আছে?"

—"এখন চলি। ডাক্তারের খবর নেবো। আশা করি, আবার দেখা হবে।"

ম্যাসন ও ডেলা বাইরে আসে। পেট্রল স্টেশন থেকে পল ড্রেককে ফোন করে পেরী ম্যাসন—

"মোটর লাইসেন্স নম্বর এ-এ-এল্ ২৭৯। গাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা জানবার চেষ্টা করো।"

"পেরী, মিনিট দশেক পরে বলছি। ডক্‌টর ব্যাব আধ ঘণ্টা আগে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে আততায়ীর নাম বলেছেন পুলিসের কাছে। পুলিস খবরটা গোপন রেখেছে।"

"তাহলে এটা মার্ডার-কেস দাঁড়ালো?"

....মিনিট দশেক পরে আর একটা ফোন-বুথ থেকে পল ড্রেককে ফোন করে পেরী ম্যাসন।

পল ড্রেক জানায়—

"পেরী, এ-এ-এল ২৭৯ নম্বর গাড়ীটা নতুন মডেলের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফোর্ড গাড়ীর মালিকের লোগান। ঠিকানা: ম্যানানাস্ অ্যাপার্ট-মেণ্ট, রুম নম্বর ২৮০।"

॥ চার ॥

ম্যানানাস অ্যাপার্টমেণ্টের ২৮০ নম্বর ঘরের দরজা খুলে দিল রূপসী যুবতী। নীল চোখ, চুলের রং গাঢ় লাল ও বাদামীর মাঝামাঝি। তারই নাম নরমা লোগ্যান। ম্যাসনের প্রশ্নর উত্তরে নরমা লোগ্যান জানালো, সে এখন ব্যস্ত, এখুনি বাইরে যাবে, কথা বলার অবসর তার নেই। তাকে আর কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ম্যাসন এবং ডেলা। নরমা চেঁচিয়ে ওঠে—"আমি পুলিস ডাকবো।"

—"ডক্টর ব্যাব আধঘণ্টার কিছু সময় আগে মারা গেছেন। পুলিস এমনিতেই আসবে।····শোনো নর্মা, আমি অন্য লোকের তরফে অ্যাটর্নী। আমি তোমার কৌঁশুলী হতে পারবনা। আমায় যা বলবে, তা গোপন থাকবেনা। ডেল্লা তোমার বক্তব্য নোটবুকে লিখে রাখবে।"

এবার জন কারবি-র বলা গল্পটা পাখী-পড়ার মত বলে গেল নরমা।

"ভোরবেলা আমি মোটেল ছেড়ে চলে আসি। বাড়ী এসে ফোন পেলাম, পারপল সোয়ান্ মোটেলের সামনে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। দেখুন, আমি জন কারবিকে চিনি, ডকটর ব্যাবকে চিনি না।"

পেরী ম্যাসনের জেরায় নরমা বাধ্য হয়ে স্বীকার করলো, সে মিথ্যে বলছে। শুক্রবার সে ডক্টর ব্যাবের বাড়ী গিয়েছিল। কারবি নরমাকে ফোনে তালিম দিয়েছে। তাই কারবির বলা গল্পটাই সে বলেছে। ম্যাসন বলে—"আসল ঘটনাটা খুলে বলো।"

"আমি রনি কারবির সৎ বোন। রনি জানি কারবির পালিত

পুত্র। ডকটর ব্যাব অবাঞ্ছিত ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যবসা করতেন। যেসব দম্পতির ছেলেমেয়ে হয়নি, যারা ছেলে চায়, ঠিক দত্তক হিসেবে নয়, নিজের ছেলে মানুষ করতে চায়, তারা ওঁকে মোটা টাকা দিত। অবাঞ্ছিত সন্তানদের মায়েদের বাচ্ছা হত ডটকুর নার্সিং হোমে। বাচ্ছার মা পেতো হাজার ডলার, বাচ্ছা হতেই তাকে সন্তানহীন কোন দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হত। বাচ্ছার মা জানতো সন্তানকে সে আর কোনদিন চোখে দেখবেনা। কার সন্তান কার কোলে গেল, জানতেন শুধু ডক্‌টর ব্যাব। আমার সৎমার ছেলে হয় ডক্‌টরের নার্সিং-হোমে। রনির মা আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আমার বাবার এক বন্ধু তাকে ব্যবসায় ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করেছিল। আমার বাবা দক্ষিণ অ্যামেরিকার চলে যায়। সেখানেই সে মারা যায়। আমার সৎমা তখন সন্তানসম্ভবা। পয়সাকড়ি না থাকায় অবাঞ্ছিত সন্তানের দায়িত্ব এড়াতে সে ডক্‌টর ব্যাবের স্মরণ নেয়। তখন আমার বয়স সতেরো, টাইপ-শর্টহ্যাণ্ডে যা পয়সা পেতাম, একারই কষ্টে চলতো। ছেলে হবার কয়েক মাস পরেই মারা যায় আমার সৎমা। কিছুদিন আগে রনির সম্বন্ধে খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম, যে তারিখে রনির জন্ম হয়েছিল বলে বলেছিল আমার সৎমা, সেই তারিখে একটি মাত্র বার্থ সারটিফিকেট সই করেছিলেন ডকটর। সার্টিফিকেট অনুযায়ী, সেই তারিখে জন এবং জোয়ান কারবির এক পুত্রসন্তান জন্মেছে। আমি রনির খোঁজ পেয়েছি শুনে বিচলিত হলেন ডকটর। বললেন—

'তোমার সৎভাই ভালো পরিবারে সুখে মানুষ হচ্ছে।' আরও বললেন—গণ্ডগোল কিছু হলে উনি আমায় ফোন করবেন। প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক কথা বললেন। চাকর ডনের সঙ্গে ওঁর ঝগড়া বেঁধেছে। ডন নেশাখোর, টাকা চায়, ঝামেলা বাঁধায়। তাছাড়া কয়েকজন লোক ডক্‌টরকে ভয় দেখিয়ে, ব্ল্যাকমেইল করে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছে। জন কারবির ওই ব্যাপারটা কি করে যেন ফাঁস হয়ে গেছে। যাই হোক,

আমি পারপল সোয়ান মোটেলের রেস্তোঁরায় জন কারবির সঙ্গে দেখা করলাম। দুজনে ডক্টরের বাড়ী গেলাম। ডক্টর ব্যাবের বাড়ীর ভেতরে আলো জ্বলছিল। কারবি জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভেতরে গেলনা, পাশের রাস্তায় গাড়ী থামলো। আমি বাড়ীর ভেতরে গেলাম। ভেতরের ঘরে মারামারির শব্দ!!! বিশ্রী একটা আওয়াজে বাড়ী কেঁপে উঠলো। তারপর শোনা গেল মেয়েলী গলার তীক্ষ্ণ ও তীব্র একটা আর্তনাদ !!! না, আমি চেঁচাইনি। দরজা খুলে দেখলাম, ভেতরের ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে ডক্টর ব্যাব। বছর তিরিশ বয়সের এক মহিলা, পরণে দামী. পোশাক, টিকালো নাক, কালো চুল শ্লিম চেহারা, ঝুঁকে দেখছে। আমায় দেখে মহিলা পেছনের দরজার দিকে ছুটলো। টেবিলে ডক্টরের গোপন রেকর্ডের বইটা ছিল। আমি ওটা হাতে তুলে নিলাম। কেননা, ওই রেকর্ড-বই যদি পুলিসের হাতে যায়. রনির মত অনেক নিষ্পাপ শিশু ও কিশোরের ক্ষতি হবে। ঘরের সর্বত্র কাগজপত্র ছড়ানো ছিল। রেকর্ড-বইটা নিয়ে পোশাকের ভেতর গুঁজে এক ছুটে বের হলাম সামনের দরজা দিয়ে। ডক্টরের প্রতিবেশিনী এক মহিলা আমায় দেখলেন। আমি মিস্টার কারবির গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী স্টার্ট দিল কারবি। একটু পরেই পুলিসের গাড়ী আমাদের গাড়ীর পাশ কাটিয়ে চলে গেল ডক্‌টরের বাড়ীর দিকে।

পুলিস রাস্তা আটকাতে পারে। মিস্টার কারবিকে তাই বললাম, কোন মোটেলের সামনে গাড়ী দাঁড় করাও। রাতে একলা মেয়েমানুষকে ওরা ঘর ভাড়া দেবেনা। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ঘর ভাড়া নেওয়া হল। মোটেলে আমায় একলা রেখে জন কারবি গাড়ী নিয়ে চলে গেল। ভোর পাঁচটা নাগাদ আবার ফিরে এসে আমায় পারপল সোয়ান মোটেলের সামনে রেখে এল। সেখানে আমার গাড়ী দাঁড় করানো ছিল। আমি সেই গাড়ীতে উঠে বাড়ী ফিরলাম। কেউ সওয়াল করলে কি বলতে হবে, মিস্টার কারবিই আমায় শিখিয়েছে।

তবে ডক্‌টরের রেকর্ড বুকের কথা সে জানেনা।"

পেরী ম্যাসন এতোক্ষণে কথা বলে—

"এটা মার্ডার কেস। কারণ, ডক্‌টর মারা গেছেন। পুলিস বলবে, রেকর্ড বইয়ে যেহেতু অন্য শিশুদের সঙ্গে রনির আসল পরিচয় লেখা আছে, ওটা চুরি করতে তোমায় পাঠিয়েছিল জন কাররি। তুমি হবে মার্ডার কেসের আসামী এবং তোমার সাহায্য করার দায়ে অভিযুক্ত হবে জন কারবি। তুমি বলছো, তুমি বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে ডক্‌টরের বাড়ী গিয়েছিলে। কিন্তু ডক্‌টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে দুটো নাম লেখা আছে। একটা কারবি, অন্যটা লোগান। পুলিস তোমায় বাড়ী ও গাড়ী সার্চ করবে। খাতাটা গেলে...."

"মিস্টার ম্যাসন, আমি মিস ডেলা ষ্ট্রিটের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।"

একটু বাদে ভেতর থেকে ফিরে আসে নরমা ও ডেলা। নরমা বলে—

"মিস্টার ম্যাসন, পুলিস সওয়াল করলে আমি কি জন কারবির শেখানো গল্পটাই বলবো?"

"আমি কারবির অ্যাটর্নী। তোমার পরামর্শ দিতে পারবোনা। তুমি কোন ভালো উকীলের পরামর্শ নাও এবং কারবি তোমায় ফোন করলে তাকে ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সীর মালিক পল ড্রেককে ফোন করতে বলো।"

বাইরে এসে ডেলা বলে—

"চীফ, তুমি রেকর্ড-বুকটা চাইছিলে কেন?"

"ওটা পুলিসের হাতে গেলে রনির মত যেসব বাচ্ছা পালক পিতা-মাতার ঘরে মানুষ হচ্ছে, তাদের সর্বনাশ হবে। খবরের কাগজে সব ছাপা হবে। আইনসংগতভাবে ওদের পোষ্য নেবার জন্য দরখাস্ত

করতে হবে পালক দম্পতিদের। বাচ্চাদের আসল বাবা-মা ব্ল্যাকমেইল করে ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে তখন টাকা আদায় করবে। কারবি আমার মক্কেল, তার ছেলে রনির স্বার্থ আমার দেখা দরকার। এটা মার্ডার কেস, রেকর্ড-বুকটা চোরাই মাল, ওটা নিজের কাছে রাখলে আমি বিপদে পড়বো। অথচ ওটা নিরাপদ জায়গায় রাখা দরকার।"

"খাতাটা নিরাপদ জায়গায় আছে। কোথায় আছে, তোমার জানার দরকার নেই। তাই না, চীফ?" পেরী ম্যাসন বলে——

"ঠিক বলছো। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটরনী হ্যামিলটন বারজার হয়তো আমার নামে চোরাই মাল লুকিয়ে রাখার অভিযোগ আনবে। আমায় ফাঁদে ফেলার জন্যে সে সবসময় তৈরী।"

পাঁচ

সকাল পৌনে আটটা। পল ড্রেকের ডিটেকটিভ এজেন্সীর অফিসে এসেছে পেরী ম্যাসন। পল ড্রেক জানালো—

"ডক্টর কাবের সদর দরজা দিয়ে যে মেয়েটি ছুটি পালিয়েছিল, তার চেহারার বর্ণনা ভালোই দিয়েছে ডাক্তারের প্রতিবেশিনী মিসেস ডানকার্ক। কাছেই বিউটি রেস্ট মোটেল নামের সরাইখানায় দুজন স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিল সে রাতে। মোটেলের ম্যানেজার বলেছে – ওদের মোটরের লাইসেন্স নম্বরের প্রথম তিন অক্ষর জে, ওয়াই, জে এবং প্রথম সংখ্যা ১-র সংগে রেজিস্ট্রি খাতায় লেখা নম্বরের মিল আছে, বাকী সংখ্যাগুলো ভুয়ো। কোন্ কোম্পানীর তৈরী গাড়ী পুলিস জানে। সুতরাং গাড়ীর মালিক কে, তা খুঁজে বার করতে বেশী দেরী হবেনা পুলিসের। আর একটা কথা। ডক্টর ব্যাবের বসার ঘরে পুলিস অনেকগুলো ফিংগারপ্রিনট পেয়েছে, যেগুলো ডক্টর কাবের আঙুলের ছাপ নয়। যদি এমন হয় যে পুলিস কারবির গাড়ীতে ওই একই ফিংগারপ্রিণ্ট পেলো, তখন কারবির বিরুদ্ধে মার্ডারচার্জ আসবে এবং কারবির সঙ্গিনী নরমার নাম কারবিকে তখন বলতে হবে।"

ম্যাসন কারবির বাড়ীতে ফোন করে। একটু আগে গোয়েন্দা ড্রেকের সঙ্গী খবর পাঠিয়েছে যে কারবি বাড়ী ফিরেছে। ম্যাসন ফোনে জানায়—"আমি ও ডেলা এখুনি যাচ্ছি। তুমি বাড়ী ছেড়ে যেওনা।"

অথচ ওদের বাড়ীতে পৌঁছে কলিং বেল টিপে সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা। গ্যারেজের দরজা বন্ধ। ঠেলাঠেলিতেও খুললোনা। ম্যাসন ও ডেলা গ্যারেজের সামনের পথ দিয়ে গাড়ীর দিকে ফিরছে। হঠাৎ গ্যারেজের দরজা খুলে গেল।

ম্যাসন বললো—

"ডেলা, দৌড়ে ভেতরে ঢোকে। অদৃশ্য রশ্মির কেরামতিতে খোলে ও বন্ধ হয় এই দরজা। মিনিট খানেক পরে আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে।"

গ্যারেজের খোলা দরজা দিয়ে গ্যারেজের ভেতরে ঢুকে ম্যাসন ও ডেলা দেখলো, ভেতরে বড় একটা 'ওলডস্' গাড়ী। গাড়ীর নম্বর জে-ওয়াই-জে ৭১২। ম্যাসন বললো—

"এই গাড়ীতে জন কারবি এবং নরমা লোগান সেই রাতে ডক্টর ব্যাবের বাড়ী গিয়েছিল।"

ঘরঘর শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা। এখন গ্যারেজের ভেতরে বন্দী ম্যাসন ও ডেলা।

কারবির গাড়ীর ভেতরে পেট্রলের টিনটা পাওয়া গেল। লাল রঙের টিন। গাড়ীর খোপর থেকে একটা রসিদ বার করে ম্যাসন রসিদটা পকেটে রাখে। বলে—

"আসলে জন কারবি লোকটা বোকা ও বাচাল। ওর গল্পটা যে সত্যি তাই প্রমাণ করতে ও পেট্রোলের টিন কিনেছে। তারপর গল্পটা মিথ্যে প্রমাণ করার পক্ষে যেটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ সেই রসিদটাই ফেলে গেছে গাড়ীর মধ্যে।"

গ্যারেজের দরজা হঠাৎ খুলে যায়। ভেতরে ঢুকলো গাঢ় নীল

রঙের সিডান গাড়ী। গাড়ী থেকে নামলো বছর তিরিশ বয়সের রূপসী মহিলা। ওদের দেখে সে বলে—"আপনারা?"

"পেরী ম্যাসন ও ডেলা স্ট্রীট। আপনি তো মিসেস কারবি? আপনার স্বামীর গল্পটা ধোপে টেকা শক্ত। তাই ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই"

"আমাও মনে হয়েছিল, গল্পটা বানানো।"

গ্যারেজের ভেতর দিকের দরজা খুলে তিনজন বাড়ীর ভেতরে ঢ়ুকলো। মিসেস কারবি দোতলা ঘুরে স্বামীকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে বলে—

"জন গেলো কোথায়?"

মাসন বলে—

"আমার ধারণা, মার্ডার কেসের সম্ভাব্য আসামী জন কারবিকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিস। জন বাচাল ও বোকা। উকিলের সংগে কথা না বলে পুলিসের কাছে মুখ খুলতে নেই—এই নীতিটা সে মানবেনা। তার ওই গল্প পুলিসের কাছে বললে সর্বনাশ হবে। আমি ডিসট্রিকট অ্যাটর্নীর অফিসে যাচ্ছি।"

ছয়

ম্যাসন ও ডেলার সঙ্গে বাড়ী ফিরে কারবি তার স্ত্রীকে বললো—"ডার্লিং, কোন গণ্ডগোল হয়নি। সত্যি কথা বলেছি, আমার আবার কিসের ভয়? ম্যাসন ফালতু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীর অফিসে যেয়ে চেঁচামেচি করে ঝামেলা বাঁধিয়ে জোর করে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো।"

মিসেস কারবি বলে—

"জন, তোমার গাড়ীটা পুলিস নিয়ে গেছে।"

সবাই ড্রয়িংরুমে বসলে ম্যাসন বলে——

"ডিসট্রিকট অ্যাটর্নী হ্যামিলটন বারজার-এর কাছে তুমি ওই মিথ্যে

গল্পটা ফলাও করে বলছো, জন ?"

"সত্যি কথাই বলেছি। পেট্রলের টিনটা মোটরের ভেতর ছিল তো ?"

"রসিদটাও ছিল গাড়ীতেই", ম্যাসন বলে, "এই হল টিন কেনার রসিদ। এটা পুলিসের হাতে গেলে কী হত ?"

জন কারবি ঘাবড়ে যায়।

ম্যাসন বলে——

"উকিলের কাছে মিথ্যে কথা বলা মারাত্মক ভুল। বিউটি রেস্ট মেটেলে পুলিস সেই মেয়েটির ফিংগারপ্রিন্ট পেয়েছে। ডাক্তার ব্যাবের ঘরে একই ফিংগারপ্রিন্ট পেয়েছে ওরা। এবার হয়তো তোমার গাড়ীতেও পাবে। মোটেলের রেজিষ্ট্রি-বইয়ে তুমি নাম সই করেছো। হাতের লেখা তোমার। তোমাব গাড়ীর নম্বর মিলেছে। ডক্টর ব্যাবের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট বুকে ছুটো নাম। একটা তোমার, একটা লোগানের। মিসেস ডানকার্ক নরমা লোগানকে ডকটর ব্যাবরে বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে সেই রাতে। তারপর ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখছে। নরমা লোগানকে সনাক্ত করবে মিসেস ডানকার্ক। কার্বির সংগে গাড়ীতে পালিয়েছে নরমা। ছুজনকে গাড়ীতে দেখছে মিসেস ডানকার্ক। নরমার হাতের আঙ্গুলের ছাপ মোটেলে, ডকটরের ঘরে, কারবির গাড়ীতে। এবার নরমাকে পুলিস অ্যারেস্ট করবে। কারবির শেখানো কারবির শেখানো গল্পটা পুলিসকে বলবে নরমা। তখনই সর্বনাশ হবে। আসল ব্যাপারটা পুলিস ঠিকই জানবে। তখন খুনের ব্যাপারে নরমাকে সাহায্য করার অভিযোগে অ্যারেস্ট হবে জন কারবি।"

মিসেস কারবি বলে—

"নরমা লোগান নামের সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার স্বামীর এতো ঘনিষ্ঠতার কারণ কি, মিস্টার ম্যাসন ?"

"নরমা লোগান আপনাদের পালিত পুত্র রনির সৎ দিদি। ডক্টর ব্যাবের কাছ থেকে রনিকে নিয়ে আপনারা মানুষ করছেন, সেকথা নরমা জানে।"

"এখন কি হবে, মিস্টার ম্যাসন ?"

"মিসেস কারবি, আপনি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবেন না। পুলিস কারবিকে নিয়ে গেলে ড্রেক বা আমাকে ফোন করবেন। মিষ্টার কারবি, তুমি উকীলের সামনে ছাড়া পুলিসের কাছে মুখ খুললে তোমার ও তোমার ছেলে রনির ঝামেলা হবে।"

মিসেস কারবি বলে—"জন যখন আমায় সেই মেকেটির কথা বলে—যার জ্যাকেটে বড় বড় ঝিনুকের তৈরী বোতাম, পায়ে কুমীরের চামড়ার জুতো—তখনই বুঝেছিলাম, ওর গল্পটা বানানো।"

বাইরে আসে ম্যাসন ও ডেলা। ম্যাসন বলে—

"ডেলা, নরমা লোগানের জ্যাকেটে ঝিনুকের তৈরী বোতাম, মিসেস কারবি কি করে জানলো ? গল্প বলার সময় ওই কথাটা তো ওর স্বামী জন বলেনি।"

সাত

বেলা সাড়ে এগারোটায় মিসেস কারবির ফোন আসে। ডকটর ব্যবকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে জন কারবি। মিনিট কুড়ির মধ্যে ম্যাসনের চেম্বারে এল মিসেস কারবি। ম্যাসন এবার বললো —"মিসেস কারবি, তুমি বা তোমার স্বামী, কেউই আমার কাছে সত্যি বলছো না। নরমা লোগানের জ্যাকেটে ঝিনুকের বোতাম, পায়ে কুমীরের চামড়ার জুতো ছিল—এসব তোমার স্বামী তোমায় বলেনি। তুমি কি করে জানলে ?"

"এবার সব খুলে বলছি। একদিন বাড়ীতে একটা চিঠি এলো, জনের নামে চিঠি। এক কোণে ডকটর ব্যাবের নাম। পড়লাম, ডকটর জনকে দেখা করতে বলেছেন। ভয় হলো, রনি আসলে

আমাদের ছেলে নয়, এই কথাটা যদি ফাঁস হয়ে যায়। চিঠি পুড়িয়ে ফেললাম। ডকটর ব্যাবকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম। আমার স্বামী তখন অফিসে। গাড়ী দাঁড় করালাম ডকটর ব্যাবের বাড়ীর কিছু দূরে ঝোপের আড়ালে। দরজা ঠেলতে ঘণ্টা বাজল। ডকটর ব্যাব আমার পরিচয় শুনে যেন অস্বস্তি অনুভব করলেন। উনি আমায় অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে গেলেন। করিডরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, নরমা লোগান বাড়ীর ভেতর ঢুকলো। ভেতরে ভারী কিছু পড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি, লোহার সিন্দুক হাট করে খোলা, ভেতরের কাগজপত্র টেনে বার করছে একটা লোক, আমায় দেখে লোকটা পালালো। উপুড় হয়ে মেঝেয় শুয়ে আছে ডকটর ব্যাব। পাশে ভাঙা কাচের ফ্লাস্ক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। ভয় পেয়ে চীৎকার করলাম। পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম গাড়ীর কাছে। বাড়ী ফিরলাম। জন ফিরলো অনেক রাতে। তার গল্প শুনেই বুঝলাম, সব বানানো গল্প, পুলিসের কাছে এ গল্প বললে ও বিপদে পড়বে। তাই ওকে আপনার কাছে যেতে বললাম। আপনি রনিকে বাঁচান, জনিকে বাঁচান। রনি জানে, আমরাই ওর বাপ-মা।"

মিসেস কারবি চলে যেতে ডেলা স্ট্রীট ম্যাসনকে বললো—

"চীফ, তুমি ঝামেলায় পড়বে।"

ঠিক বলেছো। আমার মক্কেল কে? কার স্বার্থ দেখবো? জনি কারবি গ্রেপ্তার হয়েছে। তার স্ত্রী ডকটর ব্যাবের বাড়ী গিয়েছিল, সে কথা পুলিস জানেনা। কারবিকে বাঁচানোর জন্য আমি সেকথা বললে তার স্ত্রীকে মার্ডারচার্জে অ্যারেষ্ট হবে এবং আসল কথা ফাঁস হলে নিষ্পাপ রনির ওপর আঘাত নেমে আসবে।"

"চীফ, ডক্টরের সেই রেকর্ড-বুকের কী হবে?"

"ওটা তো তোমার কাছে। এনে দাও তো—

মোটা মলাটের বাঁধানো খাতাটা ম্যাসনের হাতে দিয়ে ডেলা বলে—"নরমা লোগান ওটা চুরি করেছে। তোমার কাছে চোরাই মাল আছে জানলে ডিসট্রিকট অ্যাটর্নী হ্যামিলটন বারজার তোমায় বিপদে ফেলবে।"

"আইনের কূটতর্কে ব্যাপারটা সামলাবো। খাতাটা পুলিসের হাতে দেওয়া চলবেনা। আচ্ছা, ডেলা, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট বুকে কারবির নাম ছিল। এখন তো জানা গেল, জন আপ্যায়েন্টমেণ্ট করেনি, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছিল তার স্ত্রী জোয়ান। লোগান বলতে যদি নরমা লোগান না হয়ে ওই পরিবারের অন্য কেউ হয়? পল ড্রেককে ফোন করো। বলো, লোগান পরিবারের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে।"

ফোন বেজে ওঠে। রিসেপশনিষ্ট জানালো—

"ফৌজদারী উকীল কারভার কিনসে ম্যাসনের সংগে দেখা করতে চায়।

কিনসে ভেতরে এলো। সে বললো—

"নরমা লোগান আমার ক্লায়েণ্ট। উকীলের ফি দেবার পয়সা ওর নেই। টাকাটা দিতে হবে জন কারবিকে। কেননা খুনের সময় কারবি যে গাড়ীতে বসে ছিল, এই সাক্ষ্য নরমাই দিতে পারবে। নরমা সাক্ষী না দিলে কারবির মৃত্যুদণ্ড হবে। আর একটা সর্ত আছে। ডক্‌টর ব্যাবের কাছে মোটা টাকা দিয়ে ছেলেমেয়ে কিনে মানুষ করেছে যেসব দম্পতি, তারা বড়লোক। তাদের নাম-ঠিকানা লেখা আছে লেখা আছে ডক্‌টর রেকর্ড-বুকে। ওটা চুরি করেছিল নরমা। এখন ওটা মিস ডেলা ষ্ট্রীটের কাছে। যাদের নাম-ঠিকানা ওই খাতায় আছে তারা বড় ব্যবসাদার ও সম্পত্তির মালিক। খাতা আমার হাতে এলে আমি ইঙ্গিত করলে তাদের ফার্মের মামলা গুলো তারা আমায় দেবে। ফৌজদারী মামলার ঝামেলায় আমার অবস্থা খুব খারাপ। ডিষ্ট্রিক্ট

অ্যাটর্নী কোনে। ছুতো পেলে উকীলের তালিকা থেকে আমার নাম কাটা যাবে। খাতাটা হাতে পেলে আমি এই লাইন ছাড়বো।"

ম্যাসনের চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে বলে—

"কিনসে, আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থ আমি দেখবো।

তাকে আমি পরামর্শ দেবো তোমায় টাকা না দিতে।

আমার ধারনা, ও ধরণের কোন রেকর্ড-বুক ডেলা স্ট্রীটের কাছে নেই।

দারুণ চটে উঠে টেবিলে ঘুঁসি মেরে কিনসে বলে—"তোমার ক্লায়েন্ট আমায় পঁচিশ হাজার ডলার দেবে। খাতাটাও আমার চাই !!"

ম্যাসন উঠে দাঁড়িয়ে বলে—

"তোমার যা বলবার বলছো। এবার যেতে পারো।"

জেল-হাজতে জন কারবির সঙ্গে দেখা করে উকীল কারভার কিনসের বক্তব্য তাকে জানালো ম্যাসন। তবে নোটবুকটার কথা কিছুই বললোনা। কারবি বলে—

"ওকে পঁচিশ হাজার ডলার দিলে নরমা লোগান সাক্ষ্য দেবে যে খুনের সময় আমি গাড়ীতে বসে ছিলাম। প্রমাণ হবে, আমি নির্দোষ। টাকা দিলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।"

"কারবি, তুমি যদি কিনসেকে টাকা দাও, তোমার কেস আমি নেবনা। তুমি অন্য অ্যাটর্নী ঠিক করো।"

"না, আপনিই আমার মামলা চালাবেন। আপনি যখন বলছেন, কিনসেকে আমি টাকা দেবনা।"

॥ আট ॥

বিচারক কনওয়ে ক্যামেরনের এজলাসে মামলা সুরু হল। প্রাথমিক শুনালী। সরকারপক্ষের প্রথম সাক্ষী পুলিস রেডিও কারের অফিসার

জোসেফ হেসপার। টঅ্যাটিক্টডির্নী হ্যামিলটন বারজার-এর সহকারী মিসেস ব্যালেন্টাইনের প্রশ্নের উত্তরে পুলিস-অফিসার জানালো—

"মিসেস ডানকার্কের কাছ থেকে ফোন পেয়ে ডকটর ব্যাবের বাড়ীতে যাই আমি ও আমার সঙ্গী জরজ ফ্র্যাংকলিন। আমি ঢুকি সামনের দরজা দিয়ে। জর্জ যায় পেছনের দরজা দিয়ে। অফিস ঘরের মেঝেয় ডক্‌টর ব্যাব অজ্ঞান, মেঝেতে ভাঙা কাচ। পেছনের দরজায় ধাক্কা মারছিল ডক্‌টরের চাকর ডোনাল্ড ডাবরি ওরফে ডন। ডনকে আটকালো জর্জ। ডনের পরনে ছিল ভিজে তোয়ালে। সে নাকি স্নান করছিল। তাকে আমি পোযাক বদলে আসতে বলি। মিসেস ডানকার্ক পলাতক মেয়েটির বর্ণনা দেন। পরে অ্যাম্বুলেন্স ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট আসে।"

ম্যাসনের জেরার উত্তরে পুলিস অফিসার বলে—

"বাড়ীর ভেতর অন্য কেউ ঢুকেছিল কিনা, সঠিক বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার বা জর্জের হাতের টানে দরজার হাতলে অন্য লোকের ফিংগারপ্রিন্ট মুছে যাওয়া বিচিত্র নয়।"

এবার সরকার পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী ফিংগারপ্রিন্ট এক্সপার্ট হার্ভে নেলসন। সে বললো—

"ডাক্তারের ঘরে ডাক্তার ও তার চাকরের আঙুলের ছাপ ছাড়া আর কয়েকটা ফিংগারপ্রিন্ট পাওয়া যায়। কার আঙুলের ছাপ, তা জানা যায়না। অভিযুক্ত কারবির গাড়ীতে এবং বিউটি রেস্ট মোটেলের পাঁচ নম্বর ইউনিটে একই আঙুলের ছাপ পেয়েছি আমি। ডাক্তার ব্যাবের ঘরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে সন্ধ্যার পর দুটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা লেখা ছিল। কারবি এবং লোগান। শুধু পদবী লেখা ছিল। ডাক্তার ব্যাবকে মৃত্যুর আগে তাঁর আততায়ীর নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি জড়ানো গলায় জন কারবির নাম বলেন।"

তৃতীয় সাক্ষী ডাক্তারের জনৈক প্রতিবেশী মিলটন রেকসফোর্ড।

সে বললো—

"রাত সাড়ে এগারোটার সময় অন্ধকার বেডরুমের জানালার ধারে আমি বসে ছিলাম। জে—ওয়াই—জে ১১২ নম্বরের গাড়ীটা থামলো। গাড়ী চালাচ্ছিল বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত আসামী জন কারবি। গাড়ী থামতে এক মহিলা নামে। একটু পরে সে ছুটে এসে গাড়ীতে উঠলে গাড়ী দ্রুত চলে যায়।"

পেরী ম্যাসনের জেরার জবাবে মিলটন বললে।—

"গাড়ীর ভেতরটা আবছা অন্ধকার থাকলেও কার্বিকে দেখতে ও চিনতে আমার অসুবিধে হয়নি।"

দিনের শেষ সাক্ষী ডাক্তারের চাকর ডন ওরফে ডোনাল্ড ডারবি। সে বললো—

"পোষাক ছেড়ে আমি শাওয়ারের নীচে স্নান করছিলাম। হঠাৎ মেয়েলি গলার আর্ত তীক্ষ তীব্র চীৎকার !!! জানলায় দাঁড়িয়ে দেখি, পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ছুটে গেলাম। পিছনের দরজায় স্প্রিং লক, আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল, আর খোলা যাবেনা বাইরে থেকে। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ছুটে গেলাম। পেছনের দরজায় ধাক্কা দিলাম, জানলায় টোকা মারলাম। পুলিস অফিসার আমায় আটকালো। আর এক অফিসার ভেতর থেকে পেছনের দরজা খুললো। তখন আমরা ভেতরে ঢুকলাম।"

ম্যাসনের জেরার উত্তরে ডারবি বললো—

"কাউকে আমি পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে বের হতে দেখিনি।"

আদালতের শুনানি সেদিনের মত শেষ হল।

কোর্ট থেকে ম্যাসন চেম্বারে ফিরতে গোয়েন্দা ড্রেক জানালো—"নরমা লোগানের কাকা এবং সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটর গাড়ীর ডীলার স্টিফেন

লোগান ঘটনার দিন ডক্টর ব্যাবের লাল মাছের চৌবাচ্চার পাশে ঘোরা-ফেরা করেছে। সে ডনকে বলেছে—ওই রকম একটা চৌবাচ্চা সে নিজের বাড়ীতে তৈরি করাবে। আর একটা খবর আছে। গারট্রুড, মানে ডানকার্কদের ভাগ্নী অন্তঃসত্বা। বয়স ষোল, বিয়ে হয়নি। ঘটনার সময় সে পিয়ানো বাজাচ্ছিল—সবাই শুনেছে।"

একটু পরে উকীল কিনসে এসে হাজির। কিনসে বললো—

"ম্যাসন, এখনও ভেবে দেখো, যদি তোমার মক্কেল জন আমায় টাকা দেয়, আমার মক্কেল নরমা লোগান সাক্ষ্য দেবে যে খুনের সময় জন কারবি বসেছিল গাড়ীতে এবং যে মহিলা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে, সেই ডাক্তার ব্যাব্‌কে খুন করেছে। ডাক্তারের ওই খাতাটা নরমা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে। সুতরাং, ওটা চোরাই মাল নয়, নরমার সম্পত্তি। তুমি ওটা আমায় না দিলে আমি ডিসট্রিক্ট্‌ অ্যাটর্নী হ্যামিলটন বারজারের কাছে যাবো।"

ওর কোন প্রস্তাবেই রাজী হলনা ম্যাসন। চটে উঠে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিনসে।

রাত তিনটেয় ডেলা স্ট্রীটের ফোন এলো—

"চীফ, কাল সকাল দশটায় বিচারক ক্যামেরনের এজলাসে হাজির হবার জন্যে সমন নিয়ে পুলিস এসেছিল।"

একটু পরে ম্যাসনের ঘরেও পুলিস এলো এবং কাল সকালে বিচার-কের এজলাসে হাজির হবার জন্য সমন ধরিয়ে দিলো। খানিক পরেই ড্রেকের ফোন আসে—

"পেরী, রাত আটটায় ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নী হ্যামিলটন বার্জারের অফিসে গেছে নরমা লোগান এবং তার উকীল কিনসে। ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নী কিনসের সঙ্গে চুক্তি করেছে, নরমা সরকারপক্ষে সাক্ষী দেবে,

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবেনা। তোমাকে নিয়ে সকাল দশটায় গোলমাল বাঁধবে।"

"ধন্যবাদ"

—সংক্ষেপে বললো ম্যাসন।

॥ নয় ॥

সকাল দশটা। ক্যামেরনের এজলাসে আজ প্রচণ্ড ভীড়। আজ সরকার পক্ষের কৌশুলী স্বয়ং হ্যামিলটন বার্জার। তার প্রথম সাক্ষী মিস ডেলা ষ্ট্রীট।

"মিস ষ্ট্রীট, নরমা লোগান কি আপনাকে কোন খাতা দিয়েছিল? তার সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছিল?"

ম্যাসন আপত্তি জানালো। কারবির অনুপস্থিতেতে নরমার সঙ্গে মিস্ ডেলা ষ্ট্রীটের কি কথা হয়েছিল, তা অবান্তর। বিচারক বললেন, ম্যাসনের আপত্তি আইনসংগত।

হ্যামিলটন বার্জারের দ্বিতীয় সাক্ষী শ্রীমতী নরমা লোগান। সে বললো—"জন কারবির গাড়ীতে আমি ডাক্তারের বাড়ী যাই। কিছুদূরে গাড়ী থামিয়ে জন গাড়ীতে বসে থাকে। আমি ডাক্তারের বাড়ী যাই...."

হঠাৎ মিসেস কারবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে নরমা বলে—"ওই সেই মহিলা, যাকে আমি ডাক্তার ব্যাবের অফিসে দেখি। ওই খুন করেছে ডাক্তারকে।"

কোর্টে হৈ-চৈ !!! হাতুড়ি পিটে জনতাকে থামায় বিচারক। হ্যামিলটন বার্জার বলে—"ইওর অনার, মৃত্যুর আগে আততায়ীর নাম বলেছে ডাক্তার। নামটা তাহলে জন কারবি নয়, জোয়ান কারবি। ডাক্তারের কথা টেপরেকর্ড করা আছে।"

টেপরেকর্ড বাজানো হল। বিচারক বললেন, "নামটা কিন্তু জোয়ান

নয়, জন বলেই মনে হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী, জন যখন নির্দোষ বলেই আপনার ধারণা, এই মামলা আপনি খারিজ করতে চান ?"

পেরী ম্যাসন উঠে দাঁড়িয়ে বলে—

"তার আগে আমি সরকারী সাক্ষী ডোনাল্ড ডারবিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

বিচারকের নির্দেশে অনিচ্ছুক ডন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালো।

ম্যাসন সওয়াল করে—

"ডন, ডক্টর ব্যাবের দরজায় যেরকম স্প্রিং-লক, তোমার ঘরের দরজাতেও সেইরকম স্প্রিং-লক। তাই না ? তুমি মেয়েলি গলার আর্ত চীৎকার শুনে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দরজা খুলে যখন ছুটে বেরিয়ে এলে, তোমার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে তুমি বন্ধ দরজা খোলার চাবী পেলে কোথায় ? কিভাবে আবার ঘরে ঢুকলে ?"

ডন নিশ্চুপ। বার্জার হতভম্ব। আদালতে নৈঃশব্দ্য। ম্যাসন আবার বলে—

"আমি দেখেছি, অনেকেই দেখেছে, যখন টেপ বাজানো হচ্ছিল, তুমি আদালত ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছিলে। কেন ? যেহেতু ডক্টর যখন আততায়ীর নাম বলেন, জড়ানো গলায় তিনি জন কারবির নয় ডন ডারবির নাম বলতে চাইছিলেন ?"

ডারবি নিশ্চুপ। বারজারের দিকে ফিরে পেরী বলে—

"পুলিসের ভূমিকার আমিপ্রশংসাকরতে পারছিনা। ডাক্তারের ঘর পুলিস সীল করে বন্ধ রেখেছে। ডাক্তারের অফিসঘরের পাশের ঘরে ডোনাল্ড, ডারবির জামাপ্যান্ট জুতোমোজা পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এবং ডাক্তার ব্যাবের মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের। তোমার বা কিনসের নয়। পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের অনুমতি নিয়ে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতভাবে ডাক্তারের রেকর্ড-বই আমি নিজের কাছে রেখেছি।"

এবার বিচারক বললেন—

"মিস্টার ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নী, ডাক্তারব্যাবের হত্যার ব্যাপারে জন ও জোয়ান কারবির কোন ভূমিকা নেই, মিস্টার ম্যাসন প্রমাণ করেছেন। ডোনাল্ড ডারবির সম্বন্ধে আপনারা তদন্ত করুন। মিস্টার জন কারবি আপনি নিরপরাধ, আদালত আপনাকে মুক্তি দিচ্ছে।"

ম্যাসন চেম্বারে এসেছে মিস্টার ও মিসেস কারবি। ম্যাসন বলে—"নরমার কাকা ডোন্যাল্ড ডারবির বন্ধু। সে ডাক্তারের ওই নোটবুক হাতিয়ে কারবিকে ব্ল্যাকমেইল করার ধান্দায় ছিল। সে ডোন্যাল্ডের সাহায্য চায়। ডন ডারবি যখন নোটবুক হাতানোর চেষ্টা করছে, তাকে হাতেনাতে ধরে ফেললো ডাক্তার। ডাক্তারের মাথায় ফ্লাস্ক দিয়ে ঘা মারলো ডন। ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে গেল। সিন্দুক খুলে নোটবই খুঁজছিল ডন। মিসেস কারবি ভেতরে ঢুকতে সে পালালো। ভেতরের ঘরে গেল ডন। নরমা ঘরে ঢুকতে মিসেস কারবি পেছনের দরজা দিয়ে পালালো। তারপর নোটবুক নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ছুটে পালালো নরমা। পোষাক ছেড়ে তোয়ালে পরে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে পেছনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো ডন। সে স্নান করছিল এইটা বোঝাবে বলে সে লাল মাছের চৌবাচ্চায় লাফায়। ফলে একটা লাল মাছ বাইরে এসে পড়ে মরে যায়। বেড়ালটা লাল মাছ ধরেছে দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। ডনের কথা সত্যি বলে ধরে নিয়ে পুলিস তদন্ত করেনি। ওই রেকর্ড-বুকের ব্যাপারে তোমাদের কোন ভয় নেই। পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের আদেশে ওটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। অনেক শিশুর এবং অনেক পরিবারের ক্ষতি এভাবে এড়ানো গেল।"